নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

আইএমইডি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২১

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)

আইএমইডি
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জুন ২০২১

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
নির্বাহী সারসংক্ষেপ		**i**
Acronyms		**iii**
প্রথম অধ্যায়	**প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা**	**১-২০**
১.১	সূচনা	১
১.২	নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমি	১
১.৩	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.৫	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	২
১.৬	প্রকল্প এলাকা	৩
১.৭	প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ	৪
১.৮	প্রকল্পের আউটপুট	৫
১.৯	প্রকল্প ও ডিপিপি সংশোধনীর কারণ ও যৌক্তিকতা	৫
১.১০	প্রকল্প ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি	৮
১.১১	প্রকল্পের লগ-ফ্রেম বিশ্লেষণ	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	**নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা**	**১৫-৩৪**
২.১	পরামর্শকের কার্যপরিধি ও দায়িত্ব (ToR)	১৫
২.২	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিবিড় পরিবীক্ষণ বিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনা	১৬
২.৩	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পদ্ধতি	১৬
২.৩.১	সরাসরি সাক্ষাৎকার সমীক্ষা	১৭
২.৩.২	নমুনা উত্তরদাতা নির্বাচন ও বিতরণ	১৮
২.৩.৩	সেকেন্ডারি উপাত্তগুলির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	২৩
২.৩.৪	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD)	২৩
২.৩.৫	মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)	২৩
২.৩.৬	কেস স্টাডি	২৪
২.৩.৭	ভৌত পর্যবেক্ষণ	২৪
২.৩.৮	SWOT বিশ্লেষণ	২৫
২.৩.৯	তথ্য সংগ্রহ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা প্রণয়ন	২৫
২.৩.১০	উপকারভোগী উত্তরদাতাদের প্রশ্নমালা প্রণয়ন	২৫
২.৩.১১	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন সভার গাইডলাইন (FGD Guideline) প্রণয়ন	২৬
২.৩.১২	কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII) চেকলিস্ট প্রণয়ন	২৬
২.৩.১৩	কেসস্টাডি চেকলিস্ট প্রণয়ন	২৮
২.৩.১৪	পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের চেকলিস্ট	২৮
২.৩.১৫	ল্যাব টেস্টিং রিপোর্ট পর্যালোচনা	২৮
২.৪	প্রশ্নমালা/গাইডলাইন/চেকলিস্ট প্রি-টেস্টিং ও চূড়ান্তকরণ	২৮
২.৫	সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃত নির্দেশক/সূচকসমূহ	২৮
২.৬	প্রশ্নমালার মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা	৩০
২.৭	উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি	৩০
২.৭.১	সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	৩০
২.৭.২	পর্যবেক্ষণ	৩০
২.৭.৩	প্রকল্পের উপকারভোগী উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার	৩০
২.৭.৪	দল ভিত্তিক আলোচনা (এফজিডি)	৩১
২.৮	সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারদের উপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে কর্মশালা	৩১

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২.৯	তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা	৩২
২.১০	মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে সুপারভাইজারদের করণীয়	৩২
২.১১	মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন ও তদারকি	৩২
২.১২	তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ	৩৩
২.১৩	প্রতিবেদন প্রণয়ন	৩৩
২.১৪	সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা	৩৪
তৃতীয় অধ্যায়	**ফলাফল পর্যালোচনা**	**৩৫-১০৬**
৩.১	প্রকল্পের অগ্রগতি	৩৫
৩.১.১	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	৩৫
৩.২	অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	৩৫
৩.৩	প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও কর্ম-পরিকল্পনা, অগ্রগতি ও ক্রয়-পরিকল্পনা পর্যালোচনা	৪৯
৩.৪	নমুনা চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্যাদি	৪৯
৩.৪.১	প্রকল্পের অডিট রিপোর্ট বিষয়ক তথ্য	৫৩
৩.৪.২	কনসালটেন্ট নিয়োগ বিষয়ক তথ্য	৫৪
৩.৪.৩	প্রোগ্রেস মনিটরিং ও মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য	৫৪
৩.৪. ৪	আইএমইডি'র সরেজমিনে পরিদর্শন	৫৪
৩.৫	প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ	৫৪
৩.৫.১	খানা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণ	৫৪
৩.৫.২	কৃষক (এসএমই) পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি	৫৭
৩.৫.৩	কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী সংক্রান্ত তথ্যাদি	৬২
৩.৫.৪	মৌচাষ মেশিনারিজ সংক্রান্ত তথ্যাদি	৬৪
৩.৫.৫	উন্নত বীজ সংরক্ষণ পাত্র ও বীজ শুকানোর উপকরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি	৬৫
৩.৫.৬	প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি	৬৬
৩.৫.৭	বীজ প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস সংক্রান্ত তথ্যাদি	৭০
৩.৫.৮	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কৃষক) সংক্রান্ত তথ্যাদি	৭১
৩.৫.৯	কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্যাদি	৭৩
৩.৫.১০	প্রকল্পের প্রভাব নিবিড় পরিবীক্ষণ ও গুণগত বিশ্লেষণ	৭৬
৩.৬	কেআইআই হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	৮২
৩.৭	স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ	৯০
৩.৮	কেস স্টাডির বিবরণ	৯১
৩.৯	প্রকল্পের কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ	৯৭
৩.১০	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন	১০৫
৩.১১	প্রকল্পের Exit Plan	১০৬
চতুর্থ অধ্যায়	**প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা (SWOT Analysis)**	**১০৭- ১০৮**
৪.১	সবল দিকসমূহ	১০৭
৪.২	দুর্বল দিকসমূহ	১০৭
৪.৩	সুযোগসমূহ	১০৭
৪.৪	ঝুঁকিসমূহ	১০৮
পঞ্চম অধ্যায়	**পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ**	**১০৯- ১১১**
৫.১	সার্বিক পর্যবেক্ষণ	১০৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	**সমীক্ষার পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা**	**১১২-১৪১**
৬.১	সুপারিশমালা	১১২
৬.২	উপসংহার	১১২
	গ্রন্থপঞ্জি	১১৩

পরিশিষ্ট	বিষয়	পৃষ্ঠা
পরিশিষ্ট -১	উপকারভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা	১১৪
পরিশিষ্ট -২	উপকারভোগীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) গাইডলাইন	১১৮
পরিশিষ্ট -৩	চেকলিস্ট-১: কেআইআই (মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডি)	১২১
পরিশিষ্ট -৪	চেকলিস্ট-২: কেআইআই (প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা)	১২৩
পরিশিষ্ট -৫	চেকলিস্ট-৩: কেআইআই (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলায় কর্মরত কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা)	১২৮
পরিশিষ্ট-৬	উপকারভোগীদের জন্য কেসস্টাডির প্রশ্নমালা	১৩০
পরিশিষ্ট-৭	সরেজমিন পরিদর্শন চেকলিস্ট	১৩২
পরিশিষ্ট-৮	ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট	১৩৪
পরিশিষ্ট-৯	অডিট সংক্রান্ত নথিপত্র	১৩৭

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

কৃষি বাংলাদেশের জনমানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রদানের প্রধানতম এবং অন্যতম উৎস। কৃষিকে অবলম্বন করে এখনও এ দেশের বিপুল জনসংখ্যার কর্মসংস্থানও হয়ে থাকে। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীবনযাত্রায় মানোন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে বর্তমান সরকার কৃষি সেক্টরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক টেকসই কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল, ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রমসহ মানসম্মত বীজের অভাব, ফসলের কম উৎপাদনশীলতা, মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অভাব পূরণের নিমিত্ত "কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের মানসম্মত বীজের সরবরাহ ও উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত ও মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনা, ইউনিয়নভিত্তিক বীজ এসএমই গঠন, খাদ্য তালিকায় ডাল ও মসলার ব্যবহার বৃদ্ধি করে পুষ্টি চাহিদা পুরণ, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষক/কৃষাণীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধিকরণ, আমদানি হ্রাস ইত্যাদি কার্যক্রম বিষয়ক আলোচ্য প্রকল্পটি ১৬৫২৫.৯২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১.০৭.২০১৭ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মেয়াদকাল অপরিবর্তিত রেখে ১৮৩৪৪.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রথম সংশোধনী ১৪. ০৬.২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মূল অঙ্গসমূহ হলো ৩৬১৭১টি বীজ উৎপাদন ব্লক প্রতিষ্ঠা করা এবং ১৬,৫৫,০০০ জন কৃষককে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনের প্রযুক্তির আওতাভুক্ত করা, ৭৬টি কর্মশালা আয়োজন করা, ১৯২টি মেন্টরিং ও ফলোআপ ডিসকাশনের মাধ্যমে ৫৭৬ জনকে পুরস্কৃত করা, ১৬৫৫০ টি মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন আয়োজন করা, দেশের ভেতর কৃষক প্রশিক্ষণ (৭৫০ ব্যাচ), এসএএও প্রশিক্ষণ (৩০০ ব্যাচ) এবং অফিসার প্রশিক্ষণ (৬০ ব্যাচ) সম্পন্ন করা এবং বীজ উৎপাদনের ওপর ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর অধিকতর দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১০০ জন কৃষক, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার যথাঃ এসএমই বীজ উদ্যোক্তা ও উপকারভোগী উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সংখ্যাগত উপাত্ত বিশ্লেষণে স্ট্যাটিসটিকাল টুলস ব্যবহার করা হয়। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রকল্পভুক্ত ১৭টি জেলার ৩২টি উপজেলা হতে ১২৮টি ইউনিয়নের ব্লক প্রদর্শনী দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করে মোট ১৫৪০ জন এসএমই বীজ উদ্যোক্তা ও উপকারভোগী উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়। এসএমই উত্তরদাতাদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে ১২৬৮ জন পুরুষ (৮২%) এবং ২৭২ জন মহিলা (১৮%)। এছাড়া প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সম্পর্কিত গুণগত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় পর্যায়ে ডিএই-এর কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রমসমূহ বিদ্যমান পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর আলোকে করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১৫৪০ জন উপকারভোগী উত্তরদাতার মধ্যে ১৪৭৬ জন (৯৭.৭%) বলেন যে, কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়ায় তাদের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সৃষ্টি হয়েছে। ১৩৪৫ জনের (৮৭.৩%) মতে তাদের বেকারত্ব লাঘব হয়েছে। ১৩৬০ জনের (৮৮.৩%) মতে স্বীকৃতপ্রাপ্ত এসএমই উদ্যোক্তা হিসেবে এবং বীজ ডিলার হিসেবে তাদের পরিচিতি ঘটেছে। কোন কোন এসএমই কৃষক 'বীজ ভান্ডার' হিসেবে বীজ ব্যবসাও শুরু করেছেন। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি থেকে তার উৎপাদিত বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করতে পারছেন। ১৩১৪ জন (৮৫.৩%) বীজের মান ভাল হওয়ার কারণে ফলন ১৫-২০ শতাংশ বৃদ্ধির প্রত্যাশা করছেন। আবাদী ও পতিত জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ও বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ১১৪৪ জনের (৭৪.৩%) মতে প্রকল্প হতে চাষাবাদের জন্য বীজ, সার, কীটনাশক ও অর্থসহায়তা পেয়েছেন। প্রকল্পভুক্ত হওয়ার আগে বিভিন্ন জাতের বীজ বিএডিসি হতে ক্রয় করতেন এবং তখন অনেক ক্ষেত্রে সময়মত ভালো মানের বীজ পাওয়া সম্ভব হত না। এখন প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নে প্রকল্পের উদ্যোক্তা (এসএমই) তৈরি হয়েছে, স্থানীয় পর্যায়ে বীজের বিপণন করছে এবং কিছু কৃষি অফিস এসএমইদের নিকট হতে বীজ ক্রয় করছে। প্রকল্পের আওতায় এসএমই কৃষক কর্তৃক ২০১৮-১৯ সালে ১২ কোটি এবং ২০১৯-২০ সালে ১৬ কোটি টাকার বীজ উৎপাদিত হয়েছে। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত তথ্যের আলোকে বলা যায় ২০২০-২০২১ সালে প্রাক্কলিত বীজ উৎপাদন থেকে আয় হবে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। প্রকল্প হতে এসএমই উদ্যোক্তাগণের জন্য বিভিন্ন জাতের বীজ ব্যবস্থাপনা উপকরণ যেমন-সংরক্ষণপাত্র, ওজন যন্ত্র, সিলিং যন্ত্র, বীজ চালুনি, পলিব্যাগ, ময়েশ্চার মিটার, মৌ-বক্স সরবরাহ ও এসএমই রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২০ সালের আমদানি-রপ্তানি বিষয়ক পরিসংখ্যান ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান মতে, ডাল, তেল ও মসলার বার্ষিক চাহিদা যথাক্রমে ২৬.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন, ১০.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ৪০.৪ লক্ষ মেট্রিক টন। তার বিপরীতে ডাল, তেল ও মসলার উৎপাদন হচ্ছে যথাক্রমে ৩.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন, ৯.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ৩১.৪০ লক্ষ

মেট্রিক টন। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, ২০২৩ সালের মধ্যে তেলের উৎপাদন বাড়িয়ে ১২ দশমিক ০৭ লাখ মেট্রিক টন, ডাল ১১ দশমিক ২২২ লাখ মেট্রিক টন, মসলা ৪০ দশমিক ৭৭৪ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করতে সম্ভব হবে। অর্থাৎ প্রকল্পটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় পণ্যের ২০ শতাংশ আমদানী কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১১৯৫ জনের (৭৭.৬%) মতে বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ১৪৯৯ জনের (৯৭.৩%) মতে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে। ১০১৫ জনের (৭৫.৭%) মতে মানসম্মত ফসলের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৫০৮ জনের (৯৭.৯%) মতে প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ নিজেরা প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ করছেন। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মতে প্রকল্পে মৌচাষ সম্পৃক্ত হওয়ায় অতিরিক্ত ১৫-৩০ শতাংশ ফলন বৃদ্ধিসহ মধু উৎপাদন এবং পরিবেশ বান্ধব চাষাবাদ উৎসাহিত করার মাধ্যমে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের সঠিক সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে।

প্রকল্প অফিস হতে দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ৬টি ক্রয় প্যাকেজের নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট পণ্য ও সেবা সামগ্রী ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত সরকারি ক্রয় নীতিমালা যথাঃ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইতোমধ্যে সিএজি কর্তৃক ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে, এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সকল অডিট আপত্তি প্রমাণক সাপেক্ষে নিষ্পত্তি হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রমাণকসমূহ অডিট অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং অডিট রিপোর্ট (AIR) প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রকল্পের মূল অঙ্গসমূহ যেমন: ২০২২ সালের মধ্যে ৩৬১৭১টি বীজ উৎপাদন ব্লক প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অদ্যাবধি বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ২৬৭৮৪টি (৭৪.০৫%)। এ সকল বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনীর স্থান নির্বাচন সঠিক ও যথাযথ ছিল। এছাড়াও প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম হল ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪৫০০ জন বীজ উদ্যোক্তা তৈরি ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা, যা শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে; ৭৬টি কর্মশালা, ১৯২টি মেনটরিং ও ফলোআপের মধ্যে ৪২টি কর্মশালা ও ৩৭৪ জন কৃষককে পুরস্কৃত করা হয়েছে; প্রকল্পে ১৬৫৫০ টি মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন আয়োজনের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ১১৭০৬টি (৭০.৭৩%); উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ১২৮টি ব্যাচের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৮৫ ব্যাচ (৬৬.৪১%); দেশের অভ্যন্তরীণ কৃষক প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে ৭৫০ ব্যাচ, ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৬৭৫ ব্যাচ (৯০%); এসএএও প্রশিক্ষণ রয়েছে ৩০০ ব্যাচ, ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ২২৫ ব্যাচ (৭৫%); এবং অফিসার প্রশিক্ষণ ৬০ ব্যাচ সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে, ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৪২ ব্যাচ (৭০%); এবং বীজ উৎপাদনের উপর ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর অধিকতর দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১০০ জন কৃষক, এসএএও এবং কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে, যা ইতোমধ্যে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতি বছর ২০ জন করে ২ বছরে ৪০ জন কর্মকর্তার চীন ও ভিয়েতনামে বৈদেশিক ভ্রমণ সম্পন্ন হয়েছে। বৈদেশিক ভ্রমণে অংশগ্রহণকারীগণের সুপারিশ হল ডাল, তেল, মসলা ও মধু উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, মধু থেকে উৎপাদিত উপজাত দ্বারা বিভিন্ন পণ্য বিশেষত প্রসাধনী ও ঔষধ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ। প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ২০০০টি মৌ বক্স এবং মধু এক্সট্রাক্টর বিতরণ সংস্থান রয়েছে, যা শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং এসব মৌ বক্স এবং মধু এক্সট্রাক্টর মানসম্পন্ন ছিল। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা এপ্রিল ৩০, ২০২১ পর্যন্ত ৭৮.৬৭ শতাংশ থাকলেও বাস্তবে আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৭০.৯৮ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ৭.৬৯ শতাংশ কম হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে নির্ধারিত মেয়াদেই প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।

প্রকল্পটির ডিপিপিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য এবং মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হল— চলমান প্রকল্পে ইউনিয়ন পর্যায়ে একজন করে এসএমই বীজ উদ্যোক্তা রয়েছেন, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। স্থানীয়ভাবে মানসম্মত বীজের চাহিদা পূরণে এসএমই'র সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রকল্পের আওতায় এসএমই কৃষকদের আরও সমৃদ্ধ করতে বীজ বাজারজাতকরণে কৃষক-বেসরকারি/সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ তৈরি করা অর্থাৎ উৎপাদন পরবর্তী বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং বাজার সংযোগে সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন। বীজ উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সরিষা কর্তনের পর মৌমাছির খাদ্য ঘাটতির সমস্যা দূর করার জন্য মৌমাছিগুলো (রাণী মৌমাছি) প্রতিপালনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বীজ ব্যবসায়ী হিসেবে বাজারে বীজ উদ্যোক্তার প্রবেশাধিকার আরও গতিশীল ও গ্রহণযোগ্য করতে সরবরাহকৃত বীজ প্যাকেটের মান আরও উন্নত, তথ্যবহুল ও চিত্তাকর্ষক করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বেসরকারি বীজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্যাকেটের নমুনা যাচাই করা যেতে পারে। ভোক্তা পর্যায়ে সরিষার তেলের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য মিডিয়াতে প্রচার প্রচারণা, ডকুমেন্টারি লিফলেট, বুকলেট ইত্যাদি তৈরি করে বিতরণ করা যেতে পারে।

Acronyms	
AEO	Agriculture Extension Officer
AIR	Audit Inspection Report
CAG	Comptroller and Auditor General
DAE	Department of Agricultural Extension
DPP	Development Project Proforma/Proposal
FGD	Focus Group Discussion
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informants Interview
NGOs	Non-Governmental Organizations
NARS	National Agricultural Research System
PPTA	Project Preparatory Technical Assistance
QAQC	Quality Assurance and Quality Control
RDPP	Revised Development Project Proforma
RTEs	Real-Time Evaluations
SCA	Seed Certification Agency
SME	Small and Medium Enterprises
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
SAAO	Sub-Assistant Agricultural Officer
TOR	Terms of Reference
TQM	Total Quality Management
UAO	Upazila Agriculture Officer

টীকা:

এসএমই কৃষক: একজন এসএমই (Small and Medium Enterprises) কৃষক হলেন ঐ কৃষক যে নিজের জমিতে প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে মানসম্মত ডাল, তেল ও মসলা বীজ ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন কাজে নিয়োজিত। এসএমই কৃষকগণ নিজস্ব জমিতে বীজ উৎপাদনের পাশাপাশি স্থানীয় বীজ উদ্যোক্তা ও বীজ ব্যবসায়ী হিসাবেও পরিচিত।

প্রথম অধ্যায়
প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ সূচনা

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। জীবন-জীবিকার পাশাপাশি আমাদের সার্বিক উন্নয়নে কৃষি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই কৃষির উন্নয়ন মানে দেশের সার্বিক উন্নয়ন। কৃষিখাত থেকে দেশে জিডিপির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অর্জিত হয়। কৃষি এ দেশের জনমানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রদানের প্রধানতম এবং অন্যতম উৎস। কৃষিকে অবলম্বন করে এখনও এ দেশের বিপুল জনসংখ্যার কর্মসংস্থানও হয়ে থাকে। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে বর্তমান সরকার কৃষি সেক্টরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় টেকসই কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে চাষী পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ নিশ্চিতকরণের জন্য **"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"** শীর্ষক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় । উল্লেখ্য যে, আমদানি হ্রাস, ফসলের বহুমুখীতা ও নিবিড়তা বৃদ্ধি, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষক/কৃষাণীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বিষয়ক আলোচ্য প্রকল্পটি ১৮৩৪৪.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়ন) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমি

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কেন্দ্রীয় সংস্থা। আইএমইডি মূলত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। প্রতি বছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরে (২০২০-২০২১) আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে কিছু গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"** শীর্ষক চলমান প্রকল্পটি রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ; প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় (Procurement) কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করার জন্য নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৩ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশ একটি কৃষি ভিত্তিক দেশ এবং জিডিপিতে কৃষির অবদান প্রায় ১৫ দশমিক ৪৪ ভাগ (২০১৯-২০২০, অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০)। ১৬ কোটি জনসংখ্যার এই দেশে নগরায়ন এবং অন্যান্য কাজে প্রতি বছর আবাদযোগ্য জমির ১% হারাচ্ছে, যা দেশের টেকসই কৃষিজ খাদ্য ব্যবস্থাপনার জন্য হুমকিস্বরূপ। এ কারণে খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানোর বিকল্প নাই। দেশের অধিকাংশ লোকজন গ্রামে বসবাস করে এবং কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন; যেমন- মানসম্মত বীজের অভাব, ফসলের কম উৎপাদনশীলতা, মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ইত্যাদি। শুধুমাত্র ভাল বীজ ব্যবহারের ফলে ফসলের প্রায় ২০% ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সুতরাং কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের বীজের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ দানাজাতীয় শস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কিন্তু পুষ্টিতে বিশেষ করে প্রোটিনের ক্ষেত্রে এখনো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। প্রাণীজ প্রোটিনের মূল্য বেশি এবং অপর্যাপ্ত বিধায় প্রোটিনের চাহিদা পূরণের জন্য ডালের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। বর্তমানে ডাল, তেল ও মসলার চাহিদার মাত্র ২৫% দেশজ উৎপাদন থেকে পূরণ করা হয় এবং অবশিষ্ট অংশ আমদানি করতে হয়। তবে যথাযথ উদ্যোগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করে এ ঘাটতি হ্রাস করা সম্ভব।

দানাজাতীয় শস্যের পাশাপাশি উচ্চমূল্য ফসল যেমন ডাল, তেল, মসলা, ফল এবং সবজি বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের দিকে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় টিকে থাকার বিকল্প নাই। মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ একটি জটিল পদ্ধতি যার সাথে কৃষক, উৎপাদনকারী, সরকারি এজেন্সি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ জড়িত থাকে।

সরকার কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলার মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিতরণের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান কম মূল্যে উন্নতমানের দানাজাতীয় এবং ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উচ্চমূল্যের সবজি বীজ এবং উদ্যান ফসলের বীজ উৎপাদন করে। কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় সরকারি সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বীজ উৎপাদন করে তা কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো অত্যাবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের মানসম্মত বীজের সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়ন ভিত্তিক কৃষক উদ্যোক্তা (এসএমই) তৈরির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলার জাতীয় ফসলের উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় জুলাই/২০১৭ খ্রিঃ হতে জুন/২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ০৫ বছর মেয়াদি **"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী ও অন্যান্য কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। (তথ্যসূত্র: আরডিপিপি, আগস্ট ২০২০)

১.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল এবং মসলা জাতীয় ফসলের মান সম্মত বীজের সরবরাহ ও বৃদ্ধি;
- উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- ডাল, তেল ও মসলার দেশীয় ঘাটতি পূরণ তথা আমদানী হ্রাস করা;
- মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনা এবং মৌ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দরিদ্র্য নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- ইউনিয়ন ভিক্তিক বীজ এসএমই গঠনের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ এবং সেই সাথে উৎপাদন প্রযুক্তি সময়মত কৃষকের দোড়গোড়ায় পৌঁছানো;
- ফসল বিন্যাসে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসল অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং পূনর্গঠন;
- উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ডাল, তেল ও মসলার ব্যবহার বৃদ্ধি করে পুষ্টি ঘাটতি পূরণ;
- স্বল্প পানি চাহিদা সম্পন্ন ফসল (ডাল, তেল ও মসলা) চাষাবাদের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করা;
- যথাযথ পরাগায়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৌচাষ সম্পৃক্তকরণ;
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির সরাসরি সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ উৎপাদন নিশ্চিত করা;
- কৃষি সম্প্রসারণ কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতার উন্নয়ন ।

১.৫ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

১.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় / বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়

১.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ) : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

১.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ : কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

১.৪ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

(হিসাব লক্ষ্য টাকায়)

মূল প্রাক্কলিত ব্যয় (জিওবি)	১ম সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (জিওবি))	মূল বাস্তবায়নকাল	সংশোধিত বাস্তবায়নকাল	প্রকৃত ব্যয় (জিওবি)	প্রকৃত বাস্তবায়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬৫২৫.৯২	**১৮৩৪৪.০০**	জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০২২	জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০২২	-	-

১.৬ প্রকল্প এলাকা (জেলা/উপজেলা):

প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ৪৯০ টি উপজেলার ৪৫০০ সংখ্যক কৃষক (এসএমই) কর্তৃক ২০২২ সালের মধ্যে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের মান সম্মত বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও বিতরণে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা দরিদ্রতা দূরীকরণ কল্পে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ছবি-২.১: বাংলাদেশের মানচিত্রে এক নজরে প্রকল্প এলাকা

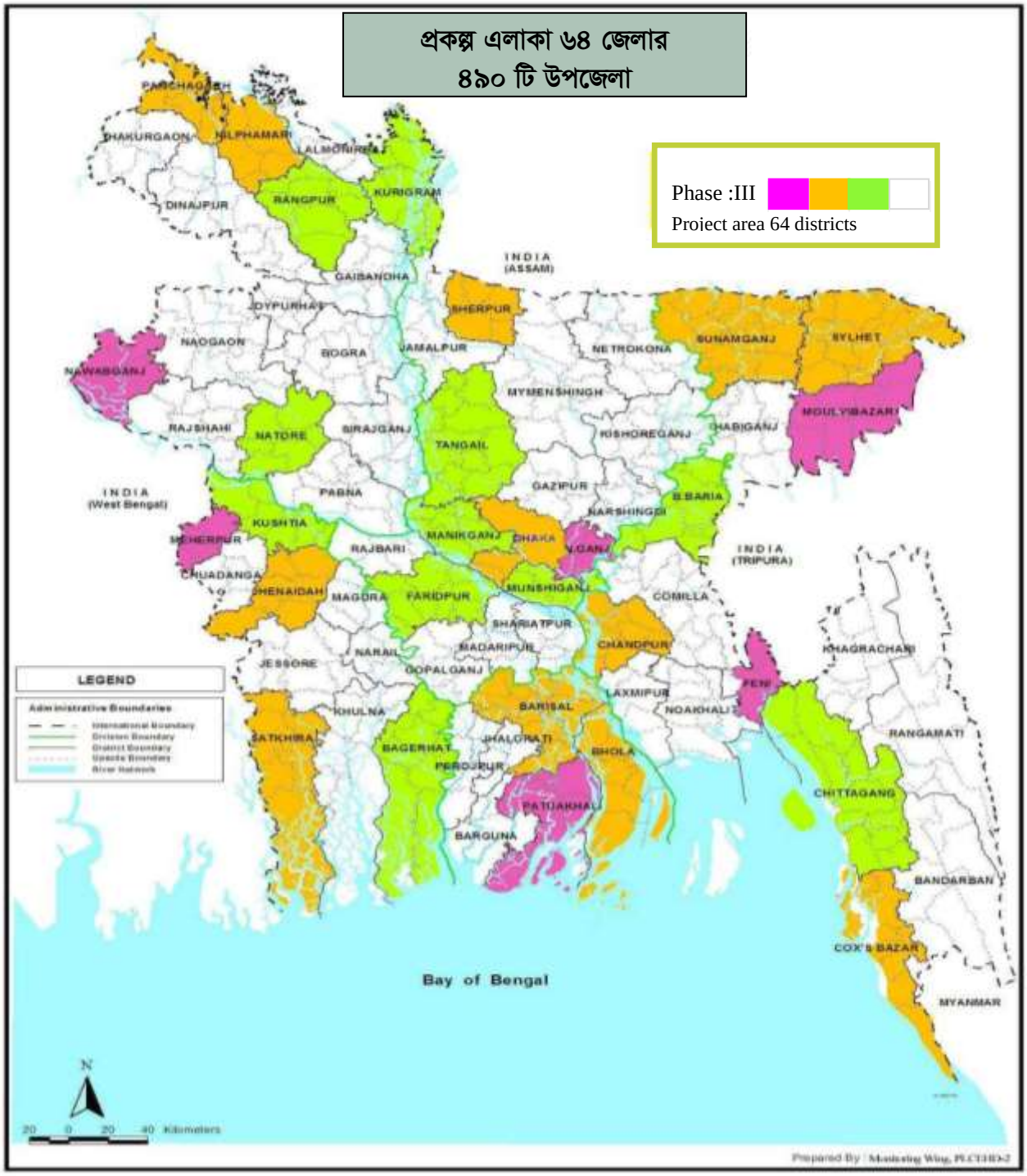

১.৭ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ

ক্রমিক নং	মূল অঙ্গসমূহ	সংখ্যা/পরিমাণ	সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	ব্লক প্রদর্শনী	৩৬১৭১টি	৫,৪০৯.২২০
২	কৃষক প্রশিক্ষণ	৬০০ ব্যাচ	৬২৪.০০
৩	কৃষক প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স কোর্স)	১৫০ ব্যাচ	৬৪.৫৭৫
৪	এএএও প্রশিক্ষণ	১৫০ ব্যাচ	২৪৬.৯৯
৫	এএএও প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স কোর্স)	১৫০ ব্যাচ	৮২.৫৭৫
৬	ডিএইর অফিসার প্রশিক্ষণ (টিওটি)	৩০ ব্যাচ	১৬৫.৫৪
৭	ডিএইর অফিসার প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স কোর্স))	৩০ ব্যাচ	৬৭.৮০
৮	মৌপালনের উপর সার্টিফিকেট কোর্স	২ ব্যাচ	৯৪.৩০
৯	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১০০ জন	৪৩৮.০৮
১০	মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন	১৬৫৫০টি	৩,০৬১.৭৫
১১	কৃষক পুরস্কার	২৫৬টি	৫৬.৩২
১২	এসসিএ কর্তৃক বীজ প্রত্যয়ন	১৬৪৭০টি	৩৯৬.৯০
১৩	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কৃষক)	১২৮টি	২৮৮.০০
১৪	কর্মশালা আয়োজন (জাতীয়)	৬টি	৪৭.৭৬
১৫	কর্মশালা আয়োজন (আঞ্চলিক)	৭০টি	১৬১.৬৩
১৬	মেনটরিং ও ফলোআপ বিশ্লেষণ	১৯২টি	৬১.৪৪
১৭	মৌ বক্স এবং মধু এক্সট্রাক্টর	২০০০টি	৯৯৮.১১
১৮	ময়েশ্চার মিটার	২৭৩৯টি	১,৩৩৭.৮৬
১৯	উন্নত বীজ সংরক্ষণ পাত্র ও বীজ শুকানোর উপকরণ (ড্রাইং বিডসসহ)	১৮০০০টি ও ৫০ সেট	৬২৭.০০
২০	বীজ প্যাকেজিং ব্যাগ	৭১,৮৩ লক্ষ	১,০৭৭.২৮

তথ্যসূত্রঃ আরডিপিপি (১ম সংশোধিত) (আগস্ট, ২০২০)

এ ছাড়াও অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ-

- **জনবল নিয়োগ প্রেষণ/নিয়োগ:** প্রেষণে ও সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে মোট ১১ জন জনবল ৩২০.৬৭ লক্ষ টাকায় প্রকল্পের প্রথম বছরের মধ্যে নিয়োগ;
- **পণ্য ও সেবা প্রদান:** ২০১৭-২০২২ সাল পর্যন্ত প্রকল্প কার্যালয় ও প্রকল্পাধীন এলাকায় পণ্য সররবাহ ও সেবা প্রদান করা এবং এজন্য ২১৪৮.৯০ লক্ষ টাকা খরচ নির্ধারণ হয়;
- **মাঠ দিবস এবং রিভিউ ডিসকাশন আয়োজন:** জুন ২০২২ সালের মধ্যে ১৬৫৫০ সংখ্যক কারিগরি আলোচনা তথা মাঠ দিবস আয়োজন করা বাদে ৩০৬১.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারণ হয়।
- **বীজ উৎপাদন ব্লক স্থাপন:** জুন ২০২২ সালের মধ্যে ৫৪০৯.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৬১৭১ সংখ্যক বীজ উৎপাদন ব্লক সম্পাদন করা।
- **কর্মশালা আয়োজন:** জুন ২০২২ সালের মধ্যে ২০৯.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬টি জাতীয় এবং ৭০টি আঞ্চলিক কর্মশালা আয়োজন করা।
- **যানবাহন ক্রয়:** প্রথম বছরে একটি জিপ এবং একটি ডাবল কেবিন পিকআপ ১২২.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়েছে।
- **মনিটরিং এবং ফলোআপ ডিসকাশন:** জুন ২০২২ সালের মধ্যে ৬১.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯২ সংখ্যক মনিটরিং ও ফলোআপ আলোচনা সম্পন্ন করা।
- **অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র এবং প্রকল্পের সকল যন্ত্রপাতি ক্রয়:** অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় ৪৬৩৯.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে।

১.৮ প্রকল্পের আউটপুট

- **কৃষক /এসএএও /অফিসার কর্তৃক দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ:** ২০২২ সালের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে কৃষক প্রশিক্ষণ ৭৫০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৩০০ ব্যাচ এবং অফিসার প্রশিক্ষণ ৬০ ব্যাচ সম্পন্ন করা এবং বীজ উৎপাদনের ওপর ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর অধিকতর দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১০০ জন কৃষক, এসএএও এবং কর্মকর্তা কর্তৃক বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। প্রতিটি ব্যাচ গড়ে ২০ জনের সমন্বয়ে গঠিত হয়।
- **প্রকল্প এলাকায় মাঠ দিবস এবং রিভিউ ডিসকাশন:** ২০২২ সালের মধ্যে ১৬৫৫০ টি মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন আয়োজন করা এবং ১৬,৫৫,০০০ জন কৃষক ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনের প্রযুক্তির আওতাভূক্ত হয়েছে।
- **বীজ উৎপাদন ব্লক:** ২০২২ সালের মধ্যে ৩৫৯১৫টি বীজ উৎপাদন ব্লক প্রতিষ্ঠা এবং ১৬,৫৫,০০০ জন কৃষক ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনের প্রযুক্তির আওতাভুক্তকরণ ।
- **কর্মশালা আয়োজন:** ২০২২ সালের মধ্যে ৭৬টি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে ৭৪০ জন পুরস্কৃত করা এবং প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে অবহিতকরণ।
- **গাড়ি ক্রয় সম্পন্ন:** মনিটরিং, পণ্য, কার্য, সরবরাহ এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত জানুয়ারি ২০১৮ সালের মধ্যে ১টি জিপ গাড়ি ও ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় সম্পন্ন হয়।
- **অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র এবং প্রকল্পের সকল যন্ত্রপাতি ক্রয়:** ২০২২ সালের মধ্যে ৪৬১৯.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র এবং প্রকল্পের সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পন্ন।

১. ৯ প্রকল্প সংশোধনের মূলকারণ ও যৌক্তিকতা

● **জেলাওয়ারি ব্লক প্রদর্শনীর বিভাজন:** ডিপিপিতে জেলাওয়ারি বিভিন্ন ফসলের ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা নির্ধারণে অসংগতি পরিলক্ষিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট জেলার চাহিদা অনুযায়ী ব্লক প্রদর্শনী পুনঃবিভাজনের ব্যবস্থা রেখে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।

● **ফসলওয়ারি ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা:** ডিপিপিতে ফসলওয়ারি যে ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা নির্ধারণ করা আছে তা মাঠের চাহিদার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ নয় বিধায় স্থানীয় চাহিদার সাথে মিল রেখে এবং গত ২২.০৯.২০১৯ তারিখে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে সংশোধিত ডিপিপিতে জেলা ও ফসলওয়ারি বিভিন্ন ব্লক প্রদর্শনীর পুনঃবিভাজনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

● **আদা, হলুদ, কালোজিরা এবং ধনিয়া ফসলের অধীন ব্লক প্রদর্শনীর জমির পরিমাণ হ্রাস:** আদা, হলুদ, ধনিয়া এবং কালোজিরা ফসলের অধীন ১ একরের ব্লক প্রদর্শনী করার মতো পর্যাপ্ত জমি পাওয়া দুষ্কর। সে কারণে উল্লিখিত চারটি ফসলের অধীন ব্লক প্রদর্শনীর আয়তন ৫০ শতক করা হয়েছে। এ সকল ফসলের জন্য একক প্রদর্শনীর খরচ কমে যাওয়ায় উক্ত ফসলগুলির প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

● **মৌ-বাক্সের জন্য মৌ-কলোনি সরবরাহ: ডিপিপিতে** মৌচাষে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে এসএমইদের মধ্যে মোট ২ হাজারটি মৌ-বক্স ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি বিতরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিছু মৌ পালনের প্রধান উপকরণ মৌ-কলোনী স্থাপনের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। ফলে মৌ-বক্সসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। সংশোধিত ডিপিপিতে মৌ-কলোনী ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে।

● **মেশিনারিজ (মৌ-বাক্স ময়েশ্চার মিটার ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ):** সারা দেশের সকল এসএমই ও উপজেলার কৃষি অফিসে সরবরাহকৃত ময়েশ্চার মিটার, মৌ-বক্স বীজ ব্যবস্থাপনার জন্য অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মূল ডিপিপিতে মেশিনারিজ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ১৫.০০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। সুতরাং মেশিনারিজ রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ১১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

● **ব্লক প্রদর্শনীর জন্য মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ :** ডিপিপিতে ভিত্তি বীজ ব্যবহার করে সকল ব্লক প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করার বিধান থাকলেও ১৮টি ফসলের মধ্যে ১১টির (মসুর, মুগ, খেসারী, মাসকালাই, ফেলন, সরিষা, তিল, সয়াবিন, সূর্যমুখী, চীনাবাদাম এবং পেঁয়াজ) বীজ বিএডিসি সরবরাহ করে। বাকি ফসলের (রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, কালোজিরা এবং অড়হর) বীজ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হয়। আবার প্রকল্পভুক্ত ফসলগুলো নন-নটিফাইড ক্রপ হওয়ায় এ সকল ফসলের ভিত্তি বীজ পাওয়া সহজলভ্য নয়। তাই ব্লক প্রদর্শনী বাস্তবায়নে শুধুমাত্র ভিত্তি বীজ ব্যবহারের পরিবর্তে ভিত্তি অথবা উন্নতমানের বীজ ব্যবহারের বিধান রেখে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।

● **কনসালটেন্ট (বীজ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ)- এর মেয়াদ বৃদ্ধিঃ** প্রকল্পের ব্যাপ্তি সারাদেশব্যাপী (সকল ইউনিয়ন) এবং কাজের পরিধিও বিশাল। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ যেমন, ডাল তেল ও মসলা (১৮টি) ফসলের উপর ৪৫০০টি বীজ উদ্যোক্তা তৈরি ৩৬,৩৫৬ টি ব্লক / গবেষণা প্রদর্শনী বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ কর্মী এবং কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন, জাতীয় আঞ্চলিক কর্মশালাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজন, প্রশিক্ষণ মেনুয়্যাল ও নীতিমালা তৈরি, মাঠ তদারকি করা, মৌসুম ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন, বিভিন্ন সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ, উপকরণ সংগ্রহ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন ও অন্যান্য রিপোর্ট তৈরি ইত্যাদি সম্পাদনের জন্য বীজ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ পদটি অত্যাবশ্যক। এই পদেও জনবল ব্যতিত প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা খুবই দুঃসাধ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

● **ময়েশ্চার মিটার ক্রয়ঃ** অনুমোদিত ডিপিপিতে উপজেলা প্রতি ৩টি (মোট ১৪৭৩টি) ময়েশ্চার মিটার ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি এসএমইকে ময়েশ্চার মিটারের সহায়তা দেবার জন্য এগুলো পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন সরকারের খাদ্য শস্য ক্রয় কেন্দ্রে কৃষক যাতে সরাসরি তাদের উৎপাদিত পণ্য সঠিক আদ্রতা বজায় রেখে বিক্রি করতে পারে তারজন্য উন্নতমানের ময়েশ্চার মিটার ক্রয়ের বিষয় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পূর্বে ১৪৭৩টি ময়েশ্চার মিটার এসএমই-তে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয়, যেখানে প্রতিটি ময়েশ্চার মিটার ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৫,০০০ টাকা। কিন্তু খাদ্য অধিদপ্তর যে (জাপানিজ) স্ট্যান্ডার্ডের ময়েশ্চার মিটার ব্যবহার করে তার প্রতিটির মূল্য ৬৫,০০০ টাকা একই স্ট্যান্ডার্ডের ময়েশ্চার মিটার ব্যবহার করে আর্দ্রতা মেপে খাদ্য গুদামে পণ্য বিক্রি করলে কৃষকদের কম জটিলতায় পড়তে হবে। তাছাড়া গত ২৫.০৯.২০১৯ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় ময়েশ্চার মিটার ক্রয়ের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবহৃত ময়েশ্চার মিটারের স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে কারণে শুধুমাত্র পার্বত্য জেলা সমূহ বাদে অন্যান্য জেলার সকল উপজেলাতে আরো ৩টি করে (অর্থাৎ ১২৬৬ টি) নতুন ময়েশ্চার মিটার ক্রয়ের বরাদ্দ রেখে ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

● **প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের কাজের সাথে জড়িত কৃষক এসএএও এবং কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে প্রকল্প মেয়াদের শুরুতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নতুন কলাকৌশল বিষয়ের অবহিতকরণ, মাঠের সমস্যা নিরিখে বাস্তব শিক্ষা দান এমনতর কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণের কোন বরাদ্দ মূল ডিপিপিতে নেই। তাই প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এসএমই কৃষক, উপসহকারী কৃষি অফিসার এবং কর্মকর্তাদের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যবর্তী সময়ে রিফ্রেশার কোর্সের মাধ্যমে সময়োপযোগী ইস্যু ভিত্তিক স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রেখে ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

● **উন্নত বীজ সংরক্ষণ পাত্র ও বীজ শুকানোর উপকরণ ড্রাইং বিডসসহ):** সারাদেশ থেকে প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৪৫০০ এসএমইকে বীজ সংরক্ষণ পাত্র প্রদান করা হয়েছে যাদের মধ্য থেকে পরবর্তীতে বাছাইকৃত ৫০০ জন এসএমই -কে ড্রাইং বিডস সেট প্রদান করা হচ্ছে। বীজের আর্দ্রতা কমিয়ে রেখে বীজের মান রক্ষায় ড্রাইং বিডস ব্যবহার একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তি।ড্রাইং বিডস জিওলাইট এবং সিরামিক উপকরণ মডিফাই করে তৈরি করা হয়েছে, যা বিশেষভাবে বীজের কোন ক্ষতি ছাড়াই বীজ থেকে খুব দ্রুত পানির অনু শোষণ করে বিডস-এর ভিতর পানির অনু ধরে রাখে। ফলে কম আর্দ্রতায় সংরক্ষিত হওয়ায় বীজের মান বেড়ে গিয়ে অধিক দেয়। এসব বিডস থেকে যন্ত্রের সাহায্যে পানি বের করে পুণরায় ব্যবহার করা যায়। এভাবে একটি বিডস দশ হাজার বার পর্যন্ত ব্যবহার উপযোগী থাকে। বিডস পুনঃব্যবহারের জন্য বিডস ক্যাপাসিটি মাপার যন্ত্র, ড্রাই স্টোর বক্স এবং মডিফাইড ইলেক্ট্রিক ওভেনসহ ড্রায়িং বিডস ব্যবহারের প্যাকেজ সেট ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়েছে।

● **মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টরঃ** অনুমোদিত ডিপিপিতে দুটি মাল্টিমিডিয়া ক্রয়ের সংস্থান আছে। এই দুটি মাল্টিমিডিয়া প্রকল্প অফিসের কাজে ব্যবহৃত হয়। কর্মশালা, মিটিং এবং প্রশিক্ষণের জন্য মাল্টিমিডিয়া একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। এর আগে কোন মাল্টিমিডিয়া অত্র প্রকল্প থেকে কোন জেলা বা আঞ্চলিক অফিসে সরবরাহ করা হয় নি। কৃষি বিভাগের জেলা এবং আঞ্চলিক অফিসে ব্যবহার উপযোগী মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর না থাকয় এসব কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এ কারণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ের অফিস থেকে মাল্টিমিডিয়ার চাহিদা জেনে নতুন একটি তালিকা করে অধিক গুরুত্বপূর্ণ জেলা ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য একটি করে মাল্টিমিডিয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। এ সকল মাল্টিমিডিয়া প্রয়োজনে উপজেলা পর্যায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

● **উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কৃষক):** ডিপিপিতে ৬৪ জেলার জন্য ১০০টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কৃষক)-এর সংস্থান রয়েছে। যা আনুপাতিক হারে বিভাজন করা অসুবিধা জনক। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রতিটি জেলায় গড়ে ০২টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কৃষক) আয়োজনের ব্যবস্থা রেখে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।

● **মেনটরিং এবং ফলোআপ আলোচনা:** ডিপিপিতে ৬৪ জেলার জন্য ৩ বছরে মোট ১২৮ টি মেনটরিং এবং ফলোআপ আলোচনা বরাদ্দ ছিলো যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই প্রতি জেলাতে প্রতি বছর ১টি করে (৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম বছর মোট তিনটি) সর্বমোট ১৯২টি মেনটরিং এবং ফলোআপ আলোচনার বিধান রেখে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।

● **ভ্রমণ ব্যয়:** সরকারীভাবে কর্মকর্তাদের জন্য টিএ/ডিএ ভাতার হার বৃদ্ধি করার ফলে ভ্রমণ ব্যয় খাতে ডিপিপিতে যে সংস্থান রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ জন্য মাঠের কার্যক্রম তদারক করার লক্ষ্যে ভ্রমণ ব্যয় বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রস্তাব করা হয়েছে।

● **মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন:** প্রথম ও দ্বিতীয় বছর কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক এসএমই গঠন না হওয়ায় মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশনের সংখ্যা কম হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে প্রকল্প কালীন সময়ে মোট অনুষ্ঠেয় মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশনের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে সংখ্যা নির্ধারণ করে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।

● **বৈদেশিক প্রশিক্ষণ:** ডলারের মূল্য বৃদ্ধি, বিমানভাড়া বৃদ্ধি এবং সর্বপরি প্রোগ্রামের ম্যানেজমেন্ট বাবদ খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে জন প্রতি খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।

● **এসসিএ কর্তৃক বীজ প্রত্যয়ন ও বীজ এসএমই রেজিস্ট্রেশন:** প্রথম ও দ্বিতীয় বছর কাঙ্খিত সংখ্যক এসএমই গঠন না হওয়ায় বাস্তবতার নিরিখে মূল ডিপিপির চেয়ে কম সংখ্যক এসসিএ কর্তৃক বীজ প্রত্যয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে এছাড়াও এসসিএ-র সহায়তায় বীজ এসএমই রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম উপজেলা কৃষি অফিসার গ্রহণ করবে এবং এ খাতের অর্থ উপজেলা কৃষি অফিসারকে বরাদ্দ প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।

● **গ্যাস ও জ্বালানি, পেট্রোলিয়াম, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট :** প্রকল্পে কোন গ্যাস চালিত যানবাহন নাই তবে মূল ডিপিপিতে গ্যাস ও জ্বালানি খাতে বরাদ্দ রাখায় বাস্তবতার নিরিখে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।

● **মুদ্রণ ও বাঁধাই:** ১৮টি ফসলের উপর নানা ধরনের মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্য যে বরাদ্দ আছে; যা প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

● **স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প:** মূল ডিপিপিতে পূর্বেও ইকোনমিক কোড অনুসারে স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প (কোড নং ৩২৫৫১০৪) খাতে মোট বরাদ্দ ২০০.০০ লক্ষ টাকা। সংশোধিত ডিপিপিতে নতুন আইবাস কোড অনুসরণপূর্বক স্টেশনারি সিল ও স্ট্যাম্প (কোড নং ৩২৫৫১০৪) খাতকে ২ ভাগে ভাগ করে সিল ও স্ট্যাম্প (কোড নং ৩২৫৫১০৪) খাতে ১০০.০০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে যে খাতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৫৩.১৯ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য মনিহারি (কোড নং ৩২৫৫১০৫) খাতে প্রকল্প এলাকার ৬৩০টি কার্যালয়ের (উপজেলা ৪৯০ টি, জেলা ৬৪টি, অঞ্চল ১৪টি এবং ডিএসসিও অফিস ৬৪টি) চাহিদার ভিত্তিতে ২০০.০০ লক্ষ্য টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে যে খাতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৪৫.০০ লক্ষ টাকা।

● **অধিকাল ভাতা ও টিফিন:** প্রকল্পের ডিপিপিতে ৫ বছরের জন্য ৪ জন ড্রাইভারের (০২ জন আউটসোর্সিং ও ০২ জন প্রেষণ) অধিকাল (ওভার টাইম) ভাতা ও টিফিন ধরা ছিল। কিন্তু প্রক্রিয়াগত কারণে কিছুটা দেরিতে মাত্র ০২ জন ড্রাইভার নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের ০২ টি গাড়ি ও ০২ জন ড্রাইভার প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে যুক্ত না হওয়ার ফলে এ খাতে টাকা হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে।

● **সম্মানী:** জেলা ও উপজেলা প্রকল্প মনিটরিং কমিটির বছরে কমপক্ষে ৪টি সভার কথা ডিপিপিতে বলা আছে। এজন্য কোন সম্মানীর বিধান ছিল না। কমিটির সদস্যদের উৎসাহ প্রদানে ৪টি সভার মধ্যে অন্ততঃ ২টি সভায় অংশগ্রহণের জন্য সম্মানীর বিধান রেখে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।

● **আউটসোর্সিং:** প্রকল্পের ডিপিপিতে আউটসোর্সিং কোডে কোন অর্থ সংস্থান ছিলো না; ডিপিপিতে কর্মচারী বেতন হিসেবে অর্থ বরাদ্দ ছিল। ৪ জন আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত কর্মচারীর জন্য প্রকৃত চাহিদা নিরুপণ করে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

● **কম্পিউটার ও অফিস সরমঞ্জাদি:** মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের অধীন কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি বাবদ ডিপিপিতে অপ্রতুল বরাদ্দ থাকায় এ খাতে বাজেট বৃদ্ধিও প্রস্তাব করা হয়েছে। এখাতের টাকা মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিভাজন করার সংস্থান রয়েছে।

● **অফিস আসবাবপত্র:** ডিপিপিতে শুধু প্রকল্প কার্যালয়ের জন্য অফিস আসবাবপত্র বাবদ অর্থ বরাদ্দ ছিল; কিন্তু মাঠ পর্যায়ের কিছু কিছু অফিসের বিশেষ প্রয়োজনে আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা রেখে ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

য. ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি: যেহেতু প্রকল্পের ডিপিপিতে কোন নির্মাণ বিষয়ক কার্যক্রম নাই; তাই ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ না রেখে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।

১. ১০ প্রকল্প ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি

"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প- ৩য় পর্যায় **(১ম সংশোধিত)"** শীর্ষক মূল প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করার কথা। এতে প্রকল্পের অঙ্গসমূহের ব্যয়ও হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটে।

টেবিল-২.৩: প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি

	প্রাক্কলিত ব্যয়			ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদনকারী সংস্থা
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য			
মূল	১৬৫২৫.৯২	১৬৫২৫.৯২	-	-	-	-	০১.০৭.২০১৭ - ৩০.০৬.২০২২	১৬.০৫-২০১৭	একনেক
১ম সংশোধিত	১৮৩৪৪.০০	১৮৩৪৪.০০	-	-	-	-	০১.০৭.২০১৭ - ৩০.০৬.২০২২	১৪.০৬.২০২০	একনেক

তথ্যসূত্রঃ আরডিপিপি (১ম সংশোধিত) (আগস্ট, ২০২০)

টেবিল-২. ৪: প্রকল্পের বছরভিত্তিক অর্থায়ন ও বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংশোধন	ব্যয়			
		জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থ (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
২০১৭-১৮	১ম সংশোধিত	১৪৩৮.৩৬	-	-	১৪৩৮.৩৬
	মূল	৪১৩৪.৯০	-	-	৪১৩৪.৯০
২০১৮-১৯	১ম সংশোধিত	৪৩১১.৬৯	-	-	৪৩১১.৬৯
	মূল	৩১৪৭.১৭	-	-	৩১৪৭.১৭
২০১৯-২০	১ম সংশোধিত	৩৪০৩.৫৬	-	-	৩৪০৩.৫৬
	মূল	৩১১৭.১৭	-	-	৩১১৭.১৭
২০২০-২১	১ম সংশোধিত	৪০০০.০০	-	-	৪০০০.০০
	মূল	৩১০৩.৫৩	-	-	৩১০৩.৫৩
২০২১-২২	১ম সংশোধিত	৫১৯০.৩৯	-	-	৫১৯০.৩৯
	মূল	৩০২৩.১৫	-	-	৩০২৩.১৫
মোট	**১ম সংশোধিত**	১৮৩৪৪.০০	-	-	১৮৩৪৪.০০
	মূল	১৬৫২৫.৯২	-	-	১৬৫২৫.৯২

তথ্যসূত্রঃ আরডিপিপি (১ম সংশোধিত) (আগস্ট, ২০২০)

টেবিল-১.৫: সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি'র আইটেমসমূহ ও আইটেমওয়ারি ব্যয়

সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্পের আইটেমসমূহ ও আইটেমওয়ারি ব্যয় নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাবকোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি (১ম সংশোধিত)			
			একক	পরিমাণ	ব্যয়	
					মোট	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব/আবর্তক ব্যয়						
৩১	৩১১১১০১	অফিসারদের বেতন	সংখ্যা	০৫ জন	১৪৪.২০	১৪৪.২০
	৩১১১২০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	০১ জন	৬.০০	৬.০০

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাবকোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি (১ম সংশোধিত)			
			একক	পরিমাণ	ব্যয়	
					মোট	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	উপমোট ঃ				**১৫০.২০**	**১৫০.২০**
	মোটঃ ভাতাদি		থোক	০৬ জন	**১১৮.৩২**	**১১৮.৩২**
	৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা ও টিফিন	থোক	থোক	১৪.০০	১৪.০০
	৩১১১৩৩২	সম্মানী	থোক	থোক	১৫০.০০	১৫০.০০
	৩১১১৩৩২	প্রোগ্রেস মনিটরিং	সংখ্যা	৩টি	২৪.০০	২৪.০০
	৩১১১৩৩২	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	সংখ্যা	১টি	১০.০০	১০.০০
		উপমোট			৩১৬.৩২	৩১৬.৩২
	উপমোট বেতন ও ভাতাদি ঃ				**৪৬৬.৫২**	**৪৬৬.৫২**
	পন্য ও সেবার ব্যবহারঃ					
৩২	**৩২১১১১১**	কর্মশালা (জাতীয়)	সংখ্যা	৬টি	৪৭.৭৬	৪৭.৭৬
	৩২১১১১১	কর্মশালা (আঞ্চলিক)	সংখ্যা	৭০ টি	১৬১.৬৩	১৬১.৬৩
	৩২১১১১১	মেনটরিং এবং ফলোআপ বিশ্লেষণ	সংখ্যা	১৯২টি	৬১.৪৪	৬১.৪৪
	মোট কর্মশালা				২৭০.৮৩	২৭০.৮৩
	৩২১১১০৯	**সাকুল্যে বেতন (সরকারি কর্মচারী ব্যতিত)**	সংখ্যা	০১ জন	৭.০০	৭.০০
	৩২১১১১৯	পোষ্টেজ/ স্ট্যাম্প	থোক	থোক	০.৪০	০.৪০
	৩২১১১২০	টেলিফোন বিল	সংখ্যা	৬০ মাস	২.০০	২.০০
	৩২১১১২৫	বিজ্ঞাপন ও প্রচারনা	থোক	থোক	৫০.০০	৫০.০০
	৩২১১১২৬	অডিও-ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মাণ	থোক	থোক	৪৫.৪৬	৪৫.৪৬
	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	থোক	০৪ জন	৪৫.০০	৪৫.০০
	৩২২১১০৪	রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	থোক	২.৫০	২.৫০
	৩২২১১০৮	ইন্সুরেন্স/ব্যাংক চার্জ	থোক	থোক	০.৫০	০.৫০
	৩২৩১৩০১	**প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস**				
	৩২৩১৩০১	কৃষক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৬০০ ব্যাচ	৬২৪.০০	৬২৪.০০
	৩২৩১৩০১	কৃষক প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার কোর্স)	সংখ্যা	১৫০ ব্যাচ	৬৪.৫৭৫	৬৪.৫৭৫
	৩২৩১৩০১	এসএএও প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১৫০ ব্যাচ	২৪৬.৯৯	২৪৬.৯৯
	৩২৩১৩০১	এসএএও প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার কোর্স)	সংখ্যা	১৫০ ব্যাচ	৮২.৫৭৫	৮২.৫৭৫
	৩২৩১৩০১	ডিএইর অফিসার্স প্রশিক্ষণ (টিওটি)	সংখ্যা	৩০ ব্যাচ	১৬৫.৫৪	১৬৫.৫৪
	৩২৩১৩০১	ডিএইর অফিসার্স প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার কোর্স)	সংখ্যা	৩০ ব্যাচ	৬৭.৮০	৬৭.৮০
	৩২৩১৩০১	মৌপালনের ওপর সার্টিফিকেট কোর্স	সংখ্যা	২ ব্যচ	৯৪.৩০	৯৪.৩০
	৩২৩১৩০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১০০ জন	৪৩৮.০৮	৪৩৮.০৮
	৩২৩১৩০১	মাঠ দিবস এবং রিভিউ ডিসকাশন	সংখ্যা	১৬৫৫০ টি	৩,০৬১.৭৫	৩,০৬১.৭৫
	৩২৩১৩০১	কৃষক পুরস্কার	সংখ্যা	২৫৬ টি	৫৬.৩২	৫৬.৩২
	৩২৩১৩০১	এসসিএ কর্তৃক বীজ প্রত্যয়ন	সংখ্যা	১৬৪৭০ টি	৩৯৬.৯০	৩৯৬.৯০
	৩২৩১৩০১	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কৃষক)	সংখ্যা	১২৮ টি	২৮৮.০০	২৮৮.০০
	মোট প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবস				৫,৫৮৬.৮৩	৫,৫৮৬.৮৩
	৩২৪৪১০১	ভ্রমন ব্যয়	থোক	থোক	৮০.০০	৮০.০০

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাবকোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি (১ম সংশোধিত)			
			একক	পরিমাণ	ব্যয়	
					মোট	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী (প্রকল্প কার্যালয়, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা)	থোক	থোক	৫০.০০	৫০.০০
	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিক্যান্ট (প্রকল্প কার্যালয়, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা)	থোক	থোক	১০০.০০	১০০.০০
	৩২৫১১০৪	খামার প্রদর্শনী (বীজ উৎপাদন ব্লক)				
		মসুর	সংখ্যা	৫৫০০টি	৭১৯.৭৫০	৭১৯.৭৫০
		মুগ	সংখ্যা	৫৪০০ টি	৭১৮.২০০	৭১৮.২০০
		মাসকলাই	সংখ্যা	২২৫০ টি	২৩৪.৪০০	২৩৪.৪০০
		খেসারী	সংখ্যা	৩০০০ টি	৩২০.১০০	৩২০.১০০
		ফেলন	সংখ্যা	৯০০ টি	৯৫.১৬৬	৯৫.১৬৬
		অড়হড়	সংখ্যা	৩৫ টি	৩.৫৩০	৩.৫৩০
		সরিষা	সংখ্যা	১১৫০০ টি	১,৫৭২.৭৭০	১,৫৭২.৭৭০
		তিল	সংখ্যা	২৯৫০ টি	৪১৫.৪০০	৪১৫.৪০০
		সয়াবিন	সংখ্যা	৮০০ টি	১১৫.৭০০	১১৫.৭০০
		সুর্যমুখী	সংখ্যা	১৩০ টি	১৯.৫৬৫	১৯.৫৬৫
		চীনাবাদাম	সংখ্যা	৫৫০ টি	১০৭.৭৮৫	১০৭.৭৮৫
		পেঁয়াজ	সংখ্যা	৭০০ টি	৩৩৫.৭৫০	৩৩৫.৭৫০
		রসুন	সংখ্যা	৮০০ টি	২৩৮.৮০০	২৩৮.৮০০
		হলুদ	সংখ্যা	৩০০ টি	১১৩.৩০৪	১১৩.৩০৪
		মরিচ	সংখ্যা	২৫০ টি	৪২.৮৩৬	৪২.৮৩৬
		আদা	সংখ্যা	৩০০ টি	২৭৯.১২৮	২৭৯.১২৮
		ধনিয়া	সংখ্যা	৩০০ টি	৩২.৯২০	৩২.৯২০
		কালোজিরা	সংখ্যা	২৫০ টি	২৩.৭০০	২৩.৭০০
		এনএআরএস কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন জাত	সংখ্যা	২৫৬ টি	২০.৪১৬	২০.৪১৬
		মোট ঃ		৩৬১৭১ টি	৫,৪০৯.২২০	৫,৪০৯.২২০
	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ এবং বাঁধাই	থোক	থোক	৮০.০০	৮০.০০
	৩২৫৫১০৪	স্টেশনারি, ষ্ট্যাম্প ও সীল (প্রকল্প কার্যালয়, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা)	থোক	থোক	১০০.০০	১০০.০০
	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি (প্রকল্প কার্যালয়, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা)	থোক	থোক	২০০.০০	২০০.০০
	৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি (আনুষঙ্গিক) (প্রকল্প কার্যালয়, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা)	থোক	থোক	২৫০.০০	২৫০.০০
	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি-এক্সটেনশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জন মাস	৪৮	১২০.০০	১২০.০০
	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি- সীড ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট	জন মাস	৪৮	১২০.০০	১২০.০০
	উপমোট পন্য ও সেবার ব্যবহারঃ				১২,৫১৯.৭৪	১২,৫১৯.৭৪

ইকোনোমিক কোড	ইকোনোমিক সাবকোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি (১ম সংশোধিত)			
			একক	পরিমাণ	ব্যয়	
					মোট	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	৩২৫৮১০১	মটর যানবাহন (প্রকল্প কার্যালয়, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা)	থোক	থোক	১০০.০০	১০০.০০
	৩২৫৮১০২	অফিস আসবাবপত্র (প্রকল্প কার্যালয়, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা)	থোক	থোক	৪০.০০	৪০.০০
	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামদি(প্রকল্প কার্যালয়, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা)	থোক	থোক	৫০.০০	৫০.০০
	৩২৫৮১০৫	মেশিনারিজ(মর্য়েশ্চার মিটার, ওৎন মেশিন, সেলাই মেশিন, মৌবাক্স ও এক্সেসরিজ)	থোক	থোক	১৩০.০০	১৩০.০০
	৩২৫৮১০৭	কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র((অঞ্চল,জেলা,উপজেলা)	থোক	থোক	২১৫.০০	২১৫.০০
	উপমোট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ				**৫৩৫.০০**	**৫৩৫.০০**
মোট রাজস্ব/আবর্তক ব্যয়					**১৩,৫২১.২৬**	**১৩,৫২১.২৬**
(খ) মূলধন						
৪১	৪১১২১০১	**৪ ডব্লিউডি জীপ সিডি ভ্যাট সহ**	**সংখ্যা**	**১ টি**	**৭০.৩০**	**৭০.৩০**
	৪১১২১০১	ডাবল কেবিন পিক-আপ	**সংখ্যা**	১টি	৫১.৮৮	৫১.৮৮
	৪১১২৩০২	ডিজিটাল ক্যামেরা	**সংখ্যা**	৪টি	১.৮৬	১.৮৬
	৪১১২৩১৬	উন্নত বীজ সংরক্ষণ পাত্র ও বীজ শুকানোর উপকরণ(ড্রাইং বিডসসহ)	**সংখ্যা**	১৮০০০টি ও ৫০০ সেট	৬২৭.০০	৬২৭.০০
	৪১১২৩১৬	সীভ (বীজ চালুনী)	**সংখ্যা**	১৩৫০০ টি	১০৮.০০	১০৮.০০
	৪১১২৩১৬	ওজন মেশিন	**সংখ্যা**	৪৫০০ টি	১৩৫.০০	১৩৫.০০
	৪১১২৩১৬	ময়েশ্চার মিটার	**সংখ্যা**	২৭৩৯ টি	১,৩৩৭.৮৬	১,৩৩৭.৮৬
	৪১১২৩১৬	সেলাই মেশিন	**সংখ্যা**	৪৫০০ টি	১৩৫.০০	১৩৫.০০
	৪১১২৩১৬	বীজ প্যাকিং ব্যাগ	**সংখ্যা**	৭১.৮৩ লক্ষ	১,০৭৭.২৮	১,০৭৭.২৮
	৪১১২৩১৬	মৌ-বাক্স এবং মধু এক্সট্রাক্টর	**সংখ্যা**	২০০০ টি	৯৯৮.১১	৯৯৮.১১
	৪১১২২০২	ডেস্কটপ কম্পিউটার, কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার, স্ক্যানার, প্রিন্টার	**সংখ্যা**	১০টি	৭.৯৯	৭.৯৯
	৪১১২২০২	ল্যাপটপ কম্পিউটার, স্ক্যানার, প্রিন্টার, টেবিল ও চেয়ার	**সংখ্যা**	৬ টি	৫.৬৩	৫.৬৩
	৪১১২৩১০	ফটোকপিয়ার, অফিস সরঞ্জাম	**সংখ্যা**	৬ টি	১০.৫০	১০.৫০
	৪১১২৩১০	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর পর্দাসহ	**সংখ্যা**	৩০টি	২৯.৩৪	২৯.৩৪
	৪১১২৩১৪	অফিস আসবাবপত্র (জেলা ও উপজেলাসহ)	থোক	থোক	৪০.০০	৪০.০০
	৪১১২২০৪	টেলিফোন সেট	**সংখ্যা**	৪ টি	০.৪০	০.৪০
	৪১১২৩০৩	এয়ার কুলার	**সংখ্যা**	৭টি	৬.৫৯	৬.৫৯
উপ-মোট (মূলধন)					**৪,৬৪২.৭৪**	**৪,৬৪২.৭৪**
মোট (রাজস্ব+মূলধন)					**১৮,১৬৪.০০**	**১৮,১৬৪.০০**
গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী					-	-
ঘ) প্রাইজ কন্টিনজেন্সী					১৮০.০০	১৮০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) ঃ					**১৮,৩৪৪.০০**	**১৮,৩৪৪.০০**

তথ্যসূত্রঃ আরডিপিপি (১ম সংশোধিত) (আগস্ট, ২০২০)

১. ১১ প্রকল্পের লগ-ফ্রেম বিশ্লেষণ

প্রকল্পের লগ-ফ্রেম নিচের সারণিতে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

বর্ণনার সারসংক্ষেপ (Narrative summary)	উদ্দেশ্যের যাচাইযোগ্য সূচকসমূহ (Objectively Verification Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verifications)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান/পূর্বধারণাসমূহ (Important Assumptions)
প্রকল্পের লক্ষ্য (Goals)			
ডাল, তেল এবং মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের চাহিদা পুরণ করা।	• প্রকল্প শুরুর সময়ের সাথে তুলনা করে ডাল ফসলের ৫%, তেল ফসলের ৬% এবং মসলা ফসলের ৩% বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রকল্পকালীন সময়ের বছরের মধ্যে।	-বিবিএস ডাটা -কৃষি জরীপ -আইএমইডি প্রতিবেদন -পরিদর্শন প্রতিবেদন -গণমাধ্যম	
প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Purpose)			
-কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল এবং মসলা ফসলের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। -ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসে সাহায্য করা। -বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ।	• মোট ৪৫০০ সংখ্যক কৃষক (এসএমই) কর্তৃক ২০২২ সালের মধ্যে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা। • প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ মহিলা কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত হবে।	-মাঠ জরীপ/আইএমইডি প্রতিবেদন/প্রকল্প দপ্তরের রেকর্ড -রপ্তানি আমদানি তথ্য -উৎপাদন বিষয়ক তথ্য - আইএমইডির প্রকল্প কর্তৃক পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন (মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত) -কৃষকদের সাক্ষাৎকার -প্রকল্প মূল্যায়ন রিপোর্ট, ইমপ্যাক্ট স্ট্যাডি এবং বাস্তবায়ন রিপোর্ট	-সময়মত ডিপিপি অনুমোদন -দক্ষ কৃষক তৈরী -সময়মত অর্থ ছাড়করণ -সময়মত ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন -সিডিউল অনুযায়ী কার্যাদি সম্পাদন -মালপত্র ও যন্ত্রপাতির সহজ প্রাপ্তি -সংস্থাসমূহের মধ্যে শক্তিশালী সমন্বয় সাধন।
আউটপুটসমূহ (Outputs)			
১. সরাসরি বা প্রেষণে জনবল নিয়োগ ২. পণ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদান করা হয়েছে। ৩. কৃষক /এসএএও/ অফিসার কর্তৃক দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ	১. ২০১৭ সালের জুন মাসের মধ্যে ১১ সংখ্যক জনবল প্রেষণে বা সরাসরি নিয়োগ; ২. ২০২২ সালের মধ্যে ২১৪৮.৯০ লক্ষ টাকা সরবরাহ এবং সেবাখাতে প্রকল্প এলাকায় ব্যয় করা। ৩. ২০২২ সালের দেশের ভেতর কৃষক প্রশিক্ষণ ৭৫০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৩০০ ব্যাচ এবং অফিসার প্রশিক্ষণ ৬০ ব্যাচ সম্পন্ন করা এবং বীজ উৎপাদনের উপর ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর অধিকতর দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১০০ জন কৃষক, এসএএও এবং কর্মকর্তা কর্তৃক বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। প্রতিটি ব্যাচ গড়ে ২০ জনের সমন্বয়ে গঠিত	-অগ্রগতির প্রতিবেদন -আর্থিক প্রতিবেদন -পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন -প্রকল্পের প্রতিবেদন -উপজেলা /জেলা /আঞ্চলিক ডিএই অফিসের প্রতিবেদন	-সময়মত অর্থ ছাড়করণ -সময়মত ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন -সিডিউল অনুযায়ী কার্যাদি সম্পাদন -মালপত্র ও যন্ত্রপাতির সহজ প্রাপ্তি -সংস্থাসমুহের মধ্যে শক্তিশালি সমন্বয় সাধন

বর্ণনার সারসংক্ষেপ (Narrative summary)	উদ্দেশ্যের যাচাইযোগ্য সূচকসমূহ (Objectively Verification Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verifications)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান/পূর্বধারণাসমূহ (Important Assumptions)
৪. প্রকল্প এলাকায় মাঠ দিবস এবং রিভিউ ডিসকাশন	হবে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা পিআইসি সিদ্ধান্ত নিবে। ৪. ২০২২ সালের মধ্যে ১৬৫৫০ টি মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন আয়োজিত এবং ১৬,৫৫,০০০ জন কৃষক ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনের প্রযুক্তির আওতাভূক্ত হবে।		
৫. বীজ উৎপাদন ব্লক	৫. ২০২২ সালের মধ্যে ৩৫৯১৫টি বীজ উৎপাদন ব্লক প্রতিষ্ঠিত এবং ১৬,৫৫,০০০ জন কৃষককে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনের প্রযুক্তির আওতার্ভুক্তীকরণ।	-অগ্রতির প্রতিবেদন -আর্থিক প্রতিবেদন -মাঠ থেকে প্রাপ্ত ইমপ্যাক্ট স্টাডির ফলাফল -পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন -প্রকল্পের ডিপিপি -প্রকল্পের নথিপত্র	
৬. কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৬. ২০২২ সালের মধ্যে ৭৬টি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে ৭৪০ জন পুরস্কৃত এবং প্রকল্পের কর্যক্রম বিষয়ে অবহিত।	-মাঠ থেকে প্রাপ্ত ইমপেক্ট স্ট্যাডির ফলাফল -প্রকল্পের ডিপিপি -প্রকল্পের নথিপত্র	
৭. গাড়ি ক্রয় সম্পন্ন	৭. মনিটরিং, মালামাল সরবরাহ এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে জানুয়ারী ২০১৮ সালের মধ্যে ১টি জীপ গাড়ি ও ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।	-টেন্ডার সংক্রান্ত নথিপত্র -অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং ও মূল্যায়ন -প্রকল্পের নথিপত্র -চুক্তি নামা -প্রকল্প প্রতিবেদন	
৮. অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র এবং প্রকল্পের সকল যন্ত্রপাতি ক্রয়	৮. ২০২২ সালের মধ্যে ৪৬১৯.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র এবং প্রকল্পের সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পন্ন।	-প্রকল্প অফিস -মাঠ জরিপ -আইএমইডির রিপোর্ট -আর্থিক বিবরণী এবং অডিট রিপোর্ট	
ইনপুটসমূহ (Input)			
১. জনবল নিয়োগ প্রেষণ/নিয়োগ	১. প্রেষণে ও সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে মোট ১১ জন জনবল ৩২০.৬৭ লক্ষ টাকায় প্রকল্পের প্রথম বছরের মধ্যে নিয়োগ;	-অনুমোদিত সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি)। -প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন। -প্রকল্প ব্যবস্থাপনার রিপোর্ট -অফিস নথিসমূহ -টেন্ডার ডকুমেন্ট	সময়মত সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি) অনুমোদন -সময় অর্থ ছাড়করণ সময়মত ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন -সময়মত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন -মালামাল ও যন্ত্রপাতির

বর্ণনার সারসংক্ষেপ (Narrative summary)	উদ্দেশ্যের যাচাইযোগ্য সূচকসমূহ (Objectively Verification Indicators)	যাচাইয়ের মাধ্যম (Means of Verifications)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান/পূর্বধারণাসমূহ (Important Assumptions)
		-প্রকল্প সমাপ্তকরণ রিপোর্ট -ক্রয় সংক্রান্ত রিপোর্ট -আর্থিক বিবরণী এবং অডিট রিপোর্ট	সহজ লভ্যতা -সংস্থাসমূহের মধ্যে শক্তিশালি সমন্বয় সাধন
২. পণ্য ও সেবা প্রদান	২. ২০১৭-২০২২ সাল পর্যন্ত প্রকল্প কার্যালয় ও প্রকল্পাধীন এলাকায় পণ্য সররবাহ ও সেবা প্রদান করা হবে এবং এজন্য ২১৪৮,৯০ লক্ষ টাকা খরচ হবে;		
৩. কৃষক, এসএএও, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৩. কৃষকদের জন্য ৭৫০ ব্যাচ, এসএএও-দের জন্য ৩০০ ব্যাচ, অফিসারদের জন্য ৬০ ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। মৌপালনের উপর ০২ ব্যাচ সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন। সেই সাথে কৃষক, এসএএও এবং অফিসারদের মধ্যে ১০০ জনকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২০২০ সালের মধ্যে এসব কার্যক্রম সম্পন্ন হবে এবং এজন্য ১৭৮৩.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।		
৪. মাঠ দিবস এবং রিভিউ ডিসকাশন আয়োজন	৪. জুন ২০২০ সালের মধ্যে ১৬৫৫০ সংখ্যক কারিগরী আলোচনা তথা মাঠ দিবস আয়োজন করা যাতে ৩০৬১.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।		
৫. বীজ উৎপাদন ব্লক স্থাপন	৫. জুন ২০২২ সালের মধ্যে ৫৪০৯.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৬১৭১ সংখ্যক বীজ উৎপাদন ব্লক সম্পাদন করা।		
৬. কর্মশালা আয়োজন	৬. জুন ২০২২ সালের মধ্যে ২০৯.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬টি জাতীয় এবং ৭০টি আঞ্চলিক কর্মশালা আয়োজন করা		
৭. যানবাহন ক্রয়	৭. প্রথম বছরে মোট একটি জীপ এবং একটি ডাবল কেবিন পিকআপ ১২২.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়েছে।		
৮. মেনটরিং এবং ফলোআপ ডিসকাশন	৮. জুন' ২০২২ সালের মধ্যে ৬১.৪৪ লক্ষ টাক ব্যয়ে ১৯২ সংখ্যক মেনটরিং ও ফলোআপ আলোচনা সম্পন্ন করা।		
৯. অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র এবং প্রকল্পের সকল যন্ত্রপাতি ক্রয়	৯. অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় ৪৬৩৯.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে।		
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয়: ১৮৩৪৪.০০ লক্ষ টাকা			

উক্ত লগ-ফ্রেম গোটা প্রকল্পের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। লগ-ফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল এবং মসলা ফসলের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা, ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে সাহায্য করা এবং বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ। উপর্যুক্ত লগ-ফ্রেমের আলোকে প্রকল্পটি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬ এ বর্ণিত রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি সঠিক ও কার্যকরভাবে সম্পাদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান একটি সুনির্দিষ্ট অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করে, যা বস্তুত বিশদ ও অংশগ্রহণমূলক। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফলগুলো মূল্যায়নের জন্য এই অংশগ্রহণমূলক অ্যাপ্রোচ আইএমইডি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্মকর্তাদের সাথে ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২.১ পরামর্শকের কার্যপরিধি ও দায়িত্ব (TOR):

(১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৫) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৭) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৮) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়. বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৯) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১০) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

(১১) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;

(১২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

(১৩) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১৪) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

২.২ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিবিড় পরিবীক্ষণ বিষয়ক কর্ম পরিকল্পনা

সমীক্ষার নকশা ও মাঠ পর্যায়ের কাজের পরিকল্পনা নিচের উল্লেখকৃত কাজের পরিধির উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের অঙ্গসমূহকে বিবেচনায় রেখে করা হয়েছেঃ

১) প্রকল্পের লক্ষ্য হিসাবে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত / অর্জন করা হচ্ছে এবং অধ্যয়নের জন্য নমুনাযুক্ত এমন অঞ্চলগুলিতে এর বর্তমান কার্যকরী অবস্থা নিরূপণ করা;

(২) বর্তমান কার্যভারের সমস্ত বর্ণিত উদ্দেশ্যকে আওতায় আনা এবং এই মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পের আওতাধীন জেলাগুলিকে সার্বিকভাবে বিবেচনায় নেওয়া;

(৩) সুবিধাভোগী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাক্ষাৎকার নেওয়া;

(৪) মূল কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও কর্মী, কৃষক এবং অন্যান্য পরিষেবা সরবরাহকারীর সাথে নিবিড় আলোচনা / এফজিডি এবং পরামর্শমূলক সভা পরিচালনা করা;

(৫) ক্রয় সংগ্রহ সম্পর্কিত কাজের তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ;

(৬) চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য বিশ্লেষণে ও প্রয়োগ করে টার্গেট গ্রুপ, উত্তরদাতা, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, পরিসংখ্যান সরঞ্জামসমূহের রূপরেখার বিশদ অধ্যয়ন নকশা প্রস্তুত এবং জমা দেওয়া;

(৭) আরএফপির সাথে গ্যান্ট চার্ট ও একটি কর্ম-পরিকল্পনা জমা দেওয়া;

(৮) প্রশিক্ষিত মাঠ কর্মীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য নিয়োগ দেওয়া;

(৯) প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মাঠ পরিদর্শন করা;

(১০) প্রকল্পের কাজের দুর্বলতা ও সবল দিক পর্যালোচনা করা;

(১১) তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়া করা, কেস স্টাডি ইত্যাদি পর্যালোচনা করা;

(১২) ডেটা সংগ্রহের সময় অংশীজন (স্টেকহোল্ডার) এবং সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা করার জন্য প্রকল্পের যে কোনও একটিতে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার ব্যবস্থা করা;

(১৩) প্রকল্প অঞ্চল থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া;

(১৪) সমীক্ষার ফলাফলগুলি প্রচারের জন্য জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালায় প্রথম খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করা এবং চুক্তি স্বাক্ষরের ৭৫ দিনের মধ্যে ওয়ার্কশপ ইনপুট অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা ।

২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকায় চলমান অংগভিত্তিক কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী উত্তরদাতাসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিটি **"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"** শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা পরিবীক্ষণ; প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ; ক্রয়কৃত পণ্য, কার্য, ও সেবার পরিমাণ ও গুণগত মান পর্যালোচনা; প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন বিশ্লেষণ যেমন কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের ফলে ফসল উৎপাদন ও নিবিড়তা বৃদ্ধির ফলে লাভ/ক্ষতি, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের টেকসই ও উদ্ভাবনী উন্নয়নের ফলে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিপিপি অনুযায়ী কৃষকদের মাঝে বীজ বিতরণ ও উন্নয়ন সহযোগিতা পরীক্ষাকরণ; প্রকল্পের শক্তিশালী ও দুর্বল দিক চিহ্নিতকরণ; প্রকল্পটির কার্যক্রম টেকসই করার লক্ষ্যে সুপারিশকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন সেকেন্ডারি প্রমাণপত্র পর্যালোচনার কাজে সংশ্লিষ্ট সকলমহলকে সম্পৃক্ত করা হযেছে। পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার যথা প্রশ্নাবলির মাধ্যমে মাঠ সমীক্ষা, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ, রির্পোট পর্যালোচনা এবং প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্যাকেজসমূহ (পণ্য,কার্য ও সেবাসমূহ) যথাযথ ক্রয় প্রক্রিয়াসমূহ (দরপত্র আহ্বান, দরপত্র মূল্যায়ন, ক্রয় পদ্ধতি অনুমোদন, চুক্তিনামা সম্পাদন প্রভৃতি) বিদ্যমান ক্রয় নীতিমালার আলোকে করা হয়েছে কিনা তা

পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্তমান নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই ধরনের নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি যথা সংখ্যাগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যা নিম্নে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলোঃ

ক) সংখ্যাগত বিশ্লেষণ

২.৩.১ সরাসরি সাক্ষাৎকার সমীক্ষা

সমীক্ষা অধ্যয়ন পরিমন্ডলের মোট জনসংখ্যা ১৭টি জেলার ৩২টি উপজেলার ১২৮টি ইউনিয়নের জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত। সুতরাং প্রথমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ৪৫০০ সংখ্যক কৃষক (এসএমই) এর একটি প্রতিনিধি নমুনার আকার নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত। যেহেতু পরামর্শকের কাছে যেমন, জনসংখ্যার আকার এবং আদর্শ বিচ্যুতি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নমুনা মাত্রা বিষয়ে তথ্য রয়েছে। তাই পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Finite Population Correction (FPC) সহ ড্যানিয়েল (১৯৯৯) দ্বারা প্রস্তাবিত বহুল চর্চিত ফর্মুলা নমুনা আকার গণনা করার জন্য ব্যবহার করেছে যা নিচে বিস্তারিত দেওয়া হল।[1]

উপকারভোগী উত্তরদাতার নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ:

পরিমাণগত জরিপের জন্য নমুনা আকার গণনায় নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটিতে পরিসংখ্যানগত সূত্র যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নমুনার আকার (n) নিম্নলিখিত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পরিসংখ্যানগত সমীকরণ ব্যবহার করে নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে ভুলের সীমারেখা বা নির্ভুলতার মাত্রা ১০% এবং কনফিডেন্স লেভেল ৯০%।

নমুনা সংখ্যা, $n = \{N*X/(X+N-1)\} \times Design\ Effect$

যেখানে, $X = \frac{Z^2 \times P \times (1-P)}{MOE^2}$

এবং

n = নমুনা আকার (একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যার আলোকে নমুনা সংখ্যা);

N = নমুনা পরিমন্ডলের মোট জনসংখ্যা; অর্থাৎ এখানে ১৬টি জেলার ৩২টি উপজেলার এলাকার জনসংখ্যার সমষ্টি যা ১৫১৮৩১৮৩ (বিবিএস ২০০৮);

Z= প্রমিত নরমাল ভ্যারিয়েট, যার মান ৫% সিগনিফিকেন্ট লেভেল ও ৯০% কনফিডেন্স ইন্টারভেলে ১.৬৪৫;

P = নমুনা অনুপাত সম্ভাবনা, যেহেতু এ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ৮০% প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, তাই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রকল্প এলাকার ৮০% জনগণ উপকৃত হয়েছে, যার মান ৮০% বা ০.৮০। অর্থাৎ এক্ষেত্রে, P = ০.২০ এবং ১ – P = ১- ০.২০ = ০.৮০;

MOE = ভুলের সীমারেখা (Margin of Error), যার মান এই নিবিড় পরিবীক্ষণ জরিপে ১০% ধরা হয়েছে. অর্থাৎ MOE = ০.১০;

Design Effect = ভ্যারিয়েট অনুপাত, যার মান এই সমীক্ষায় ৭; প্রকল্পের মোট জনসংখ্যার আলোকে সিম্পল র‍্যানডম নমুনায়নের ফলে প্রাপ্ত নমুনার জন্য এই প্রকল্পে ৭ ডিজাইন ইফেক্ট নির্ধারণ করা হয়েছে যা প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য পূরুণ করে;

উপরিল্লিখিত তথ্য ব্যবহার করে নিম্নলিখিত নমুনার আকার নির্ধারিত হয়েছে-

$$n = \frac{(1.645)^2 \times 0.8}{0.10 \times 0.10} \times 7$$

[1] *Daniel WW (1999). Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. 7th edition. New York: John Wiley & Sons.*

n = 216.482× 7=1515.38~1540 পূর্ণ সংখ্যা.

সুতরাং নমুনা সংখ্যা, n = ১৫৪০

৯০% কনফিডেন্স লেভেল ও ১০% ভুলের সীমারেখা ধরে পূর্ণাঙ্গ নমুনা সংখ্যায়, n = ১৫৪০। প্রদত্ত নির্ভুলতার মাত্রা বিবেচনায় রেখে উপরিউক্ত পরিসংখ্যানিক সমীকরণের সমাধানের মাধ্যমে সুবিধাভোগী উত্তরদাতার নমুনা আকার নির্বাচিত করা হয়েছে ১৫৪০ জন।

২.৩.২ নমুনা উত্তরদাতা নির্বাচন ও বিতরণ

নির্বাচিত ৮টি (১০০%) বিভাগ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল) ২টি করে ও খুলনার ৩টি জেলা নিয়ে মোট ১৭ টি জেলার প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগী ২৫% প্রতিনিধিক নমুনা জরিপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও ঐসকল উপকারভোগীদের কাছে পৌঁছাতে মাল্টিস্টেজ দৈব নির্বাচন পদ্ধতির দরকার পড়ে। প্রথম ধাপে, প্রকল্প এলাকার ১৭টি জেলার পৌঁছানো। দ্বিতীয় ধাপে, ১৭টি জেলার ৩২টি উপজেলার ১২৮ টি ইউনিয়ন নির্বাচন। তৃতীয় ধাপে, প্রতি ইউনিয়নে ২৫৬ টি গ্রাম নির্বাচিত করা। এভাবে মোট ১২৮*২ = ২৫৬টি গ্রাম নির্বাচিত করা। অর্থাৎ ১৭টি জেলার ৩২টি উপজেলা ২৫৬টি গ্রাম দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা যেখানে ১০০-এর অধিক পরিবার বড় গ্রাম ও ১০০-এর নিচে পরিবার সংখ্যা থাকলে তাকে ছোট গ্রাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এরপর চতুর্থ ধাপে, প্রতি উপজেলার দুটি ইউনিয়নের ৮টি গ্রাম থেকে স্তরভিত্তিক (Stratified) নমুনায়নের ভিত্তিতে ১৫০ জন করে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। বিবিএস (২০১৮) তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামের খানা সংখ্যার আনুপাতিক হারে গ্রাম প্রতি নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে ১৭টি জেলার ৩২টি উপজেলার ২৫৬টি গ্রাম থেকে মোট ২৫৬*৬ = ১৫৪০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়েছে।
পঞ্চম ধাপে, গ্রাম প্রতি উত্তরদাতাদেরকে পদ্ধতিগত দৈবচয়ন নমুনায়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয় এবং প্রতিটি প্রকল্প ইউনিয়ন ও উপজেলার জন্য সমন্বিত নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

বিভাগ = ৮ টি (১০০%)
নমুনা জেলা = ১৭টি* (২৫%)
নমুনা উপজেলা = ৩২টি (প্রতিটি জেলা হতে দুটি করে নিয়ে)
নমুনা ইউনিয়ন = ১২৮টি (প্রতিটি উপজেলা হতে ৪টি করে নিয়ে)
নমুনা গ্রামগুলি = ২৫৬টি (প্রতিটি ইউনিয়ন হতে দুটি করে নিয়ে)
পরিবারের সংখ্যা = ১৫৪০ টি কৃষক পরিবার
ইউএও = ৩২ (ইউএও/এসএওও) থেকে উপজেলা স্তরের কৃষি সম্পর্কিত তথ্য

প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতাদের নমুনা নির্বাচন ও বিতরণের সার-সংক্ষেপ টেবিল-৪.১ এ প্রদত্ত হল।

সারণি ৪.১: প্রকল্পের ক্ষেত্রের কৃষকদের বুনিয়াদি পরিসংখ্যানের সংক্ষিপ্ত সার

বিভাগ	খামারভিত্তিক কৃষকদের সংখ্যা*			মোট
	ক্ষুদ্র কৃষক	মাঝারি কৃষক	বড় কৃষক	
ঢাকা	২৩৫০৪৩৮	৩০৮৪৩৮	২৪৯৪৪	২৬৮৩৮২০
ময়মনসিংহ	১২৪১৮৪৩	২১২৫৬৩	১৯৩২৬	১৪৭৩৭৩২
চট্টগ্রাম	২২৩৪৫৭৬	২৫২৬৮৮	২৭৯৪১	২৫১৫২০৫
রাজশাহী	১৯১০৭৭২	৩৭৯১৯৫	৪৬১২৫	২৩৩৬০৯২
রংপুর	১৬৬৮৩৪৬	৩৫২৬৫৭	৪২৫৩২	২০৬৩৫৩৫

* বি:দ্রঃ খুলনা বিভাগ হতে ১টি জেলা বেশি নেওয়া হলেও উপজেলা নির্বাচনে সমতা রাখা হয়েছে।

সিলেট	৬৪২৭৮৯	১৬০০৮০	২৬১৫৭	৮২৯০২৬
বরিশাল	১০০১৩৭৯	১৫৭৫০১	১৭৯৬৩	১১৭৬৮৪৩
খুলনা	১৭৬২২২৯	৩১৩২৯৩	২৯৪০৮	২১০৪৯৩০
মোট =	**১৭৬২২২৯**	**৩১৩২৯৩**	**২৯৪০৮**	**১৫১৮৩১৮৩**

* দ্রষ্টব্য: ক্ষুদ্র কৃষক = ০.০৫ = ২.৪৯ একর, মাঝারি কৃষক = ২.৫০-৭.৪৯ একর এবং বড় কৃষক = ৭.৫০ একর এবং তারও বেশি জমির মালিক

জেলা, উপজেলা ও খামারভিত্তিক নমুনা কৃষক পরিবার বিতরণ

অনুপাতিক বরাদ্দ দ্বারা নমুনা চাষীর সংখ্যা নির্ধারিত হয়। জেলাগুলির কৃষক পরিবারের মোট সংখ্যার অনুপাতে মোট নমুনা আকার n (১৫৪০) বিভিন্ন জেলার মধ্যে বিতরণ করা হলে আনুপাতিক বরাদ্দ বলা হয়। অন্য কথায়, বরাদ্দটি অনুপাত হয় যদি .....।

$$ni = n\,\frac{Ni}{N} \text{ for } i = ১, ২, ২৬.$$

যেখানে, Ni জনসংখ্যা (ফার্মের মালিকানাধীন কৃষক পরিবারের মোট সংখ্যা), n হল জেলার নমুনা আকার এবং N হল সংশ্লিষ্ট জেলায় মোট খামারের সংখ্যা হোল্ডিং প্রতিটি খামার ধারণের ক্ষেত্রে নমুনা আকার নির্ধারণের পরে তাদের সংখ্যা অনুযায়ী উপজেলা সংখ্যা আরও স্তরিত করা হয়। উপজেলা দ্বারা কৃষক পরিবার নির্ধারণের পরে খামার হোল্ডিং আকার (ছোট, মাঝারি এবং বড় কৃষক) দ্বারা আরও স্তরবদ্ধকরণ করা হয়। উত্তরদাতাদের বাছাইয়ের সময় কমপক্ষে ২০% মহিলা উপকারভোগী হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। সুতরাং, সুবিধাভোগী উত্তরদাতাদের মধ্যে কমপক্ষে ১৫৪ জন মহিলা ছিলেন।

সারণি ৪.২: খামারভিত্তিক নমুনা কৃষক পরিবার বিতরণ

বিভাগ	নমুনা জেলা	নমুনা উপজেলা	নমুনা ইউনিয়ন সংখ্যা	খামারভিত্তিক নমুনা কৃষক পরিবার %			মোট	মোট	
				ক্ষুদ্র কৃষক	মাঝারি কৃষক	বড় কৃষক		পুরুষ	মহিলা
ঢাকা	২	৪	১৬	২৩৮	৩১	৩	**২৭২**	২৪৫	২৭
ময়মনসিংহ	২	৪	১৬	১২৬	২২	২	**১৪৯**	১৩৪	১৫
চট্টগ্রাম	২	৪	১৬	২২৭	২৬	৩	**২৫৫**	২২৯	২৬
রাজশাহী	২	৪	১৬	১৯৪	৩৮	৫	**২৩৭**	২১৩	২৪
রংপুর	২	৪	১৬	১৬৯	৩৬	৪	**২০৯**	১৮৮	২১
সিলেট	২	৪	১৬	৬৫	১৬	৩	**৮৪**	৭৬	৮
বরিশাল	২	৪	১৬	১০২	১৬	২	**১১৯**	১০৭	১২
খুলনা	৩	৪	১৬	১৭৯	৩২	৩	**২১৩**	১৯২	২১
মোট =	**১৭**	**৩২**	**১২৮**	**১৩০০**	**২১৭**	**২৫**	**১৫৪০**	**১৩৮৬**	**১৫৪**

সারণি ৪.৩ : নমুনা জেলা ও উপজেলা

বিভাগ	নমুনা জেলা	নমুনা উপজেলা	নমুনা ইউনিয়ন সংখ্যা
ঢাকা	১.মানিকগঞ্জ	১. ঘিওর	ঘিওর ইউনিয়ন সিংজুরি ইউনিয়ন বালিয়াখোড়া ইউনিয়ন পয়লা ইউনিয়ন
		২. দৌলতপুর	কলিয়া

			খলসী চকমিরপুর চরকাটারী
	২.ফরিদপুর	৩. নগরকান্দা	চরযশোরদী কাইচাইল তালমা রামনগর
		৪. মধুখালী	কামারখালী বাগাট নওপাড়া মধুখালী
ময়মনসিংহ	৩.জামালপুর	৫. জামালপুর সদর	কেন্দুয়া লক্ষীরচর শাহবাজপুর ইটাইল
		৬.সরিষাবাড়ি	সাতপোয়া পোগলদিঘা ভাটারা আওনা
	৪.নেত্রকোনা	৭. নেত্রকোনা সদর	মৌগাতী মেদনী ঠাকুরাকোণা আমতলা
		৮. খালিয়াজুরী	মেন্দিপুর কৃষ্ণপুর নগর গাজীপুর
চট্টগ্রাম	৫. ব্রাহ্মবাড়িয়া	৯. সরাইল	অরুয়াইল পাকশিমূল শাহজাদপুর নোয়াগাঁও
		১০. আখাউড়া	আখাউড়া (উত্তর) ধরখার মনিয়ন্দ মোগড়া
	৬. খাগড়াছড়ি	১১. পানছড়ি	খেদাছড়া চেংগী মির্জিবিল নালকাটা উগলছড়ি
		১২. রামগড়	রামগড় হাফছড়ি খাগড়াবিল
রাজশাহী	৭. রাজশাহী	১৩. পুঠিয়া	পুঠিয়া বানেশ্বর বেলপুকুরিয়া

			ভালুকগাছি
		১৪. গোদাগাড়ি	মোহনপুর দেওপাড়া বাসুদেবপুর
	৮. বগুড়া	১৫. শেরপুর	কুসুম্বী খামারকান্দি বিশালপুর মির্জাপুর
		১৬. শিবগঞ্জ	কিচক ময়দানহাটা পিরব বুড়িগঞ্জ
রংপুর	৯. কুড়িগ্রাম	১৭.ভুরুঙ্গামারী	পাথরডুবী শিলখুড়ী তিলাই ভূরুঙ্গামারী
		১৮. নাগেশ্বরী	রায়গঞ্জ সন্তোষপুর বামনডাঙ্গা নারায়নপুর
	১০. নীলফামারী	১৯.ডোমার	ডোমার সদর বোড়াগাড়ী জোড়াবাড়ী বামুনিয়া
		২০.জলঢাকা	ডাউয়াবাড়ী গোলমুন্ডা বালাগ্রাম গোলনা
সিলেট	১১. হবিগঞ্জ	২১.লাখাই	তেঘরিয়া মনতৈল মুড়িয়াউক বামৈ
		২২.চুনারুঘাট	শানখলা আহম্মদাবাদ চুনারুঘাট পাইকপাড়া
	১২. সুনামগঞ্জ	২৩.বিশ্বম্ভরপুর	সলুকাবাদ ধনপুর পলাশ ফতেপুর
		২৪.জামালগঞ্জ	বেহেলী জামালগঞ্জ ফেনারবাঁক সাচনা বাজার
বরিশাল	১৩. পিরোজপুর	২৫.ভান্ডারিয়া	ভিটাবাড়িয়া নদমূলা

			ইকড়ি তেলিখালী
		২৬.মঠবাড়িয়া	তুষখালী ধানীসাফা মিরুখালী দাউদখালী
	১৪. পটুয়াখালী	২৭.গলাচিপা	আমখোলা গোলখালী গলাচিপা পানপট্টি
		২৮.কলাপাড়া	টিয়াখালী লালুয়া নীলগঞ্জ মিঠাগঞ্জ
খুলনা	১৫. যশোর	২৯.অভয়নগর	প্রেমবাগ শুভরাড়া পায়রা শ্রীধরপুর
		৩০.মনিরামপুর	ঝাঁপা ভোজগাতী হরিদাসকাটি মণিরামপুর
	১৬. মাগুরা	৩১.শ্রীপুর	গয়েশপুর সন্দালপুর দ্বারিয়াপুর শ্রীকোল
	১৭. চুয়াডাঙ্গা	৩২.আলমডাঙ্গা	খাদিমপুর হারদী কুমারী বাড়াদী গাংনী
মোট =	**১৭**	**৩২**	**১২৮**

খ) গুণগত বিশ্লেষণ

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুণগত পদ্ধতিসমূহ নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতি হিসাবে সামাজিক মূল্যায়নে ক্রমবর্ধমনভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলি স্থানীয় সমস্যার আলোকে গভীরভাবে অনুধাবন, জটিল কৌশলগুলো মোকাবিলা, প্রধান অগ্রাধিকারগুলো সনাক্তকরণে স্পষ্ট ধারণার যোগান দেয়। এটি নির্দিষ্ট সেটিংগুলিতে উদ্দিষ্ট জনগাষ্ঠীর প্রতিদিনের পরিস্থিতিগুলি বোঝার, তাদের পরিচালনা ও পরিচালনা করার উপায়গুলির গভীরতা উপলব্ধি প্রদান করে। গুণগত পদ্ধতিসমূহ প্রাথমিকভাবে অধ্যয়নের সাথে সম্পর্কিত নির্বাচিত সূচকগুলির গভীরতা/ ধারণাগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এটিকে সহজভাবে বলতে গেলে, গুণগত গবেষণায় "কেন" এবং "কীভাবে" কিছু ঘটছে (এবং কখনও কখনও "কী হচ্ছে") সম্পর্কে আরও স্পষ্ট করতে শব্দ এবং চিত্র (images) ব্যবহার করা হয়েছে।

সুতরাং বর্তমান অধ্যয়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মধ্যে বর্তমান অধ্যয়নের জন্য সর্বাধিক প্রাসঙ্গিক একটি হল "স্টেকহোল্ডার (অংশীজন) বিশ্লেষণ" যা সবচেয়ে উপযুক্ত কৌশল। এই নিবিড় সমীক্ষা কার্যক্রমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচিত হয়েছে:

গুণগত বিশ্লেষণ	সেকেন্ডারি উপাত্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ
	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)
	মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)
	কেস স্টাডি

২.৩.৩ সেকেন্ডারি উপাত্তগুলির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

- সেকেন্ডারি উপাত্ত থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা যেমন কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তার সহায়তায় এই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে;
- এক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয়, বাস্তবায়ন সময়কাল, বছর অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল ও প্রকৃত খরচের তুলনা, অঙ্গ অনুযায়ী বাস্তবায়িত প্রকল্পের ব্যয়, কার্যসম্পাদনের ব্যয়, অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে থাকলে তার ব্যাখ্যা, আরডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে;

২.৩.৪ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)

গুণগত বিশ্লেষণের জন্য নমুনায়িত ৩২টি প্রকল্প উপজেলার প্রত্যেকটিতে ১টি করে মোট ৩২টি এফজিডি করা হয়েছে। প্রত্যেক এফজিডিতে ন্যূনতম ১০ জন অংশগ্রহণকারী ছিল। প্রতিটি এফজিডিতে প্রকল্প গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকজন তথা কৃষক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজের গণ্যমান্য লোকজন, শিক্ষক, ছাত্র, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে এবং এদের কাছ থেকে এফজিডি গাইডলাইনস-এর মাধ্যমে প্রকল্পের কর্মকান্ড ও এর প্রভাব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি এফজিডি প্রকল্প গ্রামের এমন একটি জায়গায় করা হয়েছে যাতে সকল ধরণের অংশগ্রহণকারী উক্ত স্থানে সহজে আসতে পারেন এবং অবাধে মতামত প্রদান করতে পারেন। সর্বমোট ৩২টি এফজিডি করার ফলে ৩২০ জন অংশগ্রহণকারী মতামত দিতে পেরেছে। প্রস্তাবিত এফজিডিগুলো এফজিডি গাইডলাইন (পরিশিষ্ট-২) অনুসারে পরিচালিত হয়েছে।

২.৩.৫ মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)

প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত মুখ্য ব্যক্তিবর্গ তথা প্রকল্প পরিচালক, ডিপিডি, পরামর্শদাতা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা অফিস, আঞ্চলিক অফিস পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট ৮টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিএই-এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আরো ১২টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি'র কর্মকর্তাগণের ৬টি কেআইআই সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে সর্বমোট ২৬টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাথে কেআইআই পরিচালনা করার জন্য একটি KII checklist (পরিশিষ্ট-৩, ৪ ও ৫) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কেআইআই গুলোতে যে সকল বিষয়/সূচকগুলো নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে প্রকল্পের পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য অনুসারে বাস্তবায়ন, অর্জন ও প্রধান প্রধান কর্মকান্ডগুলোর বর্তমান কার্যকর অবস্থা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়, প্রকল্পের পণ্য, কার্য, নির্মাণ সামগ্রী ও সেবাসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়া ও আর্থিক ব্যয়, প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প উন্নয়নে সুপারিশসহ খুঁটিনাটি, উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা

বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ সম্পর্কিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকারের সময় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২.৩.৬ কেস স্টাডি

উপকারভোগীদের জীবনযাত্রার ওপর প্রকল্প সর্ম্পকিত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প এলাকায় ৩২টি উপজেলার প্রতি তিনটি বাদে একটি অর্থাৎ মোট ৭টি কেস স্টাডিজ (পরিশিষ্ট-৬) করা হয়েছে।

২.৩.৭ ভৌত পর্যবেক্ষণ

পরামর্শকগণ নমুনাকৃত এলাকায় চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কাজের বর্তমান বাস্তবায়িত অবস্থা তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

টেবিল-৪.৪: তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের সংক্ষিপ্তরূপ

কার্যক্রম	অংশগ্রহণকারী/ উত্তরদাতা	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার ধরন
ক. সংখ্যাগত সমীক্ষা (প্রশ্নাবলি ব্যবহার করে সরাসরি সাক্ষাৎকার)			
ক-১. প্রোগ্রাম গ্রুপ	প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতা	১৫৪০	প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী সকল ধরনের উপকারভোগী জনগণ যারা প্রকল্পের মানসম্মত ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন করছে;
	মোট	**১৫৪০**	
খ. গুণগত সমীক্ষা			
খ-১. ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)	১. শস্য উৎপাদনের সাথে জড়িত কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী;	২৪	সব ধরনের উপকারভোগী কৃষক (ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন); শ্রমিক; ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও অন্যান্য;
	২. মধু চাষের সাথে জড়িত উপকারভোগী;	৮	মধু উৎপাদনের সাথে জড়িত উপকারভোগী;
	মোট	**(৩২×১০) = ৩২০**	
খ-২. মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)	১. কৃষি মন্ত্রণালয়	০২	প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয় (২)
	২. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা	০৮	প্রকল্প পরিচালক (১) উপ-প্রকল্প পরিচালক (১) সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী (২) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কর্মকর্তা (৪)
	৩. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (নমুনা এলাকাভিত্তিক)	১২	উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (৬)
	৪. মাঠ ব্লক সুপারভাইজার	৪	সহকারি কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/ মাঠ ব্লক সুপারভাইজার (৪)
	মোট কেআইআই	**২৬**	
খ-৩: কেস স্টাডি (সাফল্য ও ব্যর্থতা)	উপকারভোগী সংশ্লিষ্টরা	০৭	৩২টি উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের পুরুষ ও মহিলা উপকারভোগীদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রকল্পের সার্বিক দিকসমূহের চিত্র তুলে আনা।
খ-৪ সমীক্ষার বাস্তবিক অবস্থা	**ভৌত পর্যবেক্ষণের অঙ্গসমূহ**	**কাজের পরিমাণ**	**মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ**

কার্যক্রম	অংশগ্রহণকারী/ উত্তরদাতা	উত্তরদাতার সংখ্যা	উত্তরদাতার ধরন
	৪ ডব্লিউডি জীপ	১টি	সংশ্লিষ্ট ৪ ডব্লিউডি জীপ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	ডবল পিক আপ	১টি, সিডি ভ্যাটসহ	সংশ্লিষ্ট ডবল পিক আপ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	ডিজিটাল ক্যামেরা	৪টি	সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল ক্যামেরা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	বীজপাত্র	১৮০০০টি	সংশ্লিষ্ট এলাকায় বীজপাত্র পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	সীভ (চালুনী)	১১২০০০টি	সংশ্লিষ্ট এলাকায় সীভ (চালুনী) এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর	২০০০টি	সংশ্লিষ্ট এলাকায় মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	ময়েশ্চার মিটার	২৭৩৯টি	সংশ্লিষ্ট এলাকায় কৃষি কর্মকর্তার অফিসে ময়েশ্চার মিটার এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	ওজন পরিমাপক	৪৫০০টি	সংশ্লিষ্ট এলাকায় ওজন পরিমাপক এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	সিলিং মেশিন	৪৫০০টি	সংশ্লিষ্ট এলাকায় সিলিং মেশিন এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	প্যাকিং ব্যাগ	৪৪৮ লক্ষ	সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্যাকিং ব্যাগ এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ
	ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (কৃষক, এসএএও ইত্যাদি)	-	সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ প্রশিক্ষণ (কৃষক, এসএএও ইত্যাদি) এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

২.৩.৮ SWOT বিশ্লেষণঃ উপকারভোগীর কাছ থেকে সমীক্ষার প্রশ্নাবলির মাধ্যমে প্রকল্পের সবল (strength), দুর্বল (weakness), সুযোগ (opportunity) ও ঝুঁকি (threat) বিশ্লেষণের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া এফজিডি ও কেআইআই এর মাধ্যমেও SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রশ্নাবলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো সমন্বয় করে খসড়া প্রতিবেদনে সংযোজন করা হয়েছে।

২.৩.৯ তথ্য সংগ্রহ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা প্রণয়ন

নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রত্যেক গ্রুপের জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রশ্নাবলি প্রণয়ন করা হয়েছে। অঙ্গভিত্তিক বিষয় বিবেচনা করে প্রশ্নাবলি প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকল্পের অগ্রগতি যথাযথভাবে তুলে ধরাই এর লক্ষ্য।

২.৩.১০ উপকারভোগী উত্তরদাতাদের প্রশ্নমালা প্রণয়ন

প্রকল্পের ৩২টি উপজেলায় বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার মাধ্যমে নির্বাচিত ৩২টি প্রকল্প উপজেলার ১২৮টি গ্রামে টেবিল- অনুযায়ী মোট **১৫৪০** জন প্রকল্প উপকারভোগীর নিকট হতে প্রশ্নাবলির (পরিশিষ্ট-১) মাধ্যমে প্রকল্পের সুফল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতারা প্রাক-নকশাকৃত প্রশ্নপত্রের একটি সেট পূরণ করবেন (পরিশিষ্ট-১) যা প্রকল্পে বাস্তবায়নের ফলে যে বিষয়গুলি প্রভাবিত হতে পারে যেমন-

- ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ এর ফলে তাদের লাভক্ষতি ;
- মৌ চাষ বিষয়ক, কৃষক প্রশিক্ষণ এর ফলে তাদের লাভক্ষতি ;
- মোটিভেশনাল ট্যুর, কৃষক মেলা, মাঠ দিবস;
- ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক বিষয়ক;

২.৩.১১ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন সভার গাইডলাইন (FGD Guideline) প্রণয়ন

নমুনা সংগৃহীত উপজেলা/জেলাতে প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত যে সকল মানুষ জড়িত তাদেরকে ফোকাস গ্রুপ সভাতে (এফজিডি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ছয়টি প্রকল্প উপজেলার মোট ৩২টি এফজিডি করা হয়েছে যাতে ন্যূনতম ১০ জন করে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। এফজিডিগুলো এমন একটি জায়গায় করা হয়েছে যাতে সকল ধরনের অংশগ্রহণকারী সহজে আসতে পেরেছেন এবং অবাধে কথা বলতে পেরেছেন। এফজিডি গাইডলাইন (পরিশিষ্ট-২) অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যকারিতার দক্ষতা ও যথার্থতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য এফজিডি করা হয়েছে।

এফজিডি গাইডলাইন প্রণয়নে যে সকল বিষয়/সূচক অন্তর্ভুক্ত থাকবে তা হলো- প্রকল্প কর্মকান্ডগুলোর বর্তমান কার্যকর অবস্থা, সেবা সংগ্রহের অবস্থা, কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন প্রকল্পের অবকাঠামো, কৃষি ফসল উৎপাদনে প্রকল্পের কার্যকরি ভূমিকা ও পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে অর্জিত সুবিধাসমূহ, দারিদ্র্য বিমোচনে সেচ প্রকল্পের কার্যকারিতা, প্রকল্প কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের সুবিধা বৃদ্ধি, প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ, অন্য এলাকায় একই রকম আরো উন্নত প্রকল্পের জন্য সুপারিশ ইত্যাদি।

২.৩.১২ কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII) চেকলিস্ট প্রণয়ন

প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে যেসকল কর্মকর্তা সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন এবং বর্তমানে যারা মাঠপর্যায়ে কর্মরত আছেন, তাদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেআইআই উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রকল্পের মুখ্য ব্যক্তি তথা প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের-এর সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী, হেড অফিস-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ/কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং কর্মরত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সঙ্গে কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে ৮ টি এবং ডিএই ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ১২টি উপজেলার সাথে মোট ১২টি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়-এর কর্মকর্তাদের সাথে মোট ৬টি; সর্বমোট ২৬ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে কেআইআই চেকলিষ্ট (পরিশিষ্ট-৩, ৪ ও ৫) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, ক্রয় প্রক্রিয়াসহ প্রকল্প ব্যয় এবং প্রকল্পের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কীত তথ্য এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়েছে:

ক) প্রকল্পের ধারণা, পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য

- প্রকল্পটি সেক্টরের প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রাসঙ্গিক ছিল কিনা;
- কম্পোনেন্ট অনুসারে প্রকল্পের সকল কাজ পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে কিনা;
- ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে কিনা;
- প্রকল্পের প্রধান প্রধান কর্মকান্ডগুলোর বর্তমান অবস্থা।

খ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন

- হেড কোয়ার্টার লেভেলে কোন অফিস প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিল;
- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব কোন অফিস/কাদের উপর ন্যস্ত ছিল এবং তারা ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করেছে কিনা; ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তা কিভাবে সমাধান করা হয়েছে;
- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম মনিটরিং-এর দায়িত্ব কোন অফিস/কাদের উপর ন্যস্ত ছিল এবং তারা ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করেছে কিনা; ব্যত্যয় হয়ে থাকলে তা কিভাবে সমাধান করা হয়েছে;
- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পণ্য সামগ্রীর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, পরিমাণ নিশ্চিতকরণ ও সময় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত ছিল এবং তারা ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করেছে কিনা;

- গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুসারে ঠিকাদার বা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়েছিল কিনা এবং কোন রকম ব্যত্যয় পাওয়া গেলে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা কিভাবে সমাধান করা হয়েছিল;
- মনিটরিং রিপোর্টে ঠিকাদারের কোন প্রকার চুক্তির বরখেলাপ (non-compliance) ছিল কিনা; ঠিকাদারের চুক্তির বরখেলাপ (non-compliance) থেকে থাকলে মনিটরিং রিপোর্টে এমনটি কতবার পাওয়া যায় এবং কিভাবে সমাধান করা হয়েছিল;
- সমাপ্ত/চলমান কাজের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয় কিনা; হয়ে থাকলে কারা এ কাজ করে থাকেন এবং তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কিনা; নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বাধাঁগুলো কি কি;

গ) প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া ও আর্থিক ব্যয়

- প্রকল্পের দরপত্রের জন্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন তৈরির দায়িত্ব কোন অফিস/কাদের ওপর ন্যস্ত ছিল এবং তা ঠিকমতো করা হয়েছিল কি না;
- পণ্য, কার্য ও আসবাব সামগ্রী ও সেবাসমূহ ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য কোন ধরনের টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল (পরিশিষ্ট-৮);
- পণ্য ও কার্য সামগ্রী ও সেবাসমূহ ক্রয় প্রক্রিয়ার জন্য নির্ধারিত সরকারি ক্রয় নীতিমালা (পিপিআর ২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং ঠিকমতো অনুসরণ না করা হয়ে কি ধরনের ব্যত্যয় হয়েছিল
- কাজের চুক্তির মূল্যমান সিডিউল মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য ছিল কিনা; যদি না হয়, কেন এবং কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছিল;
- পণ্য, কার্য, সেবা ও ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানদন্ড কি ছিল এবং তা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা;
- চুক্তি অনুযায়ী সব কাজ টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুসারে সম্পাদন হয়েছে কিনা;
- যদি পুরোপুরি সম্পন্ন না হয়ে থাকে, তাহলে এমন ঘটনা কতবার হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- সরবরাহকৃত উপকরণের গুণগত মান কেমন ছিল;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার আর্থিক বাজেট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিনা; হয়ে থাকলে কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছিল;
- প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রকল্পে তহবিল বরাদ্দ যথেষ্ট ছিল কিনা;
- বরাদ্দকৃত তহবিল ১০০% ব্যবহার করা হয়েছে কিনা; যদি না হয় তার কারণ কি;

ঘ) প্রকল্পের আউটপুট

- কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রকল্পের প্রভাব;
- প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা নিশ্চিত হয়েছে কিনা;
- প্রকল্পের কাজের কারণে এলাকাবাসীর জীবন-মান উন্নত হয়েছে কিনা;
- প্রকল্পের কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের দরিদ্র্যতা হ্রাসে সাহায্য করেছে কিনা;
- ডাল, তেল ও মসলা বীজ ফসলের বীজ উৎপাদন ব্লক তৈরিতে কোন সমস্যা হয়েছে কিনা;
- প্রকল্প কর্মকান্ডের প্রভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা;

ঙ) প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ

- প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনা কাজের সবল (strength) দিকগুলো;

- প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনা কাজের দুর্বল (weakness) দিকগুলো;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং কাজ উন্নয়নের আরো কোন সুযোগ (opportunity) ছিল কিনা বা বর্তমানে আছে কিনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বর্তমানে কোন ধরনের ঝুঁকি (threat) আছে কিনা।

চ) প্রকল্প উন্নয়নে সুপারিশমালা

- প্রকল্পের প্রভাব উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট মতামত;
- প্রকল্পের সবচেয়ে ভাল দিকগুলো অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান।

২.৩.১৩ কেস স্টাডি চেকলিস্ট প্রণয়ন

কেস স্টাডি: উপকারভোগীদের জীবনযাত্রায় প্রকল্পের ভূমিকা সর্ম্পকিত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প এলাকায় মোট ৭টি কেস স্টাডিজ (পরিশিষ্ট-৬) করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কেস স্টাডির জন্য একটি চেকলিস্ট তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহকারীরা সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপকারভোগীদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২.৩.১৪ পর্যবেক্ষণ ও পরিদর্শনের চেকলিস্ট

পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট (পরিশিষ্ট-৭) অনুযায়ী পরামর্শক ও মাঠকর্মী প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রম ও বর্তমান অবস্থা সরাসরি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

২.৪ প্রশ্নমালা/গাইডলাইন/চেকলিস্ট প্রি-টেস্টিং ও চূড়ান্তকরণ

খসড়া প্রশ্নাবলি, গাইডলাইন ও চেকলিস্টসমূহ (পরিশিষ্ট-১ থেকে পরিশিষ্ট-৮) নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে। এসব প্রশ্নাবলি আইএমইডি-এর নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা এবং তাদের মতামত সাপেক্ষে সংশোধন করা হয়। এরপর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পুনরায় স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। এরপর প্রশ্নাবলি তথ্য সংগ্রহকারীদের দ্বারা প্রি-টেস্টিং-এর মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। প্রি-টেস্টিং/পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনির পর প্রশ্নাবলি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।

২.৫ সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃত বা নির্দেশক/সূচকসমূহ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন সূচক বা নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য সূচক বা নির্দেশকসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

টেবিল-৪.৩: প্রকল্পে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃত নির্দেশক/সূচক

শ্রেণীবিন্যাস	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার নির্দেশক
ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্যসমূহ	নাম, লিঙ্গ, ধর্ম, বৈবাহিক অবস্থা, পেশা, শিক্ষা ও বয়স।
কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল এবং মসলা জাতীয় ফসলের মানসম্মত বীজের সরবরাহ	✓ কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত ডাল বীজ ✓ কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত তেল বীজ ✓ কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত মসলা বীজ ✓ ব্লক প্রদর্শনী ও মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ ✓ ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও মানঘোষিত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরন ✓ ক্রপিং প্যার্টানের পরিবর্তন ✓ ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি ✓ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি

শ্রেণীবিন্যাস	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার নির্দেশক
উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার	✓ নিরাপদ ফসল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ✓ ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য ✓ ময়েশ্চার মিটার ✓ বীজ সংরক্ষণ পাত্র ও বীজ শুকানোর উপকরণ (ড্রাইং বিডসসহ) ✓ খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ক সভা ও কর্মশালা ✓ উদ্ধুতকরণ ভ্রমণ/কৃষি মেলা/প্রদর্শনী ✓ এসএমই (কৃষক) গঠন/কৃষকদল গঠনের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ✓ ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ এসএমই গঠনের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ এবং সেই সাথে উৎপাদন প্রযুক্তি সময়মত কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো
মৌবক্স ও মধু এক্সট্রোক্টর	✓ যথাযথ পরাগায়নের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৌচাষ সম্পৃক্তকরণ ✓ মৌমাছি পালনের উপর সার্টিফিকেট কোর্স ✓ মৌবক্স ও মধু এক্সট্রোক্টর সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ
প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল ও উপকার	✓ বছরব্যাপি সেচ পানির পর্যাপ্ততা ✓ প্রকল্পের ফলে অর্জিত সুবিধাসমূহ ✓ প্রকল্পের কাজের কারণে এলাকার জনগনের জীবন-মান উন্নয়ন ✓ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি
পরিবেশ উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা	✓ বনায়নে প্রকল্পের ভূমিকা ✓ পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা বা দূষণ সংক্রান্ত মতামত ✓ সুন্দর নাগরিক পরিবেশ তৈরিতে প্রকল্পের ভুমিকা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা	✓ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি ✓ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনে ভুমিকা
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমকিা	✓ প্রকল্পের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিতে প্রকল্পের ভুমিকা ✓ প্রকল্প এলাকায় কৃষি সংক্রান্ত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে প্রকল্পের ভুমিকা ✓ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে প্রকল্পের ভুমিকা ✓ দারিদ্র্য বিমোচনে প্রকল্পের ভূমিকা
প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ	✓ প্রকল্পের কাজের সবল দিকসমূহ চিহ্নিত করা ✓ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করা ✓ প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা ✓ প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ
পরামর্শসমূহ	✓ প্রকল্প উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট মতামত ✓ ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা ✓ প্রকল্পের সবচেয়ে ভাল দিকগুলো অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান।

২.৬ প্রশ্নমালার মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা

প্রশ্নাবলির গঠন ও নির্ভুলতা, সাক্ষাৎকার গ্রহণে সময় নির্ধারণ ও মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে পর্যাপ্ত উপাত্ত আছে কিনা তা জানার জন্য প্রণীত প্রশ্নাবলি তথ্য সংগ্রহকারীদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। প্রশ্নাবলি যাচাইয়ের পর পরামর্শক, আইএমইডি এর টেকনিক্যাল কমিটির সহায়তায় প্রশ্নাবলিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২.৭ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার তিন ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় যা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

২.৭.১ সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

- সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরামর্শক বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে যেমন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, আইএমইডি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এবং বিভিন্ন কর্মকর্তার সহযোগিতার মাধ্যমে এসকল কার্য সম্পাদন করা হয়।
- পরামর্শক প্রকল্পের বাস্তবিক এবং আর্থিক অর্জনসমূহ পর্যালোচনা করবে। বাস্তবায়িত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি যেমনঃ
    - ক) বছর অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল ও প্রকৃত খরচের তুলনা
    - খ) অঙ্গ অনুযায়ী বাস্তবায়িত প্রকল্পের ব্যয়
    - গ) কার্য সম্পাদন ব্যয়
    - ঘ) অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে থাকলে তার ব্যাখ্যা
- প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের উন্নয়ন পর্যালোচনা করা।
- পণ্য, কার্য ও সেবাক্রয় প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা।
- ক্রয় সংক্রান্ত সবচেয়ে ভাল দিকগুলো অনুসরণ করা।

২.৭.২ পর্যবেক্ষণ

- পরামর্শক বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট পরিদর্শন করা হয়।
- মাঠ পর্যায়ের কাজের পর্যালোচনা এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হয়।
- মাঠ পরিদর্শনের সময় পরামর্শক আইএমইডি কর্মকর্তাবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যৌথভাবে মাঠ পরিদর্শন করা হয় । এতে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো উঠে আসে, যা পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক হয়েছে।
- মাঠ পরিদর্শনের সময় কৃষি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা হয়।

২.৭.৩ প্রকল্পের উপকারভোগী উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার

- সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারী প্রকল্পের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
- তথ্য সংগ্রহকারী নির্দিষ্ট এলাকায় উপকারভোগী উত্তরদাতাদের কাছে তার পরিচয় প্রদান করেন এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করে প্রশ্নাবলিতে উল্লেখিত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রশ্ন করেন ও প্রশ্নাবলি পূরণ করেন।
- তথ্য সংগ্রহকারী প্রথম উত্তরদাতার কাছে তথ্য সংগ্রহ করা হলে সে পরবর্তী তথ্য সংগ্রহের জন্য অন্য উত্তরদাতার কাছে চলে যান ।
- তথ্য সংগ্রহকারী উত্তরদাতার নিকট হতে সন্তোষজনক তথ্য পেলে সেগুলো সংরক্ষণ করেন ।

- পরিশেষে, তথ্য সংগ্রহকারীরা প্রশ্নাবলি ভালভাবে পূরণ করেন যাতে প্রশ্নের মধ্যে কোন উত্তর ফাঁকা বা গরমিল না থাকে।
- পূরণকৃত প্রশ্নাবলি মাঠ পরিদর্শক (ফিল্ড সুপারভাইজার) কর্তৃক যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতার জন্য আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অফিসে জমা দেয়ার জন্য সংরক্ষণ করেন।

২.৭.৪ দলভিত্তিক আলোচনা (এফজিডি)

- নির্বাচিত গ্রাম/ইউনিয়ন/উপজেলার এমন একটি জায়গায় ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন সভা করা হয়, যা অংশগ্রহণকারীদের জন্য সুবিধাজনক এবং মুক্তভাবে কথা বলার উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করে। ফোকাস দলের সভা একজন সঞ্চালক বা সমন্বয়কারী দ্বারা পরিচালিত হয় এবং যিনি প্রকল্প সম্পর্কিত বিষয়ের উপরে মুক্তভাবে কথা বলার জন্য সভায় অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করেন।
- এফজিডি গাইডলাইন অনুযায়ী ফোকাস দলের সভা পরিচালিত করা হয় এবং গাইডলাইনে উল্লিখিত সূচক/বিষয় অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়।
- পরিবীক্ষণ দলের সদস্য অথবা সমন্বয়কারী আলোচনা অনুষ্ঠান হতে প্রাপ্ত মূল তথ্যসমূহ নোট বুকে রেকর্ড করেন।

২.৮ সকল প্রকার স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে কর্মশালা

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালাটির স্থান নির্ধারণের জন্য প্রকল্প এলাকার ওপর স্টাডি করে বিভিন্ন নির্দেশক যেমন প্রকল্প এলাকার Vulnerability, প্রকল্পের কাজ এর পরিধি অথবা সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বেশি প্রভৃতি বিষয় বিবেচনাপূর্বক কর্মশালার স্থান হিসেবে মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলা নির্বাচন করা হয়। আইএমইডি-এর কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কর্মশালার স্থান চূড়ান্ত করা হয়। ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী সব ধরনের উপকারভোগী জনগণ (মহিলা ও পুরুষ) যেমন মৎস্যচাষী, কৃষি ফসল চাষী, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, ছাত্র, সামাজিক প্রতিনিধি ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ। স্টেকহোল্ডারদের সাথে যেসব বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হয় সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

- ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে, ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে, কৃষি-অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিতে প্রকল্পের প্রভাব;
- এলাকার প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা;
- প্রকল্পের প্রধান কর্মকান্ডসমূহ;
- প্রকল্পের আওতায় প্রধান কর্মকান্ডগুলো বর্তমানে কার্যকর অবস্থা;
- নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, বাঁধা ও উত্তরণের উপায়সমূহ;
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- প্রকল্প কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনে প্রভাব;
- প্রকল্প কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের সুবিধা বৃদ্ধি;
- প্রকল্প কর্মকান্ডের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিতে প্রভাব;
- প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ;
- প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগ ও ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ;
- অন্য এলাকায় একই রকম আরো উন্নত প্রকল্পের জন্য সুপারিশ;

২.৯ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

টিম লিডারের প্রতিনিধিত্বে মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকারীদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। মাঠ পর্যায়ের তথ্য যথাযথভাবে সংগ্রহের জন্য ফিল্ড সুপারভাইজার হিসেবে সমাজবিজ্ঞানে মাস্টার্স প্রার্থী ও তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এরপরে তাদেরকে দুই দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যেখানে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নাবলি/গাইডলাইন/চেকলিষ্ট সম্পর্কে ও প্রকল্প এলাকা হতে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এছাড়া তথ্য সংগ্রহকারীদের দ্বারা প্রশ্নাবলি পরীক্ষা করা হয় এবং প্রশ্নাবলির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইএমইডি কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

চিত্র ১: ইস্কার্ফ কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

চিত্র ২: মাঠপর্যায়ের তথ্যসংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্রিফিং করছেন মহাপরিচালক জনাব মোঃ আফজল হোসেন

২.১০ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে সুপারভাইজারদের করণীয়

প্রকল্প এলাকার প্রতিটি নির্বাচিত গ্রামে প্রশিক্ষিত তথ্য সংগ্রহকারী এবং সুপারভাইজারদের প্রেরণ করা হয়। সুপারভাইজারবৃন্দ তথ্য সংগ্রহকারীরা কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করছে তা পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করেন। তথ্য সংগ্রহকারীরা প্রশ্নাবলি, এফজিডি, কেআইআই, এবং তথ্য সংগ্রহের ম্যানুয়াল নিয়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করবে। সুপারভাইজাররা তথ্য সংগ্রহকারীর কাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবীক্ষণ করেন। সুপারভাইজাররা প্রতিটি প্রশ্নাবলি চেক করবে এবং প্রকল্প এলাকায় এফজিডি আয়োজন করেন।

পরামর্শকগণ প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রকল্প কার্যক্রমের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট-এর বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং তথ্যসংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের সাথে সরাসরি কথা বলেন। পরিশেষে সুপারভাইজারগণ তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক পূরণকৃত প্রশ্নাবলিসমূহ চূড়ান্তভাবে যাচাই করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করেন।

২.১১ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিদর্শন ও তদারকি

- সুপারভাইজারগণ মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা কাজের সামগ্রিক বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন। তারা মাঠপর্যায়ে প্রতিটি মাঠকর্মী বা তথ্য সংগ্রহকারীর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম তদারকি করেন।
- পরামর্শকগণ প্রকল্পের বিভিন্ন এলাকায় যাবেন এবং তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের কাজ তদারকি করেন। পরামর্শক যখন মাঠে যাবেন তখন তিনি উত্তরদাতার অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন।
- পরামর্শক এবং মাঠ কর্মকর্তা ছাড়াও আইএমইডি এর পক্ষ হতে যে কোন সময়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ তদারকি করেন যাতে তথ্যের গুণগত মান নিশ্চিত থাকে। তারাও দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে যান যাতে করে তথ্য যাচাই কার্যক্রমের ফলাফল লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নিশ্চিত হওয়া যায়।

- পরামর্শকগণও কিছু কিছু এফজিডি-তে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম তদারকি করবেন। প্রত্যেকেই মাঠ পর্যায় তথ্য সংগ্রহ কাজ তদারকিতে কার্যকরি ভূমিকা পালন করেন যাতে তথ্যের গুণগত মানের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

২.১২ তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ

গুণগত ফলাফল ও সঠিক বিশ্লেষণের জন্য পূরণকৃত প্রশ্নাবলি খসড়া উপাত্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নের কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হয়:

প্রশ্নাবলি সম্পাদনা ও কোডিং: প্রতিটি প্রশ্নাবলি কম্পিউটারে এন্ট্রি করার পূর্বেই সম্পাদনা ও কোডিংয়ের কাজ করা হয়। কোডিং কাজ সরাসরি পরামর্শকের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়।

কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি: সম্পাদিত ও কোডিং তথ্য প্রশ্নাবলি অনুযায়ী ডাটা অপারেটরের মাধ্যমে কম্পিউটারের নির্দিষ্ট সফটওয়্যারে এন্ট্রি করা হয়। SPSS/MS Access নামক কম্পিউটার প্যাকেজ ডাটা এন্ট্রির জন্য ব্যবহার করা হয়।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ও সমীক্ষার জন্য নির্ধারিত সমস্ত সূচক/ভেরিয়েবল অনুযায়ী ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল এবং ক্রস টেবিল তৈরি করা হয়।

তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis): উপাত্ত যা মাঠপর্যায় সমীক্ষার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে তা সামষ্টিক বিশ্লেষণ করা হয়। পরামর্শক এ কাজের জন্য MS Access এবং SPSS কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করবেন। প্রাথমিক উপাত্ত টেবিল সমস্ত প্রধান সূচকের জন্য তৈরি করা হয়। কিন্তু সেকেন্ডারি বিশ্লেষণের তথ্য ও প্রাথমিক বিশ্লেষণের উপাত্তের সাথে তুলনাপূর্বক বিস্তারিত টেবিল, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়।

প্রকল্প ইউনিয়নভিত্তিক উপাত্ত বিশ্লেষণ: ১২৮টি নমুনা ইউনিয়নের প্রাধান্য দিয়ে প্রকল্প এলাকার উপাত্তগুলো আলাদাভাবে ইউনিয়নভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়।

২.১৩ প্রতিবেদন প্রণয়ন

প্রতিবেদন তৈরিতে মান সম্পন্ন ফরম্যাট (বিন্যাস) ব্যবহার করা হয়েছে যাতে করে সমীক্ষার সমস্ত ফলাফল সহজেই প্রকল্পের বর্তমান সূচক অন্যান্য সূচকের সাথে তুলনা করা যায়। পরামর্শক প্রতিবেদন তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি ও ফলাফল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন।

প্রতিবেদনের ধরন	প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু	জমার তারিখ	সংখ্যা
প্রারম্ভিক প্রতিবেদন	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন সমীক্ষার নকশা ও তথ্য সংগ্রহের উপাদান (ডিসিআইএস) এবং কাজের পরিকল্পনাসহ বিস্তারিত কর্মকান্ডের বিবরণ ছিল। এছাড়া নির্দিষ্ট জনবল বন্টন এবং সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহের বিস্তারিত বর্ণনাও রয়েছে।	৩১ জানুয়ারি, ২০২১	৪০ (টেকনিক্যাল কমিটি ২০ + স্টিয়ারিং কমিটি ২০)
খসড়া প্রতিবেদন	পরামর্শক মাঠপর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে টেকনিক্যাল কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছিল। খসড়া প্রতিবেদনে উপাত্তের গবেষণা এবং খসড়া ফলাফলের বিশ্লেষণী তথ্যসমূহের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও এতে প্রয়োজনীয় টেবিল, গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং খসড়া সুপারিশ রয়েছে।	২০ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০২১	২০ (টেকনিক্যাল কমিটি ২০)

প্রতিবেদনের ধরন	প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু	জমার তারিখ	সংখ্যা
সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদন	টেকনিক্যাল কমিটির মতামতের প্রেক্ষিতে পরামর্শক সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদন প্রতিবেদন তৈরি করেন যা পরবর্তীতে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপাস্থাপন করা হয়।	২২ মে, ২০২১	২০ (স্টিয়ারিং কমিটি)
খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন	খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনের উপর মতামতের জন্য জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয় ।	৬ জুন, ২০২১	৭৫ (জাতীয় কর্মশালা)
চূড়ান্ত প্রতিবেদন	কর্মশালায় উপস্থিত স্টেকহোল্ডারদের মতামতসমূহ সম্পৃক্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। চূড়ান্ত প্রতিবেদন বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় প্রণয়নপূর্বক দাখিল করা হবে।	৬ জুন, ২০২১	৬০ (বাংলা ৪০ + ইংরেজি ২০)

২.১৪ সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

১৯/০১/২০২১ তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ১৫/০৬/২০২১ তারিখের মধ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যক্রম সমাপ্তের লক্ষ্যে একটি সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া হল-

ক্রমিক নং	কার্যাবলী	সময়
১	খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল এবং আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল কমিটির সভা	১৯/০১/২০২১ হতে ৩১/০১/২০২১
২	টেকনিক্যাল কমিটির মতামত সাপেক্ষে প্রারম্ভিক প্রতিবেদন সংশোধন ও দাখিল এবং আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভা	০১/০২/২০২১ হতে ১৯/০২/২০২১
৩	চূড়ান্ত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল	১৯/০২/২০২১ হতে ২৩/০২/২০২১
৪	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	২৩/০২/২০২১ হতে ২৪/০২/২০২১
৫	তথ্য সংগ্রহ ও কার্যক্রম পরিদর্শন এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	২৫/০২/২০২১ হতে ০৫/০৩/২০২১
৬	ডাটা এন্ট্রি, ভেরিফিকেশন, ডাটা প্রসেসিং, ডাটা এনালাইসিস, খসড়া প্রতিবেদন প্রনয়ণ ও দাখিল	০৫/০৩/২০২১ হতে ১৫/০৩/২০২১
৭	টেকনিক্যাল কমিটির সভায় খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা	১২/০৫/২০২১ হতে ২২/০৫/২০২১
৮	স্টিয়ারিং কমিটির সভায় খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা	২৫/০৫/২০২১ হতে ৩০/০৫/২০২১
৯	খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও কর্মশালার উপস্থাপন	০৬/০৬/২০২১ হতে ০৭/০৬/২০২১
১০	কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	১০/০৬/২০২১ হতে ১৫/০৬/২০২১

তৃতীয় অধ্যায়
ফলাফল পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় "**কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)**" শীর্ষক প্রকল্পের রাজস্ব ও মূলধন খাতের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত উপকারভোগীদের নিকট থেকে মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকল্পের উদ্দেশ্য এর কার্যক্রমের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে।

৩.১.১ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম	২০২০-২০২১ বছরের জন্য অর্থ বরাদ্দ			টাকা ছাড়	এপ্রিল/২০২১ পর্যন্ত ব্যয়		
কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত), কৃষি অধিদপ্তর	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	অর্থ ছাড়	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)
ক) কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত), কৃষি অধিদপ্তর	৪৩৫৩.০০	৪৩৫৩.০০	০	৪৩৫৩.০০	৩০৮৯.৫৮ (৭০.৯৮%)	৩০৮৯.৫৮ (৭০.৯৮%)	
উপমোট-	৪৩৫৩.০০	৪৩৫৩.০০	০	৪৩৫৩.০০	৩০৮৯.৫৮ (৭০.৯৮%)	৩০৮৯.৫৮ (৭০.৯৮%)	
উপমোট-							
সর্বমোট-	**৪৩৫৩.০০**	**৪৩৫৩.০০**	**০**	**৪৩৫৩.০০**	৩০৮৯.৫৮ (৭০.৯৮%)	৩০৮৯.৫৮ (৭০.৯৮%)	

উপরের টেবিল হতে দেখা যায় যে এপ্রিল, ২০২০-২০২১ সাল পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি ৭০.৯৮% শতাংশ।

৩.২ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

"**কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)**" শীর্ষক চলমান প্রকল্পটি জুন, ২০২২ সালে সমাপ্ত হবে। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প উপাদান/অঙ্গের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কাজের সর্বশেষ অগ্রগতির অবস্থা সারণি আকারে দেওয়া হলঃ

টেবিল-৩.২: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক কাজের ৩০ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ (সংখ্যা /ব্যাচ)	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	
				আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত (%)
১	কর্মকর্তাদের বেতন	০৫ জন	১৪৪.২	৭৮.০০	০৪ সংখ্যা	৩০.০০	০৫ সংখ্যা	২৪.২৫	০৪ সংখ্যা
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের	০১ জন	৬.০০						

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ (সংখ্যা /ব্যাচ)	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	
				আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত (%)
	বেতন								
উপমোট			১৫০.২০	৭৮.০০		৩০.০০		২৪.২৫	
৩	ভ্রমণ ব্যয়			০.৪২		০. ০০		০.০০	
৪	শিক্ষা ভাতা			০.৭৫		০.২৪		০.২৫	
৫	বাড়ী ভাড়া ভাতা			৩৮.২১		১৫.০০		১২.১২	
৬	চিকিৎসা ভাতা			২.১৪		১.০০		০.৬০	
৭	মোবাইল ভাতা			০.৭০		০.২৪		০.২০	
৮	টিফিন ভাতা	থোক		০.৮০		০.০০		০.০০	
৯	উৎসব ভাতা	থোক		১১.৪৬		৫.০০		৪.৮৫	
১০	অবসর ও বিনোদন ভাতা			২.৯১		১.২৪		১.২৪	
১১	বাংলা নববর্ষ ভাতা			১.৩০		০.৫৫		০.৪৮৫	
উপমোট			১১৮.৩২	৫৮.৬৯০		২৩.২৭০		১৯.৭৪৫	
১২	ওভার টাইম ভাতা টিফিন	থোক	১৪.০০	৫.০৭		৪.০০		২.৬৯	
১৩	সম্মানীভাতা	থোক	১৫০.০০	৭.৬৮		৭৫.০০		২.২৫	
১৪	প্রগ্রেস মনিটরিং	৩টি	২৪.০০	৮.০০	১ সংখ্যা	৮.০০	১ সংখ্যা	০.০০	
১৫	মিডটার্ম মূল্যায়ন	১টি	১০.০০	১০.০০	১	০.০০		০.০০	
১৬	উপমোট		১৯৮.০০	৩০.৭৫০		৮৭.০০		৪.৯৪	
উপমোট বেতন ও ভাতা			৪৬৬.৫২	১৬৭.৪৪০		১৪০.২৭		৪৮.৯৩৫	
পণ্য ও সেবা									
১৭	ওয়ার্কশপ (জাতীয়)	৬টি	৪৭.৭৬	১৫.১২	২ সংখ্যা	১৪.৫২	২ সংখ্যা	৫.৪৬	১ সংখ্যা
১৮	ওয়ার্কশপ (আঞ্চলিক)	৭০টি	১৬১.৬৩	৬২.৭২	২৮ সংখ্যা	৩২.৯০	১৪ সংখ্যা	৩২.৯০	১৪ সংখ্যা
১৯	মনিটরিং ও ফলোআপ মিটিং	১৯২টি	৬১.৪৪	২০.৪৮	৬৪ সংখ্যা	২০.৪৮	৬৪ সংখ্যা	২০.৪৮	৬৪ সংখ্যা
উপমোট ওয়ার্কশপ			২৭০.৮৩	৯৮.৩২		৬৭.৯০		৫৪.৮৪	
২০	কনসোলটেড পে (নন-গভ:এমপ্লয়ি)		৭.০০	১.৮২		২.৩৫		১.৯৯	
২১	পোস্টেজ/স্ট্যাম্প	থোক	০.৪০	০.২০		০.০০		০.০০	
২২	টেলিফোন বিল	থোক	২.০০	০.৩২		০.২০		০.১২	
২৩	বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা	থোক	৫০.০০	১৯.৩১		১৬.০০		৭.৮৫	
২৪	অডিও এবং ভিডিও ডকুমেন্টেশন	থোক	৪৫.৪৬	৪.৯৮		২০.০০		১৯.৮৯	
২৫	আউটসোসিং	থোক	৪৫.০০	২১.৮৮		৯.৬০		৭.৮৯	
২৬	রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	২.৫০	১.৫৮		০.০০		০.০০	
২৭	ইন্স্যুরেন্স/ব্যাংক চার্জ	থোক	০.৫০	০.১৪		০.০২		০.০০	
২৮	ট্রেনিং ও মাঠ দিবস	থোক							
৩০	কৃষক প্রশিক্ষণ	৬০০ ব্যাচ	৬২৪.০০	৬২৪.০০	৬০০ ব্যাচ	০.০০		০.০০	
৩১	কৃষক প্রশিক্ষণ	১৫০ ব্যাচ	৬৪.৫৮	০		৩২.২৯	৭৫ ব্যাচ	৩২.২৯	৭৫

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ (সংখ্যা /ব্যাচ)	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	
				আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত (%)
	(রিফ্রেসার কোর্স)								ব্যাচ
৩২	এসএএও ট্রেনিং	১৫০ ব্যাচ	২৪৬.৯৯	২৪৭.০০	১৫০ ব্যাচ	০.০০		০.০০	
৩৩	এসএএও ট্রেনিং (রিফ্রেসার কোর্স)	১৫০ ব্যাচ	৮২.৫৭৫	০		৪১.২৯	৭৫ ব্যাচ	৪১.২৯	৭৫ ব্যাচ
৩৪	অফিসার ট্রেনিং	৩০ ব্যাচ	১৬৫.৫৪	১৬৫.৫৪	৩০ ব্যাচ	০.০০		০.০০	
৩৫	অফিসার্স ট্রেনিং (রিফ্রেসার কোর্স)	৩০ ব্যাচ	৬৭.৮০	০		৪৫.২০	২০ ব্যাচ	২৭.১২	১২ ব্যাচ
৩৬	কোর্স ফর অফিসার (মৌপালন)	২ ব্যাচ	৯৪.৩০	৯৪.৩০	২ ব্যাচ	০.০০		০.০০	
৩৭	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১০০জন	৪৩৮.০৮	১৫৮.০৮	৪০ সংখ্যা	০.০০		০.০০	
৩৮	মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন	১৬৫০টি	৩০৬১.৭৫	১৩৩৫.৫২	৭২১৯ সংখ্যা	৮৫১.০০	৪৬০০ সংখ্যা	৮৩০.০৯	৪৪৮৭ সংখ্যা
৩৯	কৃষক পুরস্কার	২৫৬টি	৫৬.৩২	১৪.০৮	৬৪ সংখ্যা	১৪.০৮	৬৪ সংখ্যা	১৪.০৮	৬৪ সংখ্যা
৪০	এসসিএ কর্তৃক বীজ প্রত্যয়ন	১৬৪৭০ টি	৩৯৬.৯০	১৮৬.৮৬	৭৪৪০ সংখ্যা	৯০.০০	৪৫০০ সংখ্যা	৮৯.৭৬	৪৫০০ সংখ্যা
৪১	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কৃষক)	১২৮টি	২৮৮.০০	৭৮.৭৫	৩৫ সংখ্যা	১৪৪.০০	৫০ সংখ্যা	১১২.৫০	৫০ সংখ্যা
উপমোট ট্রেনিং ও মাঠ দিবস			৫৫৮৬.৮৩	২৯০৪.১৩		১২১৭.৮৬		১১৪৭.১৩	
৪২	স্থানীয় ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৮০.০০	৩৩.৯০		১৭.০০		৮.৪৩	
৪৩	গ্যাস ও জ্বালানি	থোক	৫০.০০	৪২.০০		৫.০০		০.০০	
৪৪	পেট্রোল, তেল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	১০০.০০	৭.১৩		৩০.০০		১৫.০৯	
৪৫	বীজ উৎপাদন ব্লক								
৪৬	মুসুর	৫৫০০টি	৭১৯.৭৫	৩৯০.৭৫	৩০০০ সংখ্যা	১৬৪.৫০	১২৫০ সংখ্যা	১৪৫.৭৫	
৪৭	মুগ	৫৪০০টি	৭১৮.২০	৩৯৬.৮৪	৩০০০ সংখ্যা	১৫৯.৬০	১২০০ সংখ্যা	১৪৩.৭৫	
৪৮	মাসকালাই	২২৫০টি	২৩৪.৪০	১৩৬.৮৩	৭৫০ সংখ্যা	৭৮.২২	৭৫০ সংখ্যা	১১.২৫	
৪৯	খেসারী	৩০০০টি	৩২০.১০	১৬০.০৫	১৫০০ সংখ্যা	৮০.০২৫	৭৫০ সংখ্যা	৬৯.০০	
৫০	ফেলন	৯০০টি	৯৫.১৬৬	৩১.৮১	৩০০ সংখ্যা	৩১.৬৫	৩০০ সংখ্যা	২৭.০৪	
৫১	অড়হড়	৩৫টি	৩.৫৩	২.৫২	২৫ সংখ্যা	০.৫০৫	৫ সংখ্যা	০.৫	
৫২	সরিষা	১১৫০০ টি	১৫৭২.৭৭	৭১০.৩০	৫২০০ সংখ্যা	৪৩১.২৩৫	৩১৫০ সংখ্যা	৪২২.৭৩	
৫৩	তিল	২৯৫০টি	৪১৫.৪০	২৪৬.৬৭	১৭৫০ সংখ্যা	৮৪.৩৯	৬০০ সংখ্যা	৮২.৬৮	
৫৪	সয়াবিন	৮০০টি	১১৫.৭০	৭১.৭৮	৫০০ সংখ্যা	২১.৮৭	১৫০ সংখ্যা	১৮.৭৮	
৫৫	সূর্যমুখী	১৩০টি	১৯.৫৬৫	১৪.৯৪	১০০ সংখ্যা	২.৩১	১৫ সংখ্যা	২.১	

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ (সংখ্যা /ব্যাচ)	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	
				আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত (%)
৫৬	চীনাবাদাম	৫৫০টি	১০৭.৭৮৫	২৮.৮৫	১৫০ সংখ্যা	৩৯.১৭	২০০ সংখ্যা	২৮.৮	
৫৭	পেঁয়াজ	৭০০টি	৩৩৫.৭৫	১৪২.৯৬	৩০০ সংখ্যা	৯৬.৪০	২০০ সংখ্যা	২২.৪০	
৫৮	রসুন	৮০০টি	২৩৮.৮০	৭৯.৮০	৩০০ সংখ্যা	৭৯.৫০	২৫০ সংখ্যা	৭৯.৫	
৫৯	হলুদ	৩০০টি	১১৩.৩০	৫০.৬০	১০০ সংখ্যা	৩১.৩৫২	১০০ সংখ্যা	৩১.৩৫২	
৬০	মরিচ	২৫০টি	৪২.৮৪	৯.২১	৫০ সংখ্যা	১৬.৮১	১০০ সংখ্যা	১৬.৮১	
৬১	আদা	৩০০টি	২৭৯.১২৮	১৪৭.৯০	১০০ সংখ্যা	৬৫.৬১৪	১০০ সংখ্যা	৬৫.৬১৪	
৬২	ধনিয়া	৩০০টি	৩২.৯২	১৫.৭৪	১০০ সংখ্যা	৮.৫৯	১০০ সংখ্যা	৮.৫৬	
৬৩	কালোজিরা	২৫০টি	২৩.৭০	৭.৪০	৫০ সংখ্যা	৮.১৫	১০০ সংখ্যা	৭.৯৫	
৬৪	এনএআরএস কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন জাত	২৫৬টি	২০.৪১৬	১০.৪৩	১২৮ সংখ্যা	৫.১৫৩	৬৪ সংখ্যা	৪.০৩২	
উপমোট বীজ উৎপাদন ব্লক		৩৬১৭১ টি	৫৪০৯.২২	২৬৫৫.৩৮		১৪০৫.০৫		১১৮৮.৬০	
৬৫	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	৮০.০০	৩৬.৮১		২৫.০০		১৯.৭	
৬৬	সিল ও স্ট্যাম্প	থোক	১০০.০০	৫৩.১৯		২৫.০০		২৪.৯৫	
৬৭	অন্যান্য স্টেশনারি	থোক	২০০.০০	৪০.১৯		৮০.০০		৬৬.৩০	
৬৮	কনজ্যুমেবল স্টোর	থোক	২৫০.০০	৯৩.৬৫		৮০.০০		৬৭.২৩	
৬৯	সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ (কনসালটেন্সি)	থোক	১২০.০০	৬১.৪২		৩০.০০		২৫.০০	
৭০	বীজ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ (কনসালটেন্সি)	থোক	১২০.০০	৬০.০০		১৯.২৫		১৪.২৫	
উপমোট পণ্য ও সেবা			**১২৫১৯.৭৪**	**৬১৩৬.৩৫**		**৩০৫০.২৩**		**২৬৭৩.২৩**	
	মেরামত ও সংরক্ষণ								
৭১	মোটর যানবাহন	থোক	১০০.০০	৪.০০		৫০.০০		৫.০০	
৭২	অফিস আসবাবপত্র	থোক	৪০.০০			২০.০০		১০.০০	
৭৩	কম্পিউটার ও অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	৫০.০০	১.৯৯		২৫.০০		১৩.০০	
৭৪	অন্যান্য মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৩০.০০	১৫.০০		৮৩.৫০		৩০.০০	
৭৫	নন-রেসিডেনসিয়াল বিল্ডিং	থোক	২১৫.০০			১০০.০০		৩০.০০	
উপমোট মেরামত ও সংরক্ষণ			৫৩৫.০০	২০.৯৯		২৭৮.৫০		৮৮.০০	
মোট রাজস্ব			১৩৫২১.২৬	৬৩২৪.৭৮		৩৪৬৯.০০		২৮১০.১৬	
মূলধন									
৭৬	৪ ডাব্লিউ জিপ সিটি	১টি	৭০.৩০	৭০.৩০	১ সংখ্যা	০.০০		০.০০	

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	পরিমাণ (সংখ্যা /ব্যাচ)	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি	
				আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত (%)
	ভ্যাটসহ								
৭৭	ডবল কেবিন পিক-আপ	১টি	৫১.৮৮	৫১.৮৮	১ সংখ্যা	০.০০		০.০০	
৭৮	ডিজিটাল ক্যামেরা	৪টি	১.৮৬	১.৮৬	৪ সংখ্যা	০.০০		০.০০	
৭৯	বীজ সংরক্ষণ পাত্র ও যন্ত্রাদি	১৮০০০ টি	৬২৭.০০	২৫১.৮২	১৮০০০ সংখ্যা	৩৭৫.০০	৫০০ সেট	০.০০	
৮০	সিভ (চালুনী)	১৩৫০০ টি	১০৮.০০	১০৭.৪৬	১৩৫০০ সংখ্যা	০.০০		০.০০	
৮১	ওজন মেশিন	৪৫০০ টি	১৩৫.০০	১৩৪.৯১	৪৫০০ সংখ্যা	০.০০		০.০০	
৮২	ময়েশ্চার মিটার	২৭৩৯টি	১৩৩৭.৮৬	৫১৪.৯৬	১৪৭৩ সংখ্যা	২০৮.০০	৩২০ সংখ্যা	০.০০	
৮৩	সেলাই মেশিন	৪৫০০টি	১৩৫.০০	১৩৪.৯৬	৪৫০০ সংখ্যা	০.০০		০.০০	
৮৪	বীজ প্যাকেজিং ব্যাগ	৭১.৮৩ লক্ষ	১০৭৭.২৮	৫১৭.৯০	৩৪.৫৫ লক্ষ	২৭৯.৭৫	১৮.৬৪ লক্ষ	২৭৯.৪২	
৮৫	মৌ-বক্স এবং মধু এক্সট্রাক্টর	২০০০টি	৯৯৮.১১	৯৯৮.১১	২০০০ সংখ্যা	০.০০		০.০০	
৮৬	ডেস্কটপ, কম্পিউটার ও অন্যান্য	১০টি	৭.৯৯	৩.৯৯	৬ সংখ্যা	৪.০০		০.০০	
৮৭	ল্যাপটপ, স্ক্যানার ও অন্যান্য	১০টি	৫.৬৩	৫.৬৩	৬ সংখ্যা	০.০০		০.০০	
৮৮	ফটোকপিয়ার	৬টি	১০.৫০	৭.০০	৪ সংখ্যা	৩.৫০		০.০০	
৮৯	স্ক্রীনসহ মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর	৩০টি	২৯.৩৪	১.৩৪	২ সংখ্যা	০.০০		০.০০	
৯০	অফিস আসবাবপত্র	থোক	৪০.০০	২৩.৪৮		১০.০০		০.০০	
৯১	টেলিফোন সেট	৪টি	০.৪০	০.৩৯	৪ সংখ্যা	০.০০		০.০০	
৯২	এয়ারকুলার	৭টি	৬.৫৯	২.৮৪	৪ সংখ্যা	৩.২৫		০.০০	
উপমোট মূলধন			৪৬৪২.৭৪	২৮২৮.৮৩		৮৮৪.০০		২৭৯.৪২	
প্রাইজ কন্টিনজেন্সি			১৮০.০০	-	-	-	-	-	-
ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি			-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট			১৮৩৪৪.০০	৯১৫৩.৬১		৪৩৫৩.০০		৩০৮৯.৫৮	

তথ্যসূত্রঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (০২ মে, ২০২১)

প্রকল্পের শুরু হতে এপ্রিল ৩০, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতির তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ

বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী

প্রকল্পে ৩০ জুন, ২০২২ সালের মধ্যে ৩৬১৭১টি বীজ উৎপাদন ব্লক প্রতিষ্ঠা করার সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে ৩০ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত ২৯,৪২৭ টি বীজ উৎপাদন ব্লক হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ২৬,৭৮৪টি (৭৪.০৫%)। অর্থাৎ ৩০ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত কম হয়েছে ২,৬৪৩টি ব্লক (লেখচিত্র ১.১)। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এ সকল বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনীর ফসলওয়ারী স্থান নির্বাচন সঠিক ও যথাযথ ছিল এবং সকল এসএমইকে সমান গুরুত্ব দিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার চাহিদা অনুযায়ী ব্লক প্রদর্শনী করা হচ্ছে। জেলা ভিত্তিক ফসল বিন্যাস অনুসরণ করে আবাদযোগ্য পতিত জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও গুণগত-

লেখচিত্র ১.১ :বীজ উৎপাদন ব্লক প্রতিষ্ঠার লক্ষমাত্রা ও অগ্রগতি

মানের বীজ উৎপাদনের জন্য পৃথকীকরণ দূরত্ব মেনে চলার প্রবনতা লক্ষ্যণীয়। প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম হল ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪৫০০ বীজ উদ্যোক্তা তৈরি করা, রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা, যা শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

কৃষক প্রশিক্ষণ

উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন, ২০২২ সালের মধ্যে ৬০০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ-এর সংস্থান রয়েছে, যা সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী পুরুষ কৃষকের সংখ্যা ছিল ১৩৫০০ এবং মহিলা কৃষকের সংখ্যা ৪৫০০ জন (লেখচিত্র ১.২)। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এসব কৃষক প্রশিক্ষণ দ্বারা প্রকল্পের কাজের সাথে জড়িত কৃষকগণ উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা, নতুন কলাকৌশল বিষয়ের ধারণা অর্জন, মাঠের সমস্যা নিরিখে বাস্তব শিক্ষা লাভ করে প্রশিক্ষিত বীজ চাষী হিসেবে কাজ করতে পারছেন বলে জানা যায়।

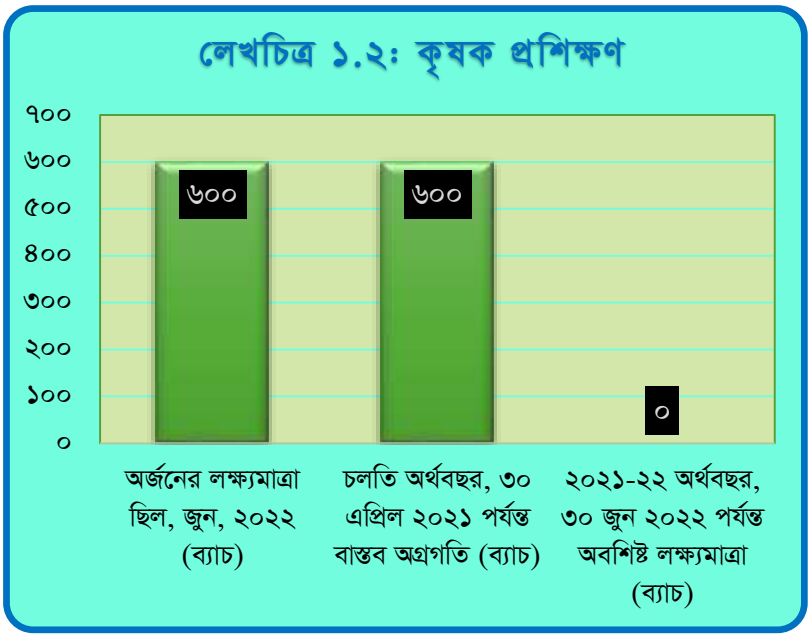

তবে উপর্যুক্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহকালে এটা প্রতীয়মান হয় যে, মৌসুম চলাকালীন সময়ে এসএমইদের ইউনিয়নভিত্তিক আরও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন যাতে মানসম্মত বীজ উৎপাদনে কৃষক আগ্রহ অধিক হারে বৃদ্ধি পায়; আধুনিক এবং উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পায়; বীজ উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি পায়। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় এসএমই কৃষকগণ বীজ উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে কৃষক মাঠ স্কুলের ন্যায় আরও সেশন পরিচালনা করার ব্যবস্থার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন এবং মহিলা কৃষকদেরকেও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত করতে অনুরোধ করেন।

কৃষক প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স কোর্স)

কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন, ২০২২ সালের মধ্যে ১৫০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স কোর্স) সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে ৩০ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত ১২২ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৭৫ ব্যাচ । (লেখচিত্র ১.৩)। এসব কৃষক প্রশিক্ষণের (রিফ্রেসার্স কোর্স) ফলে কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৭৫ ব্যাচ যা ২০২১-২২ অর্থবছর, অর্থাৎ জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, অবশিষ্ট কৃষক প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার কোর্স) সম্পন্ন হলে এসএমই কৃষকগণ সময়োপযোগী ইস্যু ভিত্তিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন বলে প্রত্যাশা করা যায়।

লেখচিত্র ১.৩: কৃষক প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স)

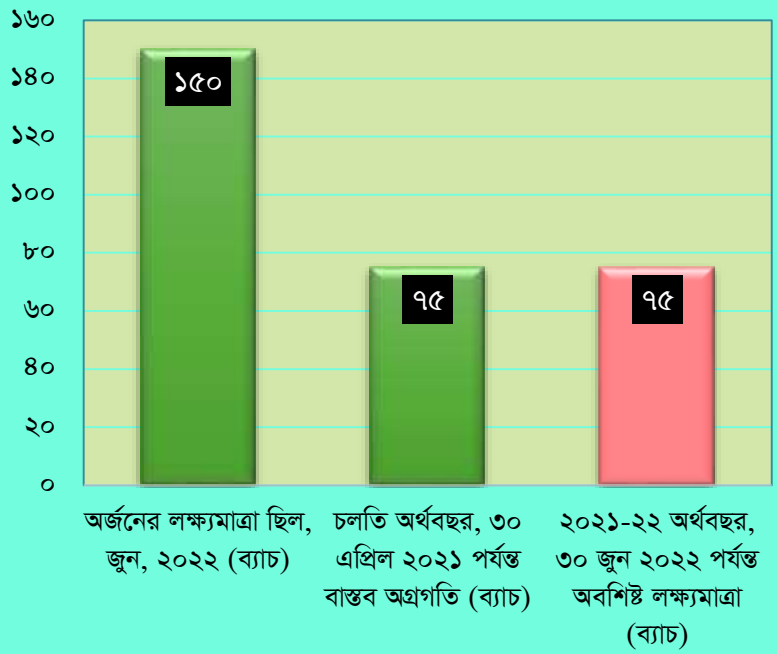

এসএএও প্রশিক্ষণ

সংশোধিত ডিপিপিতে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন, ২০২২ সালের মধ্যে ১৫০ ব্যাচ এএএও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে, যা ইতোমধ্যে শতভাগ অর্জিত হয়েছে (লেখচিত্র ১.৪)। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এসব এসএএও প্রশিক্ষণের ফলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ফলে কৃষি কর্মকর্তাগণ কৃষক পর্যায়ে নতুন কলাকৌশল বিষয়ে অধিকতর অবহিতকরণ, মাঠের সমস্যা নিরিখে বাস্তব শিক্ষা দান করতে পেরেছেন বলে জানা যায়।

লেখচিত্র ১.৪: এসএএও প্রশিক্ষণ

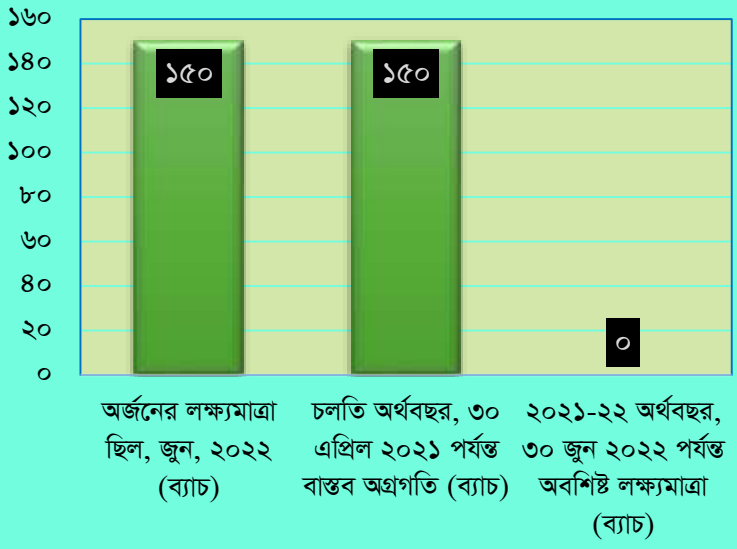

এসএএও প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স কোর্স)

কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন, ২০২২ সালের মধ্যে ১৫০ ব্যাচ এএএও প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স কোর্স) সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে ৩০ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত ১২২ ব্যাচ এসএএও প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৭৫ ব্যাচ। (লেখচিত্র ১.৫)। এসব এসএএও প্রশিক্ষণের (রিফ্রেসার্স কোর্স) ফলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৭৫ ব্যাচ যা ২০২১-২২ অর্থবছর, অর্থাৎ জুন ৩০, ২০২২ এর পূর্বেই সমাপ্ত করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, অবশিষ্ট এএএও প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স কোর্স) সম্পন্ন হলে এসএএও কর্মকর্তাগণ সময়োপযোগী ইস্যু ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

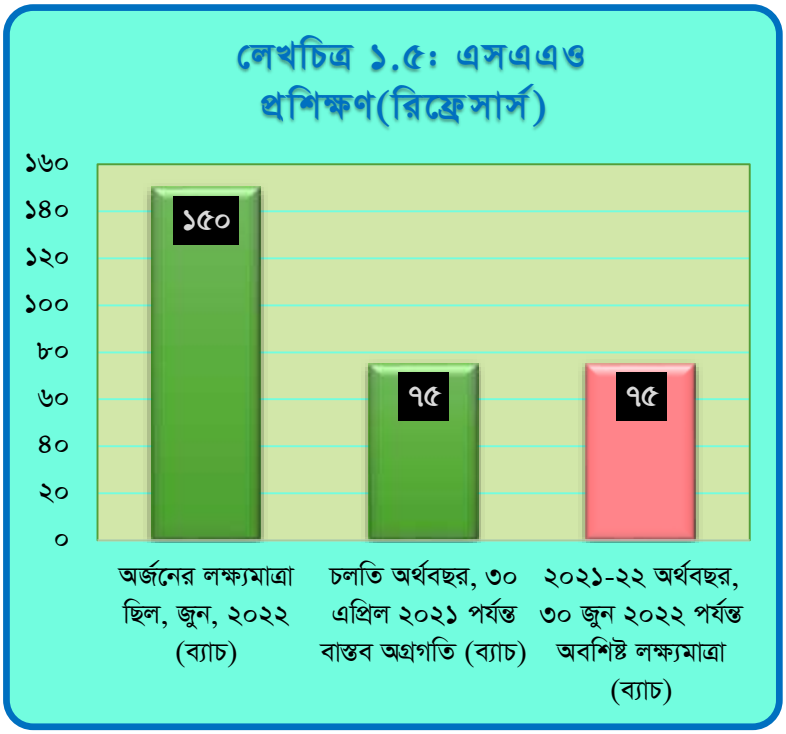

ডিএইর অফিসার প্রশিক্ষণ (টিওটি)

সংশোধিত ডিপিপিতে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন, ২০২২ সালের মধ্যে ৩০ ব্যাচ ডিএইর অফিসার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে, যা ইতোমধ্যে শতভাগ অর্জিত হয়েছে (লেখচিত্র ১.৬)। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এসব ডিএইর অফিসার প্রশিক্ষণের ফলে ডিএইর কর্মকর্তাদের নতুন কলাকৌশল বিষয়ের অবহিতকরণ, মাঠের সমস্যা নিরিখে বাস্তব শিক্ষা দান পদ্ধতি, সময়োপযোগী ইস্যু ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক ছিল বলে জানা যায়।

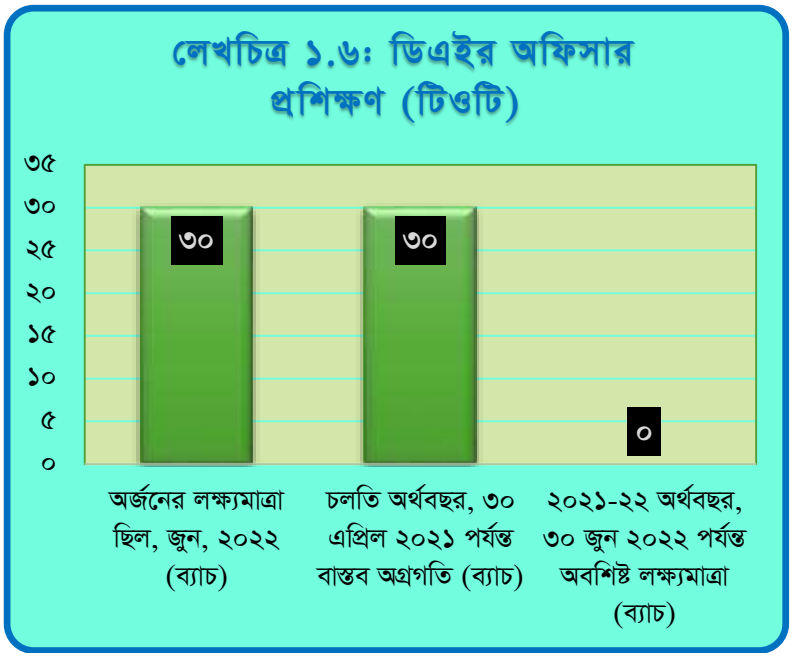

ডিএইর অফিসার প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স কোর্স)

কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন, ২০২২ সালের মধ্যে ৩০ ব্যাচ ডিএইর অফিসার প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার কোর্স) সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে ৩০ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত ২৪ ব্যাচ ডিএইর অফিসার প্রশিক্ষণ হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১২ ব্যাচ। (লেখচিত্র ১.৭)। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ১৮ ব্যাচ যা ২০২১-২২ অর্থবছর, অর্থাৎ জুন ৩০, ২০২২ এর পূর্বেই সমাপ্ত করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এসব ডিএইর অফিসার প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স কোর্স) সম্পন্ন হলে ডিএইর কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

লেখচিত্র ১.৭: ডিএইর অফিসার প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স)

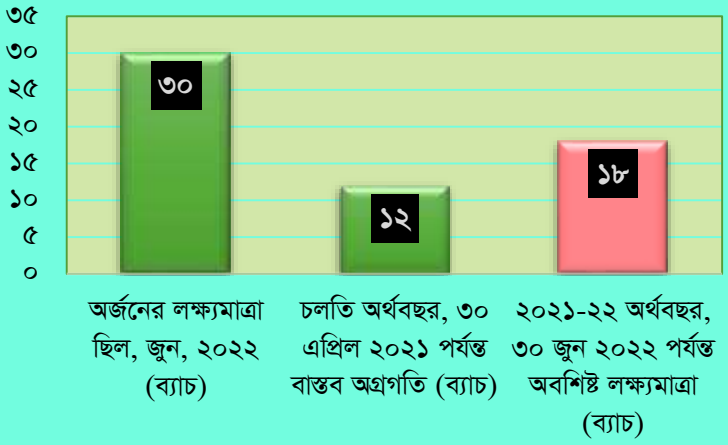

মৌপালনের উপর সার্টিফিকেট কোর্স

সংশোধিত ডিপিপিতে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন, ২০২২ সালের মধ্যে ২ ব্যাচ মৌপালনের উপর সার্টিফিকেট কোর্স সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে, যা ইতোমধ্যে শতভাগ অর্জিত হয়েছে (লেখচিত্র ১.৮)। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এসব মৌপালনের উপর সার্টিফিকেট কোর্সের ফলে এসএমই কৃষকগণের মৌ প্রতিপালন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটেছে এবং ফলস্বরূপ তেল জাতীয় বীজ উৎপাদন ১৫-২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে এসএমই কৃষকগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

লেখচিত্র ১.৮: মৌপালনের উপর সার্টিফিকেট কোর্স

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

সংশোধিত ডিপিপিতে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন, ২০২২ সালের মধ্যে ১০০ জন ডিএইর অফিসার প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে, ইতোমধ্যে এপ্রিল ৩০, ২০২১ পর্যন্ত পিআইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ ব্যাচ বা ৪০ জনের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে (লেখচিত্র ১.৯)। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৬০ জন। এই প্রশিক্ষণে টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল কর্মকর্তাগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। চীন ও ভিয়েতনামে ২ সপ্তাহ ব্যাপী "Best Practices for Production, Processing and Preservation of Quality Honey and Quality Seeds of Pulses, Oils and Spices at Farmers Level" শিরোনামে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের পর অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক ভ্রমণের পর অংশগ্রহণকারীগণ যে সুপারিশ প্রদান করেন তা হল ডাল, তেল, মসলা ও মধু উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কলা-কৌশল, মধু থেকে উৎপাদিত উপজাত দ্বারা বিভিন্ন -

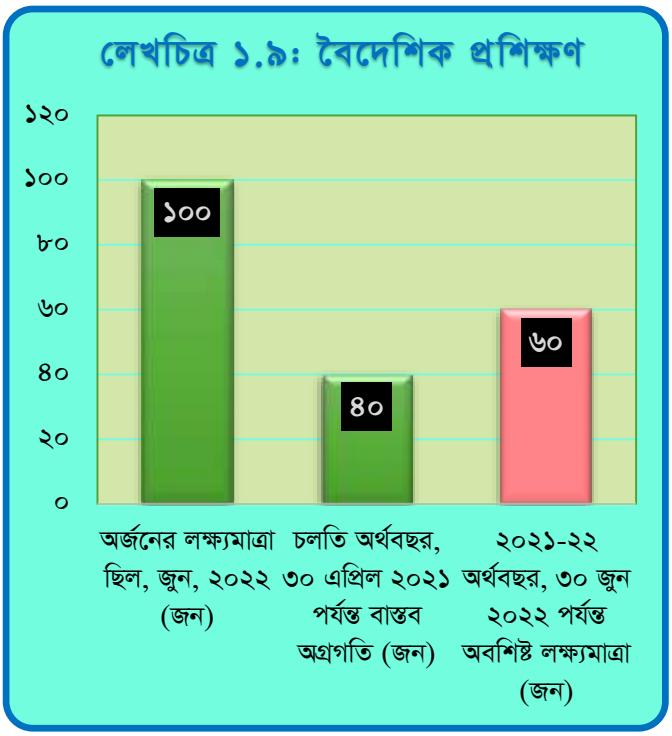

পণ্য বিশেষতঃ প্রসাধনী ও ঔষধ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। বৈশ্বিক কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জন্য নির্বাচিত ২০ জন কর্মকর্তার বৈদেশিক ভ্রমণ স্থগিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অবশিষ্ট বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হলে এবং কৃষির আধুনিক কলাকৌশল সরেজমিনে পরিদর্শন করা সম্ভব হলে ব্যবহারিক জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন

সংশোধিত ডিপিপিতে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় জুন ৩০, ২০২২ সালের মধ্যে ১৬,৫৫০টি মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে ৩০ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত ১৩,৪৬৪টি মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১১,৭০৬টি (৭০.৭৩%)। (লেখচিত্র ১.১০)। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৪৮৪৪টি যা ২০২১-২২ অর্থবছর, অর্থাৎ জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করা প্রয়োজন। মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশনের মাধ্যমে কৃষক ও সম্প্রসারণকর্মী সরেজমিনে উন্নতমানের বীজ এবং উৎপাদন প্রযুক্তির বিভিন্ন কলাকৌশল ও বাস্তবজ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন। উল্লেখ্য যে, অবশিষ্ট মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন যথাসময়ে সম্পন্ন হলে এসএমই কৃষকগণ ইস্যুভিত্তিক বিষয়ে আরও দক্ষতা অর্জন করবেন বলে প্রত্যাশা করা যায়।

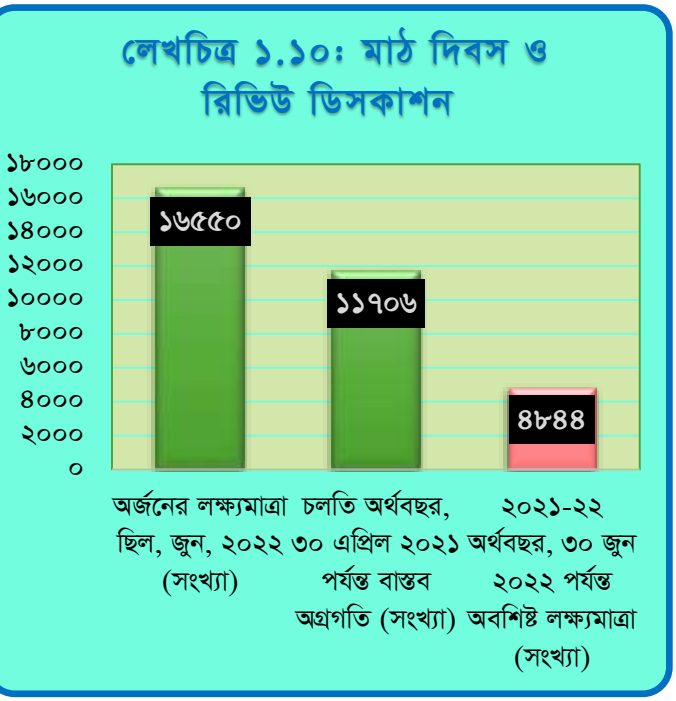

কৃষক পুরস্কার

কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় জুন ৩০, ২০২২ সালের মধ্যে ২৫৬টি কৃষক পুরস্কার প্রদানের সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে ৩০ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত ২০৮টি কৃষক পুরস্কার প্রদানের কথা থাকলেও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১২৮টি (৫০%) (লেখচিত্র ১.১১)। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ১২৮টি যা ২০২১-২২ অর্থবছর, অর্থাৎ জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, অবশিষ্ট কৃষক পুরস্কারসমূহ বিতরণ সম্পন্ন হলে এসএমই কৃষকগণ উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনে অধিকতর মোটিভেশন পাবেন বলে প্রত্যাশা করা যায়।

লেখচিত্র ১.১১: কৃষক পুরস্কার

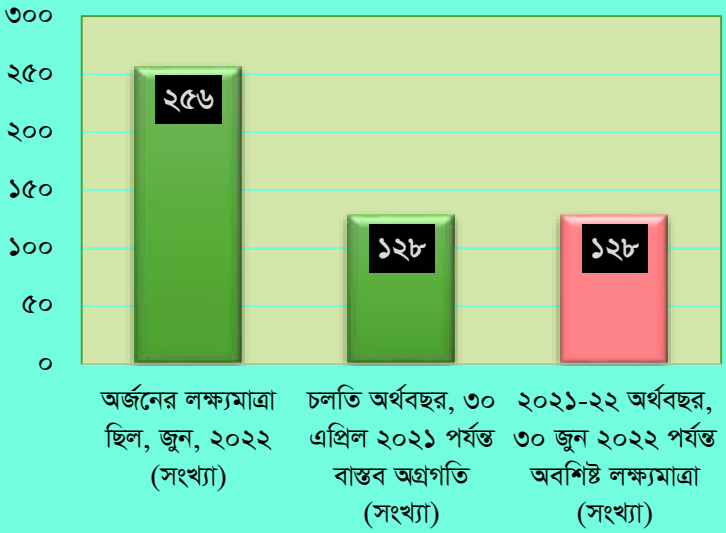

এসসিএ কর্তৃক বীজ প্রত্যয়ন

সংশোধিত ডিডিপিতে প্রকল্পের আওতায় জুন ৩০, ২০২২ সালের মধ্যে ১৬৪৭০টি এসসিএ (Seed Certification Agency) কর্তৃক বীজ প্রত্যয়ন সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে ৩০ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত ১৩,৩৯৯টি বীজ প্রত্যয়ন সম্পন্নের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১১৯৪০টি। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৪৫৩০টি যা ২০২১-২২ অর্থবছর, অর্থাৎ জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করা প্রয়োজন (লেখচিত্র ১.১২)। এসসিএ হলো কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত বীজের গুণগতমান যাচাইকারী এবং বীজের মান উৎকর্ষতা নিরূপনকারী, বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ বা সার্টিফিকেট প্রদানকারী, বীজ আইন ও বিধিমালা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণকারী একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান।

লেখচিত্র ১.১২: এসসিএ কর্তৃক বীজ প্রত্যয়ন

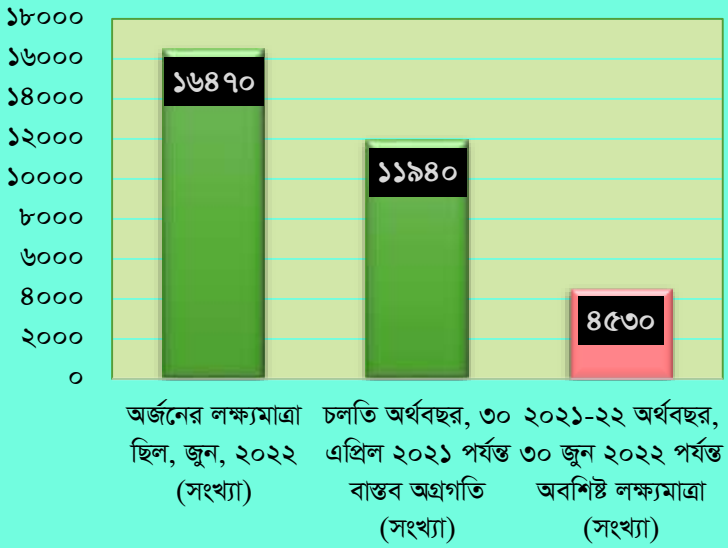

সুতরাং প্রকল্পের আওতায় এসএমই কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলার বীজে এসসিএ কর্তৃক বীজ প্রত্যয়ন বিষয়ক সরকারি সার্টিফিকেট এবং উপযুক্ত ট্যাগ ও ব্যাগ থাকায় সাধারণ চাষী বীজ ক্রয় ও ব্যবহারে আস্থা পাচ্ছে এবং ২০ শতাংশ বেশি ফলন পাচ্ছে বলে জানা যায়।

উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কৃষক)

সংশোধিত ডিপিপিতে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় জুন ৩০, ২০২২ সালের মধ্যে ১২৮টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কৃষক) সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে, ইতোমধ্যে এপ্রিল ৩০, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৮৫টি। উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে যোগদানকারী পুরুষ কৃষকের সংখ্যা ছিল ২০০০ জন, মহিলা কৃষকের সংখ্যা ৫০ জন এবং কর্মকর্তা ছিলেন ৪২৫ জন। উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে ডাল, তেল মসলা ফসলের নতুন জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে ধারণা অর্জন করেন। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৪৩টি যা ২০২১-২২ অর্থবছর, অর্থাৎ জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করা প্রয়োজন (লেখচিত্র ১.১৩)।

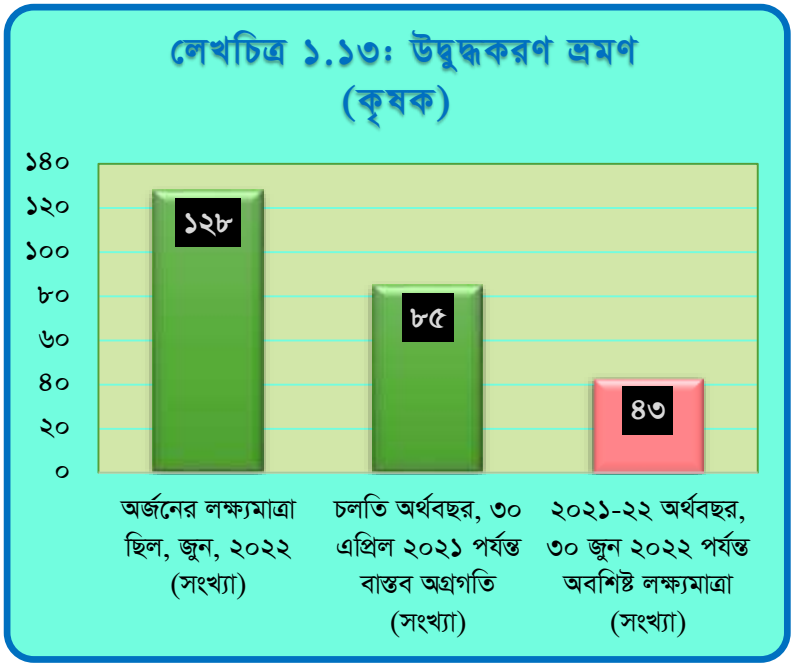

এসব উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ফলে সফল কৃষকের খামার, বীজ ও প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র পরিদর্শনের মাধ্যমে এসএমই কৃষকের ব্যবহারিক জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মশালা আয়োজন (জাতীয়)

চলমান প্রকল্পের আওতায় জুন ৩০, ২০২২ সালের মধ্যে ৬টি কর্মশালা আয়োজন (জাতীয়) করার সংস্থান রয়েছে, ইতোমধ্যে এপ্রিল ৩০, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৩টি। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৩টি যা ২০২১-২২ অর্থবছর, অর্থাৎ জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করা প্রয়োজন (লেখচিত্র ১.১৪)। রিসার্চ এক্সটেনশন লিংকেজ এর জন্য কর্মশালায় প্রকল্পভূক্ত ডিএই কর্মকর্তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এসব জাতীয় কর্মশালা আয়োজন কালীন সময়ে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান সমস্যা, প্রভাব, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণপন্থা নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে বলে জানা যায়।

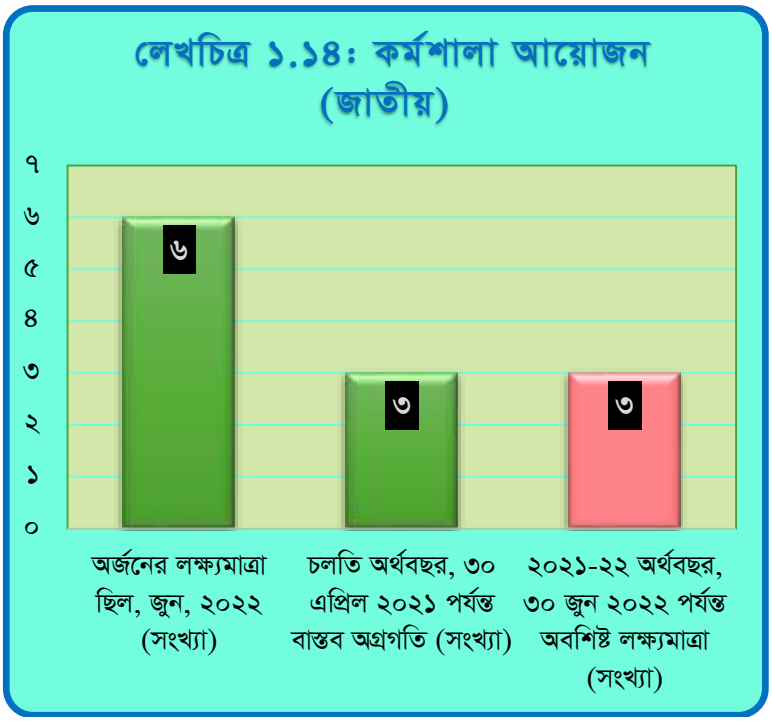

কর্মশালা আয়োজন (আঞ্চলিক)

কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় জুন ৩০, ২০২২ সালের মধ্যে ৭০টি কর্মশালা আয়োজন (আঞ্চলিক) সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে, ইতোমধ্যে এপ্রিল ৩০, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৪২টি। যা অত্যন্ত ফলপ্রসু ছিল বলে জানা যায়। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ২৮টি যা ২০২১-২২ অর্থবছর, অর্থাৎ জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করা অতীব প্রয়োজন (লেখচিত্র ১.১৫)। উল্লেখ্য যে, এসব কর্মশালা আয়োজন (আঞ্চলিক) কালীন সময়ে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনার মাঠ পর্যায় কেন্দ্রিক নানাবিধ সমস্যা, প্রভাব, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণপন্থা নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে বলে জানা যায়।

লেখচিত্র ১.১৫: কর্মশালা আয়োজন (আঞ্চলিক)

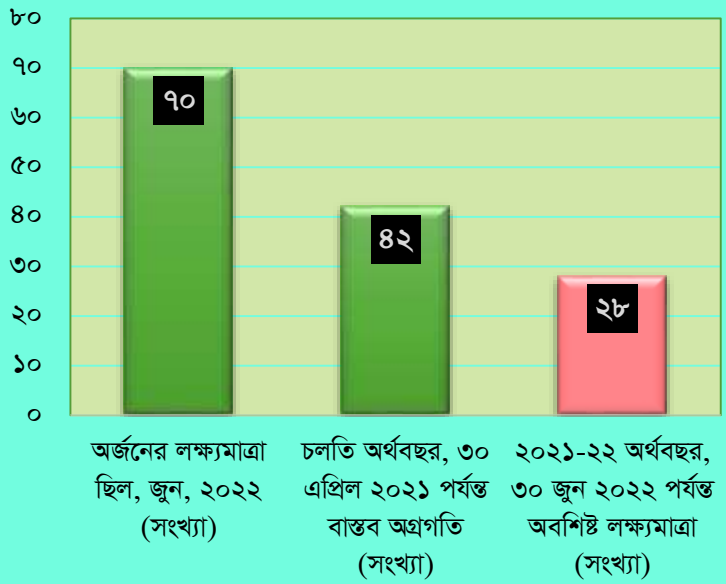

মেনটরিং ও ফলোআপ বিশ্লেষণ

লেখচিত্র ১.১৫ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় জুন ৩০, ২০২২ সালের মধ্যে ১৯২টি মেনটরিং ও ফলোআপ বিশ্লেষণ সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে, ইতোমধ্যে এপ্রিল ৩০, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১২৮টি। যা যথেষ্ঠ সহায়ক ছিল। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৬৪টি যা ২০২১-২২ অর্থবছর, অর্থাৎ জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, এসব মেনটরিং ও ফলোআপ বিশ্লেষণ ফলে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে আহরিত সমস্যাগুলোর সমাধান করা যাচ্ছে।

লেখচিত্র ১.১৬: মেনটরিং ও ফলোআপ বিশ্লেষণ

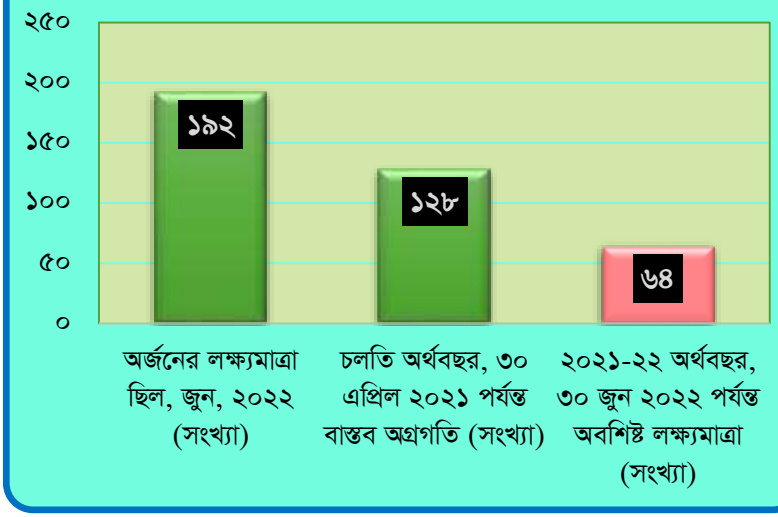

মৌ বক্স এবং মধু এক্সটাক্টর

লেখচিত্র ১.১৭ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় জুন ৩০, ২০২২ সালের মধ্যে ২০০০টি মৌ বক্স এবং মধু এক্সটাক্টর বিতরণ করার সংস্থান রয়েছে, যা মানসম্মত ছিল এবং সন্তোষজনকভাবে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এসব মৌ বক্স এবং মধু এক্সটাক্টর ব্যবহারের ফলে পর্যাপ্ত পরাগায়নের সহায়ক হয়েছে এবং এসএমই কৃষকগণ প্রায় ২০% অধিক উন্নত বীজ উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন এবং মধু বিক্রয়ের মাধ্যমে পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

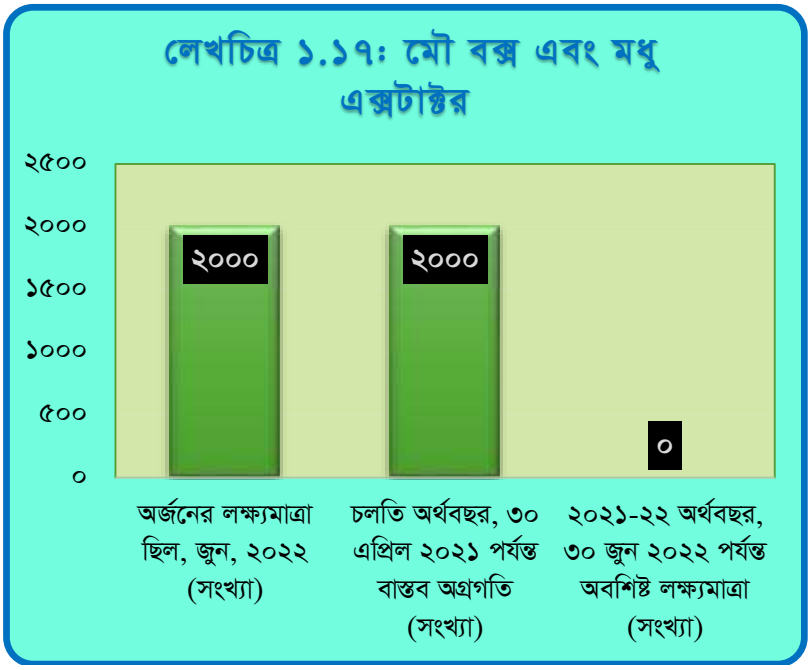

ময়েশ্চার মিটার

প্রকল্পের আওতায় জুন ৩০, ২০২২ সালের মধ্যে ২৭২৯টি ময়েশ্চার মিটার উপজেলা পর্যায়ে কৃষি অফিসের জন্য বিতরণ সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে, ইতোমধ্যে এপ্রিল ৩০, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১৪৭৩টি (লেখচিত্র ১.১৮)। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ১২৬৬টি যা ২০২১-২২ অর্থবছর, অর্থাৎ জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে কৃষি অফিসের জন্য বিতরণ সমাপ্ত করতে হবে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এ সকল ময়েশ্চার মিটার (Grain Moisture Meter, Model: GMM mini, Brand: DRAMINISKI, Country of Origin: Poland) বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজের আদ্রতা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

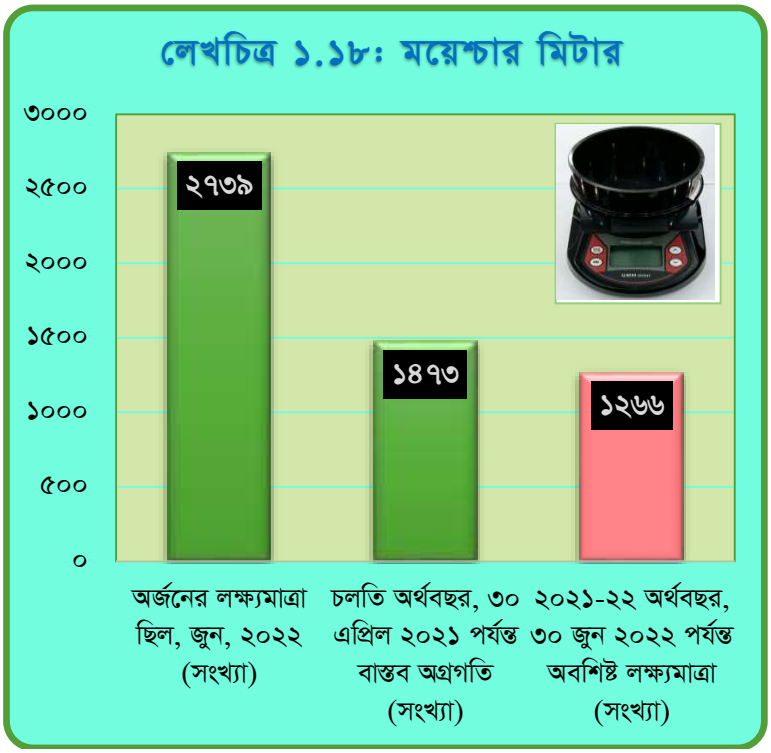

অনেক সফল এসএসই কৃষক এই ধরনের আদ্রতা পরিমাপক যন্ত্র প্রাপ্তির জন্য তথ্য সংগ্রকারীদের নিকট আবেদন রেখেছেন।

বীজ প্যাকেজিং ব্যাগ

উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা উন্নতমানের বীজ উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় জুন ৩০, ২০২২ সালের মধ্যে ৭১.৮৩ লক্ষ বীজ প্যাকেজিং ব্যাগ এসএমই কৃষকের জন্য বিতরণ সম্পন্ন করার সংস্থান রয়েছে, ইতোমধ্যে এপ্রিল ৩০, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৫২.৬৯ লক্ষ (লেখচিত্র ১.১৯)। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে-

১৮.১৪ লক্ষ, যা ২০২১-২২ অর্থবছর, অর্থাৎ জুন ৩০, ২০২২ এর মধ্যে এসএমই কৃষকের জন্য বিতরণ সমাপ্ত প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, এসব প্যাকেজিং ব্যাগসমূহ কৃষক পর্যায়ে এসএমই বীজ ব্যবসায়ী উদ্যোক্তগণ বীজ বাজারজাতকরণের জন্য ব্যবহার করছেন। তবে কিছু কিছু বীজ উদ্যোক্তা এও বলেন যে প্যাকেজিং ব্যাগ-এর মান বাজারে প্রচলিত অন্যান্য বীজ ব্যাগের মানের সাথে তুলনা করে উন্নত করা প্রয়োজন।

লেখচিত্র ১.১৯: বীজ প্যাকেজিং ব্যাগ

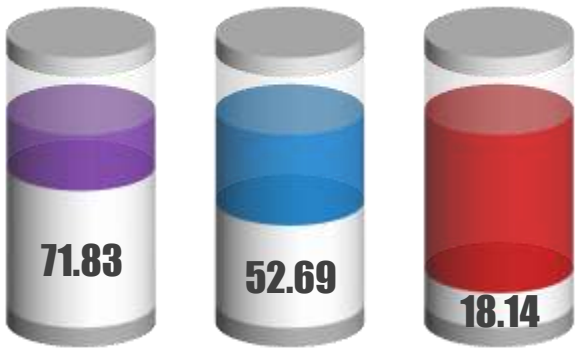

সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায়, উপর্যুক্ত কম্পোনেন্ট অনুয়ায়ী প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও অগ্রগতি সন্তোষজনক এবং কার্যক্রমে ইতিবাচক প্রবনতা লক্ষ্যণীয়। অর্থাৎ প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি এপ্রিল ৩০, ২০২১ পর্যন্ত ৭৮.৬৭ শতাংশ হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৭০.৯৮ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ৭.৬৯ শতাংশ কম হয়েছে (লেখচিত্র ১.২০)।

লেখচিত্র ১.২০: প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি, এপ্রিল ৩০, ২০২১ পর্যন্ত

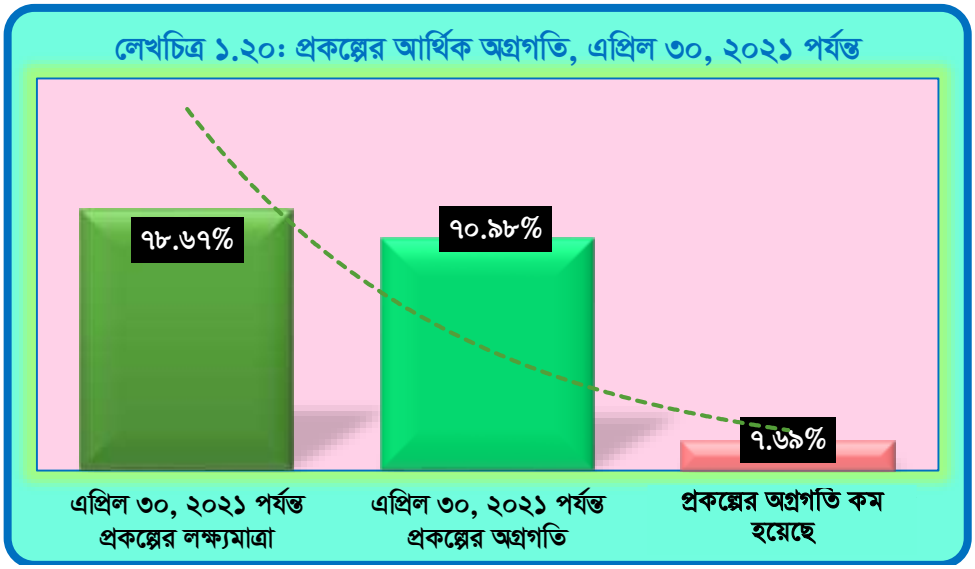

৩.৩ প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও কর্ম-পরিকল্পনা, অগ্রগতি ও ক্রয়-পরিকল্পনা পর্যালোচনা

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কর্ম-পরিধি (ToR) এর অন্যতম হলো প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা, পিপিএ (PPA)-২০০৬ এবং পিপিআর (PPR)-২০০৮ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।

৩.৪ নমুনা চুক্তিসমূহ যাচাই এবং পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্যাদি

''কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) - শীর্ষক চলমান প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য ভৌত কাজসমূহ হলো- (ক) ৪ ডব্লিউডি জীপ ১টি (খ) ডবল পিক আপ (সিডি ভ্যাটসহ) ১টি (গ) ডিজিটাল ক্যামেরা ৪টি (ঘ) বীজপাত্র ১৮০০০টি; (ঙ) সীভ (চালুনী) ১৩৫০০টি; (চ) মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর ২০০০টি; (ছ) ময়েশ্চার মিটার ২৭৩৯টি; (জ) ওজন পরিমাপক ৪৫০০টি; (ঝ) সিলিং মেশিন ৪৫০০টি; (ঞ) বীজ প্যাকেজিং ব্যাগ ৩৪.৫৫ লক্ষ ক্রয় সম্পন্ন করা হয়। উক্ত ভৌত কাজের মধ্যে দৈব্যচয়ন প্রক্রিয়ায় ৬টি কাজকে নির্বাচন করা হয়। উক্ত কাজের সার্বিক ক্রয় কার্যক্রম নিচের অনুচ্ছেদসমূহে পর্যালোচনা করা হলোঃ

টেবিল ৩.৩. প্রকল্পের আওতাধীন ক্রয় প্রক্রিয়ার তথ্যাদি

ক্রমিক নং	ক্রয় বিবরণ (পণ্য / কার্য / পরামর্শ সেবা) দরপত্র ডকুমেন্ট অনুযায়ী	দরপত্র / প্রস্তাবনা খরচ (লক্ষ টাকা)		দরপত্র /প্রস্তাবনা তারিখ		সার্ভিস সমাপ্তি এবং পণ্য সরবরাহের তারিখ		মন্তব্য
১	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ ইং অর্থ বছরে ২০০০ টি মৌবক্স, এক্সট্রাক্টর ও এক্সেসরিজ ক্রয় (টেন্ডার প্যাকেজ নং জিডি-১০, ১২.০১.০০০০.০১৮.০৭.০২০.১৭.৬০, তাং-১১/১২/২০১৭)	১০০.০০	৯৯.৮১০	১৫/০১/২০১৮	১৫/০১/২০১৮	২১/০১/২০১৮	১০/০১/২০২১	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী সরবরাহ করে
২	প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ ইং অর্থ বছরে ১৪৭৩ টি ময়েশ্চার মিটার ক্রয় (টেন্ডার প্যাকেজ নং জিডি-৭, ১২.০১.০০০০.০১৮.০৭.০২০.১৭.৬১)	৫১৫.৫৫	৫১.,৯৫	২৭/১২/২০১৭	১১/০১/২০১৮	১৪/০১/২০১৮	১৪/০১/২০২১	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ সরবরাহ করে
৩	প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ ইং অর্থ বছরে ১টি Double Cabin Pick-up ক্রয় (টেন্ডার প্যাকেজ নং জিডি-০২, ১২.০১.০০০০.০১৮.০৭.০২০.১৭.৬০)	৬০০.০০	৫১৮.৭৯৬	০৩/০১/২০১৮	১৪/০১/২০১৮	১৫/০১/২০১৮	০৬//০৬/২০১৮	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সরবরাহ করে
৪	প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ ইং অর্থ বছরে ১টি 4WD Jeep ক্রয় (টেন্ডার প্যাকেজ নং জিডি-১, ১২.০১.০০০০.০১৮.২৬.০০৫.১৭.১৯)	৭৫.০০০	৭০.৩০০	২১/১১/২০১৭	১৭/১২/২০১৭	১৪/০১/২০১৮	১৬/০১/২০১৮	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সরবরাহ করে
৫	প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ ইং অর্থ বছরে ৪৫০০টি ওজন মেশিন ক্রয় (টেন্ডার প্যাকেজ নং জিডি-৬, ১২.০১.০০০০.০১৮.০৭.১০৬.১৮.১১৫০)	১৩৫.০০	১৩৪.৯১	২৫/০২/২০১৯	১২/০৩/২০১৯	০৫/০৫/২০২০	-	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ সরবরাহ করে
৬	প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ ইং অর্থ বছরে ১৩,৫০০ টি বীজ চালুনী ক্রয় (টেন্ডার প্যাকেজ নং জিডি-, ১২.০১.০০০০।০১৮.০৭.১১০.১৯.১২৬৮)	১০.৭৪৬	১০.৭৪৬	০৩/০৫/২০১৯	০৫/০৫/২০১৯	০৮/০৫/২০১৯	০৯/০৬/২০১৯	সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সরকার অনুমোদিত পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে তালিকানুযায়ী জেলাসমূহে পৌঁছে দেন।

তথ্যসূত্র: প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্যাকেজের ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা

কাজের নাম: ‘‘কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ ইং অর্থ বছরে ২০০০ টি মৌবক্স, এক্সট্রাক্টর ও এক্সেসরিজ ক্রয় (টেন্ডার প্যাকেজ নং জিডি-১০, ১২.০১.০০০০.০১৮.০৭.০২০.১৭.৬০, তাং-১১/১২/২০১৭)

প্রকল্পের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২০১৭-১৮ ইং অর্থ বছরের জন্য ২০০০ টি মৌবক্স, এক্সট্রাক্টর ও এক্সেসরিজ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) অনুসরণ করে ক্রয় করা হয়। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয় করার পূর্বে ডিপিপি’র নির্দেশনার আলোকে ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত পণ্য HOPE (DG,DAE) কর্তৃক অনুমোদতি হয়েছে। ডিপিপির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষ করা হয়েছিল গত ০৩-০১-২০১৮ ইং তারিখে। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় ব্যবহারের জন্য ২০০০টি মৌ-বক্স, মধু এক্সট্রাক্টর এবং এক্সেসরিজ ক্রয়ের লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৭৬ (ছ) বিধিমালা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাথে গত ২১-০১-২০১৮ ইং তারিখে চুক্তি হয়। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ১,০০,০০,০০০.০০ টাকা। যার চুক্তি মূল্য ছিল ৯,৯৮,১০,০০০.০০ টাকা। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ছিল ১৫-০১-২০১৮ ইং এবং কার্যাদেশ সমাপ্তের তারিখ ছিল ১৫-০৫-২০১৮ইং। চুক্তি মোতাবেক প্রকল্পভুক্ত ৬৪ জেলায় উপকরণাদি পৌঁছনো সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কাজটি সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত মর্মে প্রত্যয়নের তারিখ ছিল গত ১০-০১-২০২১ইং। ঠিকাদার কর্তৃক চুড়ান্ত দাখিলকৃত বিল এর পরিমাণ ৯,৯৮,১০,০০০.০০ টাকা। যার ৭.৫% হারে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন (অর্থাৎ ৭.৫% হারে আয়কর এবং ৭% ভ্যাট) করা হয়েছিল। পণ্যের মান ডিপিপির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক ছিল। ক্রয়কৃত পণ্যের ওয়ারেন্টি ছিল ১ বছর।

কাজের নাম: ‘‘কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ ইং অর্থ বছরে ১৪৭৩ টি ময়েশ্চার মিটার ক্রয় (টেন্ডার প্যাকেজ নং জিডি-৭, ১২.০১.০০০০.০১৮.০৭.০২০.১৭.৬১)

প্রকল্পের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২০১৭-১৮ ইং অর্থ বছরের জন্য ১৪৭৩ টি ময়েশ্চার মিটার সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) অনুসরণ করে ক্রয় করা হয়। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয় করার পূর্বে ডিপিপি’র নির্দেশনার আলোকে ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত পণ্য HOPE (DG,DAE) কর্তৃক অনুমোদতি হয়েছে। ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত পণ্যের দরপত্র সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা নাথাকায় প্রকাশ করা হয়নি। দরপত্র মূল্যায়ন যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষ করা হয়েছিল গত ২৭-১২-২০১৭ ইং তারিখে। দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিল গত ১১-০১-২০১৮ ইং তারিখে। ডিপিপির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ ডিপিপির স্পেসিফিকেশন ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সকল উপজেলা কৃষি অফিসে ব্যবহারের জন্য ১৪৭৩ টি ময়েশ্চার মিটার (Moisture Meter) ক্রয়ের লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৭৬ (ছ) বিধিমালা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাথে গত ১৪-০১-২০১৮ ইং তারিখে চুক্তি হয়। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৫,১৫,৫৫,০০০.০০ টাকা। যার চুক্তি মূল্য ছিল ৫,১৪,৯৫,০৮০.০০ টাকা। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ছিল ১৪-০১-২০১৮ ইং এবং কার্যাদেশ সমাপ্তের তারিখ ছিল ১৪-০৫-২০১৮ইং। চুক্তি মোতাবেক প্রকল্পভুক্ত ৬৪ জেলায় উপকরণাদি পৌঁছনো সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কাজটি সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত মর্মে প্রত্যয়নের তারিখ ছিল গত ১০-০১-২০২১ইং। ঠিকাদার কর্তৃক চুড়ান্ত দাখিলকৃত বিল এর পরিমাণ ৫,১৮,৯৫,০৮০.০০ টাকা। যার ৭.৫% হারে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন (অর্থাৎ ৭.৫% হারে আয়কর এবং ৭% ভ্যাট) করা হয়েছিল এবং যা সংশোধিত ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ ও সময় অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। ক্রয়কৃত পণ্যের ওয়ারেন্টি ছিল ১ বছর এবং পণ্যের মান ডিপিপির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক ছিল।

কাজের নাম: ‘‘কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ ইং অর্থ বছরে ১টি Double Cabin Pick-up ক্রয় (টেন্ডার প্যাকেজ নং জিডি-০২, ১২.০১.০০০০.০১৮.০৭.০২০.১৭.৬০)

প্রকল্পের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২০১৭-১৮ ইং অর্থ বছরের জন্য ১টি Double Cabin Pick-up সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) অনুসরণ করে ক্রয় করা হয়। যা সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় নাই। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয় করার পূর্বে ডিপিপি’র নির্দেশনার আলোকে ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত পণ্য HOPE (DG,DAE) কর্তৃক অনুমোদতি হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি হতে ১ (এক) জন সদস্য দরপত্র উন্মুক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে অত্র দপ্তরের বহির্সদস্য হতে ২ (দুই) জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দরপত্র মূল্যায়ন শেষ করা হয়েছিল গত ০৩-০১-২০১৮ ইং তারিখে। দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিল গত ১৪-০১-২০১৮ ইং তারিখে। ডাল, তেল ও মসলার বীজ সরবরাহের কাজে ব্যবহারের জন্য হাইলাক্স ডাবল কেবিন পিক আপ (ক্যারিয়ারসহ) ক্রয়ের লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৭৬ (ছ) বিধিমালা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর সাথে গত ১৫-০১-২০১৮ ইং তারিখে চুক্তি হয়। অর্থাৎ

ডিপিপির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ৬০,০০,০০০.০০ টাকা। যার চুক্তি মূল্য ছিল ৫১,৮৭,৯৬৫.০০ টাকা। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ছিল ১৫-০১-২০১৮ ইং এবং কার্যাদেশ সমাপ্তের তারিখ ছিল ২৩-০১-২০১৮ইং। চুক্তি মোতাবেক প্রকল্পভুক্ত ৬৪ জেলায় উপকরণাদি পৌঁছনো সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কাজটি সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত মর্মে প্রত্যয়নের তারিখ ছিল গত ০৬-০৬-২০১৮ইং। ঠিকাদার কর্তৃক চুড়ান্ত দাখিলকৃত বিল এর পরিমাণ ৫১,৮৭,৯৬৫.০০ টাকা। যার ৬,৭৬,৬৯১.০০ টাকা আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হয়েছিল। ক্রয়কৃত পণ্যের ওয়ারেন্টি ছিল ১ বছর এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল।

কাজের নাম: ‘‘কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ ইং অর্থ বছরে ১টি 4WD Jeep ক্রয় (টেন্ডার প্যাকেজ নং জিডি-১, ১২.০১.০০০০.০১৮.২৬.০০৫.১৭.১৯)

প্রকল্পের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২০১৭-১৮ ইং অর্থ বছরের জন্য ১টি 4WD Jeep সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) অনুসরণ করে ক্রয় করা হয়। যা সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় নাই। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয় করার পূর্বে ডিপিপি’র নির্দেশনার আলোকে ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত পণ্য HOPE (DG,DAE) কর্তৃক অনুমোদতি হয়েছে। দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি ৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় এবং দরপত্র উন্মুক্ত করণের সময় ৩ (তিন) জন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। দরপত্র মূল্যায়ন শেষ করা হয়েছিল গত ২১-১১-২০১৭ ইং তারিখে। দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিল গত ১৭-১২-২০১৭ ইং তারিখে । 4WD Jeep ক্রয়ের লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৭৬ (ছ) বিধিমালা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর সাথে গত ২০-১২-২০১৭ ইং তারিখে চুক্তি হয়। অর্থাৎ ডিপিপির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ৭৫,০০,০০০.০০ টাকা। যার চুক্তি মূল্য ছিল ৭০,৩০,০০০.০০ টাকা। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ছিল ২৪-১২-২০১৭ ইং এবং কার্যাদেশ সমাপ্তের তারিখ ছিল ১৪-০১-২০১৮ইং। প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কাজটি সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত মর্মে প্রত্যয়নের তারিখ ছিল গত ১৬-০১-২০১৮ইং। ঠিকাদার কর্তৃক চুড়ান্ত দাখিলকৃত বিল এর পরিমাণ ৭০,৩০,০০০.০০ টাকা। যার ৯,১৬,৯৫৭.০০ টাকা আয়কর ও ভ্যাট কর্তন (অর্থাৎ ৭.৫% হারে আয়কর এবং ৭% ভ্যাট) করা হয়েছিল এবং যা সংশোধিত ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ ও সময় অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। ক্রয়কৃত পণ্যের ওয়ারেন্টি ছিল ১ বছর এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল।

কাজের নাম: ‘‘কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ ইং অর্থ বছরে ৪৫০০টি ওজন মেশিন ক্রয় (টেন্ডার প্যাকেজ নং জিডি-৬, ১২.০১.০০০০.০১৮.০৭.১০৬.১৮.১১৫০)

প্রকল্পের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২০১৭-১৮ ইং অর্থ বছরে জন্য ৪৫০০টি ওজন মেশিন সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) অনুসরণ করে ক্রয় করা হয়। যা সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় নাই। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ক্রয় করার পূর্বে ডিপিপি’র নির্দেশনার আলোকে ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত পণ্য HOPE (DG,DAE) কর্তৃক অনুমোদতি হয়েছে। দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি ৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় এবং দরপত্র উন্মুক্ত করণের সময় ৩ (তিন) জন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। দরপত্র মূল্যায়ন শেষ করা হয়েছিল গত ২৫-০২-২০১৯ ইং তারিখে। দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিল গত ১২-০৩-২০১৯ ইং তারিখে। অর্থাৎ ডিপিপির স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ওজন মেশিন ক্রয়ের লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৭৬ (ছ) বিধিমালা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাথে গত ৩১-০৩-২০১৯ ইং তারিখে চুক্তি হয়। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ১,৩৫,০০,০০০.০০ টাকা। যার চুক্তি মূল্য ছিল ১,৩৪,৯১,০০০.০০ টাকা। গত ০৫-০৫-২০২০ইং তারিখে ঠিকাদার কর্তৃক চুড়ান্ত দাখিলকৃত বিল এর পরিমাণ ১,৩৪,৯১,০০০.০০ টাকা। যার (ট্যাক্স ৬,৭৪,৫৫০.০০+ভ্যাট ১০১১৮২৫) মোট ১৬,৮৬,৩৭৫.০০ টাকা আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হয়েছিল। ক্রয়কৃত পণ্যের ওয়ারেন্টি ছিল ১ বছর এবং ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল।

উপরিউক্ত প্যাকেজগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করে প্যাকেজগুলোর দরপত্র আহবান করা হয়েছে, দরপত্র খোলা হয়েছে এবং মূল্যায়ন করা হয়েছে। ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত পণ্যের দরপত্র সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা নাথাকায় প্রকাশ করা হয়নি। কোন ক্ষেত্রে পিপিআরের কোন ব্যত্যয় হয়নি। দরপত্র আহবান থেকে মূল্যায়ন পরবর্তীতে ঠিকাদার নির্বাচন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই HOPE (DG, DAE) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। সুপারিশঃ প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি ক্রয়কৃত পণ্য ও মালামালের একটি ইনভেন্টরি তালিকা প্রস্তুত করে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা প্রয়োজন।

৩.৪.১ প্রকল্পের অডিট রিপোর্ট বিষয়ক তথ্যঃ

অডিট সম্পাদন ও আপত্তি-নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

অর্থ বছর	অডিট রিপোর্ট জমাদানের তারিখ	অডিট আপত্তি	নিষ্পত্তির তারিখ	মন্তব্য
২০১৭-২০১৮	২২.৫.২০১৯	১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হারে উৎসে কর কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,০৬,৯৭৭/-	১১.১১.২০২০	আপত্তিকৃত টাকা চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
		২। নিরীক্ষাযোগ্য ১০,৫৭,৩২০/- বিল ভাউচার নিরীক্ষাকালে উপস্থাপন করা হয়নি।	১১.১১.২০২০	নিরীক্ষা দলের চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
		৩। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পের অফিস সরঞ্জামাদিও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত না করে নতুন অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ে সরকারের অপচয় ২৪,২৯,৫৪০/-	১১.১২.২০২১	জবাব ও প্রমাণকের আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
২০১৮-২০১৯	২২.৩.২০২০	১। নিরীক্ষাযোগ্য ৩৭,২৬,৭৮০/- বিল ভাউচার নিরীক্ষাকালে উপস্থাপন করা হয়নি।	-	স্মারক নং জিজ্ঞাসাপত্র-২৩.১১.২০২০/০৫-০৮; অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব ও প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।
		২। পিএসসি সভা ও জাতীয় কর্মশালা এ নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য অপেক্ষা অতিরিক্ত সংখ্যক সদস্যকে সম্মানী ভাতা প্রদান করায় ক্ষতি ২১০০০/-	-	স্মারক নং জিজ্ঞাসাপত্র-২৩.১১.২০২০/০৫-০৮; অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব ও প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।
		৩। মধু ও বীজ উৎপাদনে ব্যয় ১৮,৩৯,৩৯,৪৭২/- কিন্তু কাঙ্খিত মধু ও বীজ উৎপাদিত হয়নি।	-	স্মারক নং জিজ্ঞাসাপত্র-২৩.১১.২০২০/০৫-০৮; অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব ও প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।
		৪। বৈদেশিক প্রশিক্ষণে নন-টেকনিক্যাল কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করায় ক্ষতি ১০,৬১,৯২৬/-	-	স্মারক নং জিজ্ঞাসাপত্র-২৩.১১.২০২০/০৫-০৮; অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব ও প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।
		৫। টিওটি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকগণের সম্মানীভাতার উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন না করে কম হারে উৎসে আয়কর কর্তন করায় ক্ষতি ৩,৪৫,৬০০/-	-	স্মারক নং জিজ্ঞাসাপত্র-২৩.১১.২০২০/০৫-০৮; অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব ও প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।
		৬। বিএডিসি হতে বিভিন্ন প্রকারের ডাল ও তেল বীজ সরবরাহ নেয়া হয় কিন্তু আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করায় ক্ষতি ৩,৪৫,৬০০/-	-	স্মারক নং জিজ্ঞাসাপত্র-২৩.১১.২০২০/০৫-০৮; অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব ও প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ ঃ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইতোমধ্যে সিএজি কর্তৃক ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সকল অডিট আপত্তি প্রমাণক সাপেক্ষে নিষ্পত্তি হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব ও প্রমাণকসমূহ অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং অডিট আপত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (AIR) প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোপূর্বে সম্পাদিত অডিট আপত্তির ন্যায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরেও অডিট আপত্তি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩.৪.২ কনসালটেন্ট নিয়োগ বিষয়ক তথ্যঃ

প্রকল্পটির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা ১৩ জন। এর মধ্যে কর্মকর্তা ৪ জন, ৭ জন কর্মচারী এবং ২ জন পরামর্শক। এই ২ জন পরামর্শককে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ICS method (OTM) এ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সব পদে জনবল নেই। এর কারণ হল পিআরএল ভোগরত। কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সকলেই অভিজ্ঞ। প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রমে মূলত প্রকল্প ও ডিএই কর্মকর্তা, জেলা/উপজেলা, এসসিএ ও গবেষণা কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করেন ও মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পটির বেসলাইন জরিপ রয়েছে এবং প্রকল্পের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্পন্ন হচ্ছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য কোন-ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি।

৩.৪.৩ প্রোগ্রেস মনিটরিং ও মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যঃ

ফসল অনুবিভাগ, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রোগ্রেস মনিটরিং ও মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ ইতোমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে। এসব সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অড়হর ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়ার কারণে বীজ উৎপাদন ব্লক বাস্তবায়ন জনিত সমস্যা হ্রাস করা। অড়হর বীজ উৎপাদন প্রদর্শনী থেকে বাদ দেওয়া। এছাড়াও, কালোজিরা, আদা এবং ধনিয়া বীজ ফসলের ক্ষেত্রে বীজ উৎপাদন ব্লকের জন্য ১ একর জমির পরিবর্তে ৫০ শতাংশ জমি কার্যকর করা হয়েছে।

৩.৪.৪ আইএমইডি'র সরেজমিনে পরিদর্শন

আইএমইডি'র পক্ষ হতে শুধুমাত্র একবার সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পটির কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করেন যা ইতোমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে।

৩.৫ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ

৩.৫.১ খানা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত উত্তরদাতাদের মতামত বিশ্লেষণ

প্রকল্পের নিবিড় পরীবিক্ষণের নির্বাচিত নমুনা জরিপের উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাসহ প্রকল্প কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বমোট ১৫৪০ জন উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। এই সকল উত্তরদাতা ৮টি বিভাগের ১৭টি নমুনা জেলা ৩২টি নমুনা উপজেলার ১২৮টি ইউনিয়ন থেকে নির্বাচন করা হয়। উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের মতামতসমূহকে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

- উপকারভোগীদের বয়সসীমা

উপকারভোগীগের বয়সের পারসেন্টাইল বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় যে, উপকারভোগীদের প্রায় ২২.৫% এর বয়স ২৬-৩৫ বছর, প্রায় ৩৬.৬% এর বয়স ৩৬-৪৫ বছর এবং প্রায় ১৯.২% এর বয়স মাত্র ৪৬-৫৫ বছর যা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় স্টীম-এন্ড-লিফ প্লট বিশ্লেষণে। আবার বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে করে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তরদাতাদের গড় বয়স ৪৪.৩৫ বছর।

	বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (Descriptive Statistics)					
	সংখ্যা	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	গড়	৫% Trimmed Mean	গড় ব্যবধান
উপকারভোগীদের বয়স	১৫৩৭	১৬	৮৫	৪৪.৩৫	৪৩.৫৩	১৫.১৪৬
বৈধ সংখ্যা	১৫৩৭					

উপকারভোগীদের বয়সসীমা

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	১৫-২৫	১৩৭	৮.৯	৮.৯
	২৬-৩৫	৩৪৬	২২.৫	২২.৫

	৩৬-৪৫	৫১৬	৩৩.৫	৩৩.৬
	৪৬-৫৫	২৯৫	১৯.২	১৯.২
	৫৬-৬৫	৯৯	৬.৪	৬.৪
	৬৬-৭৫	৩৬	২.৩	২.৩
	৭৬-৮৫	১০৮	৭.০	৭.০
	মোট	১৫৩৭	৯৯.৮	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	৩	.২	
মোট			১০০.০	

উপকারভোগীগের বয়সের স্টীম-এন্ড-লিফ প্লট

গণসংখ্যা	স্টীম এন্ড লিফ
৮.০০	১ . ৬৭৮
৬৯.০০	২ . ০০০০০০০০১২২২২৩৩৩৩৪৪৪৪৪৪
১০৭.০০	২ . ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৬৭৭৭৭৭৮৮৮৮৮৯৯৯৯৯
১৬৪.০০	৩ . ০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১১১২২২২২২২২২২২২২২২২২৩৪৪৪
২২৮.০০	৩ . ৫৫৫৬৬৬৬৭৭৭৭৭৭৭৭৭৭৭৮৮৮৮ ৮৮৮৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯
২৮২.০০	৪ . ০০০১১১১ ১১১১১২২২২২২২২২২২২২২২২২২২৩৩৩৩৪৪৪
২২২.০০	৪ . ৫৫৬৬৬৬৭৭৭৭৭৭৭৭৭৭৮৮ ৮৮৮৯৯৯৯৯৯৯৯
১৫১.০০	৫ . ০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১১১১১১১১২২২২২২২২২২৩৩৪
৭৮.০০	৫ . ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৬৮৮৮৮
৩৩.০০	৬ . ০০০০০০০০০০২
৫৬.০০	৬ . ৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৫৭৮
১১.০০	৭ . ০০০০
১২৮.০০ চরমমাণ (>=৭৩)	
স্টীম প্রসস্থতা:	১০
প্রতিটি লীফ:	৩ কেস (সমূহ)

স্টীম-এন্ড-লিফ প্লট বিশ্লেষণে দৃশ্যমান যে, উপকারভোগীদের প্রায় ২২.৫% এর বয়স ২৬-৩৫ বছর, প্রায় ৩৬.৬% এর বয়স ৩৬-৪৫ বছর এবং প্রায় ১৯.২% এর বয়স মাত্র ৪৬-৫৫ বছর।

- উত্তরদাতাদের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন (%)

চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ নমুনা জরিপে যে সকল উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা কম। অর্থাৎ ১৫৪০ জন অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে মহিলা ২৭২ জন অর্থাৎ মোট উত্তরদাতার ১৮ শতাংশ এবং মোট অংশগ্রহণকারী পুরুষ ১২৬৮ জন, যা মোট উত্তরদাতার ৮২ শতাংশ (লেখচিত্র ১.১)।

লেখচিত্র ১.১: উত্তরদাতাদের লিঙ্গ

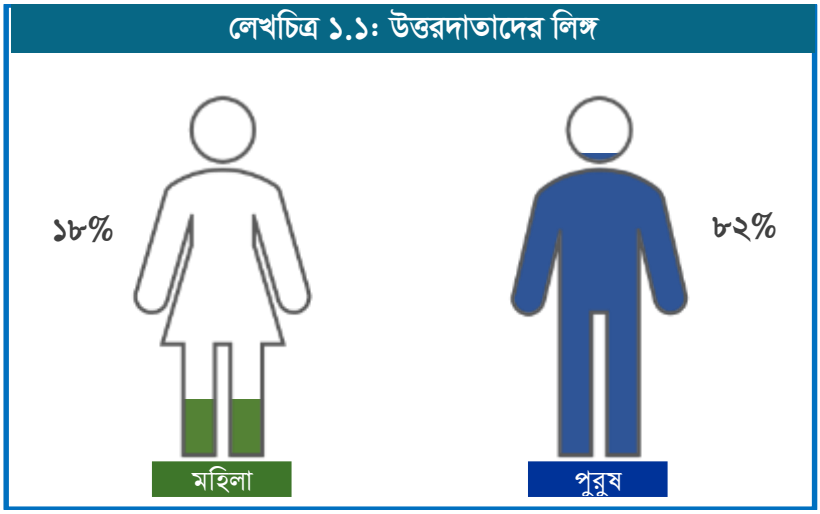

-উপকারভোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

সমীক্ষার উপাত্ত বিশ্লেষণে যায় যে, মোট ১৫৪০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৪৭১ জন তথ্য প্রদান করেছেন। তার মধ্যে প্রায় ২৮.৫% উত্তরদাতা কেবলমাত্র নামসই করতে পারেন, ২২.৬% উত্তরদাতা লেখতে ও পড়তে পারেন, ১২.৪% মাধ্যমিক পাশ, ৬.৩% উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এবং স্নাতক/তদূর্ধ্ব পাশ মাত্র ২.৭% উত্তরদাতা (টেবিল ১.৩)।

টেবিল ১.৩: উপকারভোগী উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	নিরক্ষর	১১৬	৭.৫	৭.৯
	কেবলমাত্র নাম সই করতে পারেন	৪১৯	২৭.২	২৮.৫
	লেখতে ও পড়তে পারেন	৩৩২	২১.৬	২২.৬
	বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পাশ	২৮৯	১৮.৮	১৯.৬
	মাধ্যমিক পাশ	১৮২	১১.৮	১২.৪
	উচ্চ মাধ্যমিক পাশ	৯৩	৬.০	৬.৩
	স্নাতক/তদূর্ধ্ব	৪০	২.৬	২.৭
	মোট	১৪৭১	৯৫.৫	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	৬৯	৪.৫	
মোট		১৫৪০	১০০.০	

-উত্তরদাতাদের পেশার ধরন

উপাত্ত বিশ্লেষণে যায় যে, মোট ১৫৪০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৫১০ জন তথ্য প্রদান করেছেন। তার মধ্যে প্রায় ৯৭.৭% এসএমই কৃষক ও ডাল, তেল, ও মসলা বীজ উৎপাদনকারী কৃষক ও মানসম্মত বীজ ব্যবসায়ী, যার সংখ্যা ১৪৭০ জন। এবং মাত্র ১.২% ব্যবসা যার সংখ্যা ১৯ জন (টেবিল ১.৪)। আর অন্যান্য পেশার লোকসংখ্যা যেমন কৃষক, দিন মজুর ও চাকুরীজীবী খুবই নগণ্য।

টেবিল ১.৪: উত্তরদাতার পেশার ধরন

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	এসএমই বীজ উদ্যোক্তা ও বীজ ব্যবসায়ী	১৪৭৬	৯৫.৮	৯৭.৭
	চাকুরী	৩	.২	.২
	ব্যবসা	১৯	১.২	১.৩

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
	কৃষি মজুর	২	.১	.১
	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (পোল্ট্রি/রাইস মিল)	৪	.৩	.৩
	ডাল, তেল, মসলা ফসল চাষী	৪	.৩	.৩
	অন্যান্য	২	.১	.১
	মোট	১৫১০	৯৮.১	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	৩০	১.৯	
মোট		১৫৪০	১০০.০	

৩.৫.২ কৃষক (এসএমই) পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি

-উত্তরদাতা একজন এসএমই কৃষক কিনা?

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় ৯৬ শতাংশ উত্তরদাতা একজন এসএমই কৃষক যা মোট ১৫৪০ জনোর মধ্যে ১৪৭৬ জন। এ সকল এসএমই কৃষক* এলাকায় বীজ ডিলার হিসেবে পরিচিত লাভ করেছেন এবং প্রায় ৪ শতাংশ উত্তরদাতা যারা এসএমইর সদস্য না তবে তারা প্রকল্প থেকে বীজ ক্রয় করে নিজে চাষাবাদ করছেন। যাদের সংখ্যা মোট উত্তরদাতার মধ্যে ৬৪ জন (লেখচিত্র ১.২)।

লেখচিত্র-১.২ উত্তরদাতা একজন এসএমই কৃষক কিনা?

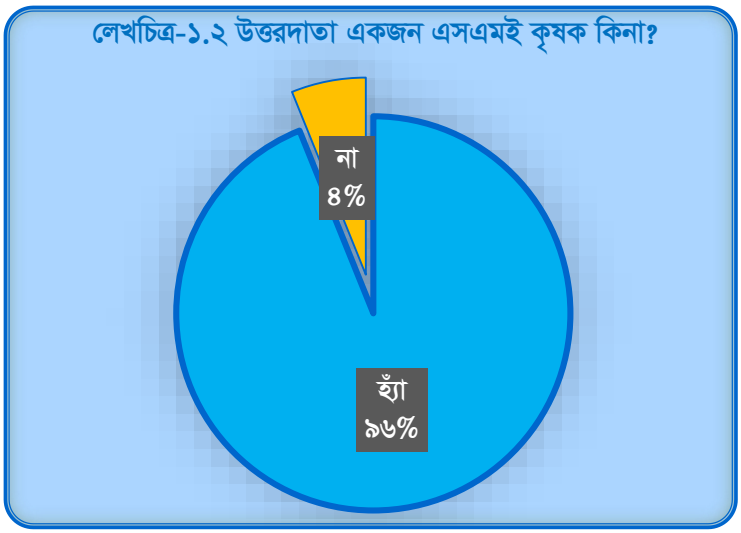

-উত্তরদাতা একজন ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনকারী কিনা?

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় ৯৬.৮ শতাংশ উত্তরদাতা কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনকারী কৃষক যা মোট ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৪৯০ জন এবং প্রায় ৩.২ শতাংশ উত্তরদাতা যারা প্রকল্পভূক্ত ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনকারী না তবে তারা প্রকল্প থেকে বীজ ক্রয় করে নিজে চাষাবাদ করছেন। যাদের সংখ্যা মোট উত্তরদাতার মধ্যে ৫০ জন (লেখচিত্র ১.৩)।

লেখচিত্র-১.৩ উত্তরদাতা একজন ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনকারী কিনা?

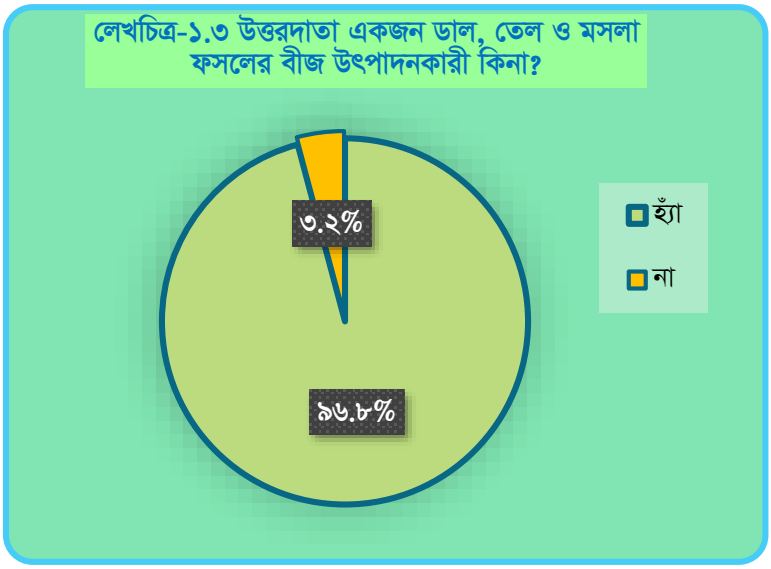

* নোট: একজন এসএমই (Small and Medium Enterprises) কৃষক হলেন ঐ কৃষক যে নিজের জমিতে প্রকল্পের আওয়তায় প্রাপ্ত উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে মানসম্মত ডাল, তেল ও মসলা বীজ ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন কাজে নিয়োজিত। এসএমই কৃষকগণ নিজস্ব জমিতে বীজ উৎপাদনের পাশাপাশি স্থানীয় বীজ উদ্যোক্তা ও বীজ ব্যবসায়ী হিসাবেও পরিচিত।

-কৃষক পর্যয়ে উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ-এর গুণগত মান ভাল কিনা?

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় ৯৬.৮ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন কৃষক পর্যায়ে উৎপাদনকৃত ডাল, তেল ও মসলা বীজের গুণগত মান ভাল যা মোট ১৫৪০ জনোর মধ্যে ১৪৯০ জন এবং প্রায় ৩.২ শতাংশ উত্তরদাতা যারা কৃষকের কাছ থেকে ডাল, তেল ও মসলা বীজ কিনেছিলেন তারা গুণগত মান এর ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। যাদের সংখ্যা মোট উত্তরদাতার মধ্যে ৫০ জন (লেখচিত্র ১.৪)।

লেখচিত্র-১.৪ ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনের গুণগত মান ভাল কিনা?

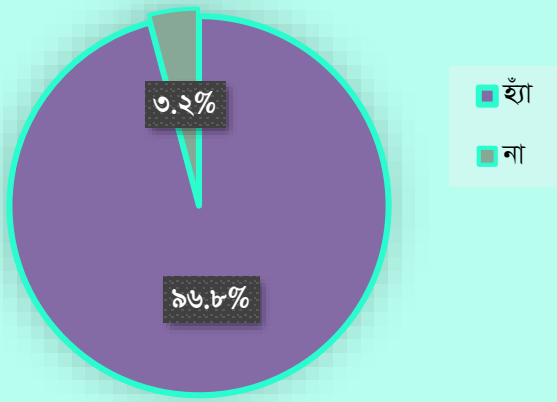

-নিজের জমিতে যেসব শস্য বীজ উৎপাদন করা হয়

উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রায় ৪৬.৫ শতাংশ উত্তরদাতা মতে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজের উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের সহায়তায় সরিষা বীজ উৎপাদন করেছেন যা মোট ১৫৩১ জনের মধ্যে ৭৭২ জন এবং প্রায় ২৮.৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে তারা মসুর বীজ উৎপাদন করেছেন যা মোট ১৫৩১ জনের মধ্যে ৪৪৩ জন, প্রায় ৭.৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পের মাধ্যমে তারা খেসারী বীজ উৎপাদন করেছেন যা মোট ১৫৩১ জনের মধ্যে ১১০ জন, প্রায় ৩.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে তারা হলুদ বীজ উৎপাদন করেছেন যা মোট ১৫৩১ জনের মধ্যে ৫৫ জন, প্রায় ৩.৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে তারা খেসারী বীজ উৎপাদন করেছেন যা মোট ১৫৩১ জনের মধ্যে ৫৩ জন, প্রায় ২.২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে তারা মুগ বীজ উৎপাদন করেছেন যা মোট ১৫৩১ জনের মধ্যে ৩৩ জন, প্রায় ১.৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে তারা চীনা বাদাম বীজ উৎপাদন করেছেন যা মোট ১৫৩১ জনের মধ্যে ২৬ জন, তবে প্রায় ০.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে তারা তিল বা ধনিয়া বীজ উৎপাদন করেছেন যা মোট ১৫৩১ জনের মধ্যে মাত্র ৬ জন (টেবিল ১.৫)। লক্ষ্যণীয় যে, মাসকালাই ও সূর্যমুখী বীজ উৎপাদনকারী উত্তরদাতাদের সংখ্যা সবচেয়ে নগণ্য ছিল।

টেবিল ১.৫: নিজের জমিতে যেসব শস্য বীজ উৎপাদন করা হয়

	ফসলের নাম	বীজ উৎপাদনকারীর গণসংখ্যা	বীজ উৎপাদনকারীর %	বৈধ শতকরা
বৈধ	মসুর	৪৪৩	২৮.৮	২৮.৯
	মুগ	৩৩	২.১	২.২
	পেঁয়াজ	৫৩	৩.৪	৩.৫
	খেসারি	১১০	৭.১	৭.২
	ফেলন	২৩	১.৫	১.৫
	সরিষা	৭১২	৪৬.২	৪৬.৫
	তিল	৬	.৪	.৪
	সোয়াবিন	২০	১.৩	১.৩
	হলুদ	৫৫	৩.৬	৩.৬
	সূর্যমুখী	১	.১	.১
	চীনা বাদাম	২৬	১.৭	১.৭
	রসুন	৫	.৩	.৩
	মরিচ	২৪	১.৬	১.৬
	ধনিয়া	৬	.৪	.৪
	আদা	৯	.৬	.৬

	মাসকালাই	২	.১	.১
	কালোজিরা	৩	.২	.২
	মোট	১৫৩১	৯৯.৪	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	৯	.৬	
মোট		১৫৪০	১০০.০	

-ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনে স্থানীয় কৃষি অফিস হতে সহযোগিতা প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্যাদি

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনে স্থানীয় কৃষি অফিস হতে কোন ধরনের সহযোগিতা পেয়েছিল কিনা এরূপ প্রশ্নে উত্তরে ৮৩.৮ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষি অফিস হতে তারা সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছে, যা মোট ১৫৪০ জনের মধ্যে ১২৯০ জন। অপরদিকে, মাত্র ১৬.২% শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে স্থানীয় কৃষি অফিস হতে তেমন কোন সাহায্য সহযোগিতা পাননি, যা মোট ১৫৪০ জনের মধ্যে ২৫০ জন (লেখচিত্র ১.৫)।

লেখচিত্র-১.৫ স্থানীয় কৃষি অফিস হতে সহযোগিতা প্রাপ্তি

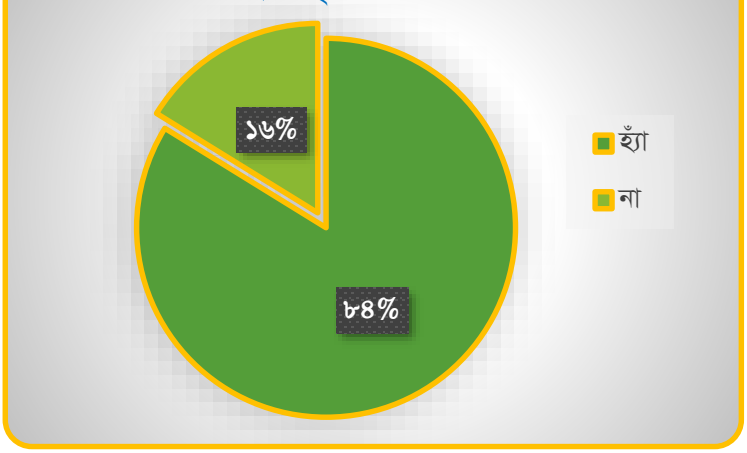

-কৃষি বিভাগ/বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তাগণ তদারকি বিষয়ক তথ্যাদি

উপকারভোগী এসএমই কৃষকদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনে স্থানীয় কৃষি বিভাগ/বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তদারকি করেন কিনা এরূপ প্রশ্নে উত্তরে প্রায় ৭৮.১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি বিভাগ/বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তাগণ তাদের ব্লক প্রদর্শনী নিয়মিত তদারকি করেন, যা মোট ১৫১৮ জনের মধ্যে ১১৮৬ জন। মাত্র ১৮.৮% শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি বিভাগ/বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তাগণ তাদের ব্লক প্রদর্শনী প্রদর্শন করতে কম আসেন, যা মোট ১৫১৮ জনের মধ্যে ২৮৫ জন; মাত্র ২.৮% শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি বিভাগ/বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তাগণ তাদের ব্লক প্রদর্শনী প্রদর্শন করতে অনেক কম আসেন, যা মোট ১৫১৮ জনের মধ্যে ৪৩ জন এবং মাত্র ০.৩% শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি বিভাগ/বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তাগণ তাদের ব্লক প্রদর্শনী প্রদর্শন করতে একেবারেই আসেন না, যা মোট ১৫১৮ জনের মধ্যে ৪ জন (টেবিল ১.১০)।

টেবিল ১.১০: কৃষি বিভাগ/বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তাগণ যেভাবে তদারকি করেছেন

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	নিয়মিত আসেন	১১৮৬	৭৭.০	৭৮.১
	কম আসেন	২৮৫	১৮.৫	১৮.৮
	অনেক কম আসেন	৪৩	২.৮	২.৮
	একেবারেই আসেন না	৪	.৩	.৩
	মোট	১৫১৮	৯৮.৬	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	২২	১.৪	
মোট		১৫৪০	১০০.০	

-কৃষক পর্যয়ে মানসম্মত বীজ সরবরাহ বিষয়ক তথ্যাদি

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যয়ে মানসম্মত ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনে স্থানীয় কৃষি বীজ উদ্যোগতাগণ মানসম্মত বীজ সরবরাহ করে কিনা এরূপ প্রশ্নে উত্তরে প্রায় ৯২.৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষি বীজ উদ্যোগতাগণ তাদের ব্লক প্রদর্শনী হতে কৃষক পর্যয়ে মানসম্মত বীজ সরবরাহ করেন, যা মোট ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৪২৪ জন। তবে উত্তরদাতাগণ এও বলেন যে তারা যে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ সরবরাহ করছে তা বিএডিসির বীজ হতে অনেক মানসম্পন্ন বিধায় বিএসিসির বীজ মূল্য থেকে ১০ টাকা অধিক মূল্যে বিক্রি করেন। মাত্র ৬.৩% শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষি বীজ উদ্যোগতাগণ তাদের ব্লক প্রদর্শনী হতে কৃষক পর্যয়ে মানসম্মত বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা তা তারা ভালভাবে জানেন না, যা মোট ১৫৪০ জনের মধ্যে ৯৭ জন; মাত্র ১.২% শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষি বীজ উদ্যোগতাগণ তাদের ব্লক প্রদর্শনী হতে কৃষক পর্যায়ে মানসম্মত বীজ সরবরাহ করা হয় না বলে অভিমত ব্যক্ত করেন, যা মোট ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৯ জন (টেবিল ১.১১)।

টেবিল ১.১১: কৃষক পর্যয়ে মানসম্মত বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	১৪২৪	৯২.৫
	না	১৯	১.২
	জানি না	৯৭	৬.৩
	মোট	১৫৪০	১০০.০

-উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ

প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যায়ে মানসম্মত ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ নিজেরা প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন কিনা এরূপ প্রশ্নে উত্তরে প্রায় ৯৭.৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষি বীজ উদ্যোগতাগণ নিজেদের পুষ্টি ঘাটতি পুরণে নিজেদের উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা নিয়মিত খান, যা মোট ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৫০৮ জন। মাত্র ২.১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে নিজেদের পুষ্টি ঘাটতি পুরণে নিজেদের উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা অনিয়মিতভাবে খান, যা মোট ১৫৪০ জনের মধ্যে ৩২ জন (লেখচিত্র ১.৬)।

লেখচিত্র-১.৬ উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন কিনা?

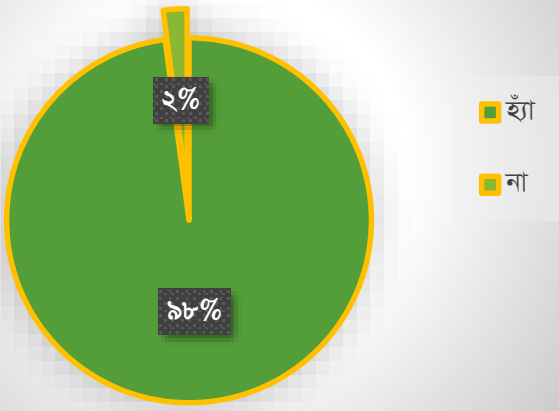

-উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা ব্যবহার করে প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পুরণ হওয়া বিষয়ক তথ্যাদি

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যয়ে মানসম্মত ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ নিজেরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পুরণ হচ্ছে কিনা এরূপ প্রশ্নে উত্তরে প্রায় ৯৭.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, নিজেদের পুষ্টি চাহিদা পুরণে নিজেদের উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা নিয়মিত খান, যা মোট ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৫০০ জন। মাত্র ২.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে নিজেদের পুষ্টি ঘাটতি পুরণে নিজেদের উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা সবসময় খান না, যা মোট ১৫৪০ জনের মধ্যে ৪০ জন (টেবিল ১.১৩)।

টেবিল ১.১৩: উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা ব্যবহার করে প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পুরণ হওয়া বিষয়ক তথ্যাদি

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	১৫০০	৯৭.৪
	না	৪০	২.৬
	মোট	১৫৪০	১০০.০

-প্রকল্প শুরু হতে এখন পর্যন্ত প্রকল্প দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া বিষয়ক তথ্যাদি

প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যয়ে মানসম্মত ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনকারীগণ প্রকল্প শুরু হতে এখন পর্যন্ত আপনি প্রকল্প দ্বারা কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন কিনা এরূপ প্রশ্নে উত্তরে প্রায় ৯৬.৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্প শুরু হতে এখন পর্যন্ত তারা প্রকল্প দ্বারা কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হন নি, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৪৮৯ জন। মাত্র ৩.৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্প শুরু হতে এখন পর্যন্ত তারা নানা কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন (লেখচিত্র ১.৭)। এ প্রসঙ্গে, সূর্যমুখী বীজ-

লেখচিত্র-১.৭ প্রকল্প শুরু হতে এখন পর্যন্ত আপনি প্রকল্প দ্বারা কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন কিনা?

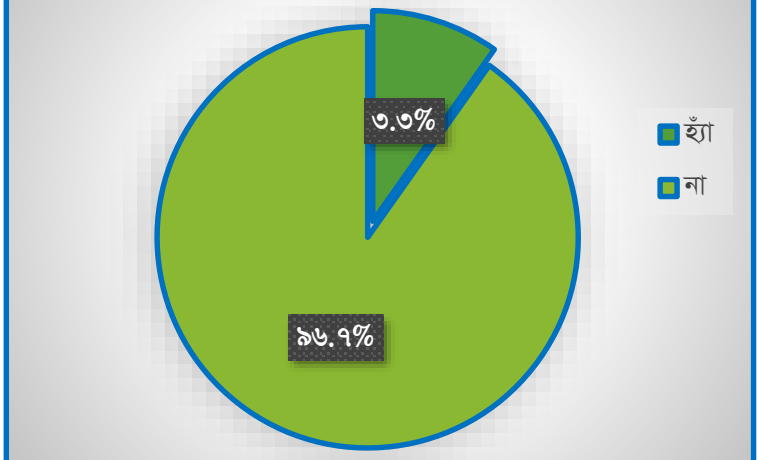

উৎপাদনকারী উত্তরদাতারা বলেন, সংরক্ষণ পদ্ধতি ভালভাবে না জানায় জমিতে পাকা ফুল ঝরে পড়ছে অন্যদিকে দর্শনার্থীরা আধাপাকা ফুল ছিড়ছে, মোবাইলে ছবি তুলছে, গাছ ও ফুলের ক্ষয়ক্ষতি করছে যা সামলাতে তাকে হিমশিম খেতে হচ্ছে, যা মোট উত্তরদাতার ১৫৪০ জনের মধ্যে ৫১ জন।

-প্রকল্পের একজন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক হিসেবে প্রকল্প হতে কোন ক্ষতিপুরণ প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্যাদি

প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যয়ে মানসম্মত ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনকারীগণ প্রকল্প শুরু হতে এখন পর্যন্ত আপনি প্রকল্প দ্বারা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তার জন্য আপনি কোন ক্ষতিপুরণ পেয়েছেন কিনা এরূপ প্রশ্নে উত্তরে প্রায় ৯২.৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্প শুরু হতে এখন পর্যন্ত প্রকল্প দ্বারা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তার জন্য তারা কোন ক্ষতি পুরণ পাননি (টেবিল ১.১৫)। তারা বলেন স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে সূর্যমুখী বীজ দেওয়ার পর আমরা তা রোপন করি। পরে কৃষি অফিস কর্মকর্তাগণ আমাদের আর কোন খোঁজখবর নেয়নি। সূর্যমুখী ফুল কিভাবে উত্তোলন করব কিভাবে তেল সংগ্রহ করব এ বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা পাইনি। সঠিক সময়ে উত্তোলন করতে না পারলে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। বিষয়টি স্থানীয় কৃষি অফিসে জানালে তারা আজ আসবে, কাল আসবে বলে জানিয়েছে।

টেবিল ১.১৫: প্রকল্পের দ্বারা একজন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক হিসেবে আপনি প্রকল্প হতে কোন ক্ষতিপুরণ পেয়েছেন কিনা?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	১১৮	৭.৭
	না	১৪২২	৯২.৩
	মোট	১৫৪০	১০০.০

৩.৫.৩ কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী সংক্রান্ত তথ্যাদি

-ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী আপনার আছে কিনা বিষয়ক তথ্যাদি

প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যয়ে মানসম্মত ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনকারীগণের নিজস্ব ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক ব্লক প্রদর্শনী আছে কিনা এরূপ প্রশ্নে উত্তরে প্রায় ৮৮.৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক ব্লক প্রদর্শনী আছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৩৬০ জন। অপরদিকে, প্রায় ১১.৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক নিজের ব্লক প্রদর্শনী নেই, তবে তারা উক্ত ব্লক প্রদর্শনী হতে বীজ সংগ্রহ করে নিজের জমিতে আবাদ করেছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৮০ জন (লেখচিত্র ১.৮)।

লেখচিত্র-১.৮ ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক আপনার ব্লক প্রদর্শনী আছে কিনা?

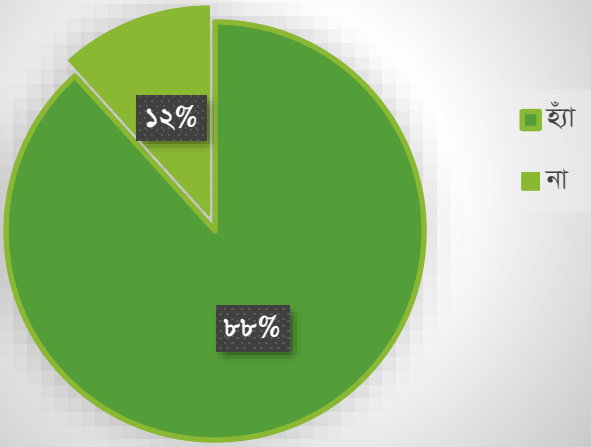

-ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী যথেষ্টতা বিষয়ক তথ্যাদি

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যয়ে মানসম্মত ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী আপনার এলাকায় যথেষ্ট সংখ্যক আছে কিনা এরূপ প্রশ্নে উত্তরে প্রায় ৭৭.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক ব্লক প্রদর্শনী যথেষ্ট সংখ্যক নেই, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১১৯৫ জন। অপরদিকে, প্রায় ২২.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা যথেষ্ট, তবে তারা নিজেরা প্রকল্প হতে একাধিক ব্লক প্রদর্শনী করার সহায়তা চেয়েছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৩৪৫ জন (টেবিল ১.১৬)।

টেবিল ১.১৬: ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক যেসব ব্লক প্রদর্শনী আপনার এলাকায় হয়েছে তা যথেষ্ট কিনা?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	৩৪৫	২২.৪
	না	১১৯৫	৭৭.৬
	মোট	১৫৪০	১০০.০

-ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক তথ্যাদি

প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে কিনা এরূপ প্রশ্নে উত্তরে প্রায় ৯৭.৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৪৯৯ জন। অপরদিকে, প্রায় ২.৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, তবে তারা নিজেদের জন্য প্রকল্প হতে একাধিক জমিতে ব্লক প্রদর্শনী করার সহায়তা প্রত্যাশা করেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৪১ জন (টেবিল ১.১৭)।

টেবিল ১.১৭: প্রকল্পের আওতায় ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে কিনা?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	১৪৯৯	৯৭.৩
	না	৪১	২.৭
	মোট	১৫৪০	১০০.০

- ব্লক প্রদর্শনীর জন্য মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বিষয়ক তথ্যাদি

প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনীর জন্য মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করা হয় কিনা এরূপ প্রশ্নে উত্তরে প্রায় ৮৫.৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনীর জন্য মানসম্মত বীজ সরবরাহ করা হয়, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৩১৪ জন। অপরদিকে, প্রায় ২.৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনীর জন্য মানসম্মত বীজ সরবরাহ করা হয়নি বলে মনে করেন, তবে প্রায় ১২.০ শতাংশ উত্তরদাতা মানের বিষয়ে জানেননা বলে জানিয়েছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৭৫ জন (টেবিল ১.১৮)।

টেবিল ১.১৮: ব্লক প্রদর্শনীর জন্য মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করা হয়?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	১৩১৪	৮৫.৩
	না	৪১	২.৭
	জানি না	১৮৫	১২.০
	মোট	১৫৪০	১০০.০

-ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদন বিষয়ক আপনার অধীনস্থ ব্লক প্রদর্শনী বিষয়ক তথ্যাদি

প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক আপনার অধীনস্থ ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৯৮.১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে ব্লক প্রদর্শনী রয়েছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১০৪০ জন। অপরদিকে, প্রায় ১.৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী নেই, তবে প্রায় ০.৬ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাদের বীজ প্রদর্শনী রয়েছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৬ জন (টেবিল ১.১৯)।

টেবিল ১.১৯: ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদন বিষয়ক আপনার অধীনস্থ ব্লক প্রদর্শনী বিষয়ক তথ্যাদি

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	ব্লক প্রদর্শনী নেই	১৪	.৯	১.৩
	ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা একটি	১০৪৪	৬৭.৮	৯৮.১
	ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি বীজ প্রদর্শনী	৬	.৪	.৬
	মোট	১০৬৪	৬৯.১	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	৪৭৬	৩০.৯	
মোট		১৫৪০	১০০.০	

- কালজিরা, ধনিয়া, আদা, হলুদ, অহড়হড় ফসলের বীজ উৎপাদন ব্লক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি একসাথে পাওয়া বিষয়ক তথ্যাদি

প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যয়ে কালজিরা, ধনিয়া, আদা, হলুদ, অহড়হড় ফসলের বীজ উৎপাদন ব্লক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি একসাথে পাওয়া যায় কিনা প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৬৩.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে কালজিরা, ধনিয়া, আদা, হলুদ, ও অহড়হড় বীজ উৎপাদনে ন ব্লক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি একসাথে পাওয়া যায় না, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৯৭৯ জন। অপরদিকে, প্রায় ৩৬.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে কালজিরা, ধনিয়া, আদা, হলুদ, ও অহড়হড় বীজ উৎপাদনে ন ব্লক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি একসাথে পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৫৬১ জন। তবে তারা একাধিক জমি লিজ নিয়ে একত্রীকরণ করে এক একর বা সমপরিমাণ করে প্রকল্প পরিচালনা করার পক্ষে মত দেন (টেবিল ১.২০)।

টেবিল ১.২০: কালজিরা, ধনিয়া, আদা, হলুদ, অহড়হড় ফসলের বীজ উৎপাদন ব্লক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি একসাথে পাওয়া যায় কিনা?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	৫৬১	৩৬.৪
	না	৯৭৯	৬৩.৬
	মোট	১৫৪০	১০০.০

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তগণ ব্লক প্রদর্শনী তদারকী বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের কর্মকর্তগণ ব্লক প্রদর্শনী তদারকী কিভাবে করছেন প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৭৫.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনের সহায়তা করার জন্য স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তগণ ব্লক প্রদর্শনী নিয়মিত তদারকী করছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১১৬৫ জন। অপরদিকে, প্রায় ১১.২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনের সহায়তা করার জন্য স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তগণ ব্লক প্রদর্শনী তদারকী করতে কম আসেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৭২ জন; প্রায় ০.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনের সহায়তা করার জন্য স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তগণ ব্লক প্রদর্শনী তদারকী করতে অনেক কম আসেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১০ জন (টেবিল ১.২১)।

টেবিল ১.২১: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তগণ ব্লক প্রদর্শনী তদারকী কিভাবে করছেন?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	নিয়মিত আসেন	১১৬৫	৭৫.৬
	কম আসেন	১৭২	১১.২
	অনেক কম আসেন	১০	.৬
	মোট	১৩৪৭	৮৭.৫
মিসিং	সিস্টেম	১৯৩	১২.৫
মোট		১৫৪০	১০০.০

৩.৫.৪ মৌচাষ মেশিনারিজ সংক্রান্ত তথ্যাদি

-মৌচাষের জন্য প্রকল্প হতে মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে মৌচাষের জন্য মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর পেয়েছেন কিনা প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৯৭.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্প হতে মৌচাষের জন্য মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর পেয়েছেন, যা মোট উত্তরদাতা ৪১৮ জনের মধ্যে ৪০৮ জন। এখানে বলা প্রয়োজন, শুধুমাত্র সরিষা, কালজিরা, তিল, তিসি ও সূর্যমুখী ইত্যাদি আবাদের সাথে জড়িত কৃষকগণ মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর পেয়েছেন। তারা এও বলেন যে একটি মৌবক্স থেকে তারা গড়ে ৫০-৬০ কেজি পর্যন্ত মধু সংগ্রহ করেছিলেন এবং কেজি প্রতি ৩০০ টাকা দরে তা বিক্রি করেছিলেন। তারা বলেন সরকারিভাবে মধু বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলে তারা আরও লাভবান হবেন (টেবিল ১.২২)।

টেবিল ১.২২: মৌচাষের জন্য প্রকল্প হতে মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর পেয়েছেন কিনা?

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	৪০৮	২৬.২৯	৯৭.৬০
	না	১০	০০.৬৪	২.৪০
	মোট	৪১৮	-	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	১১২২	৭২.৮৬	
মোট		১৫৪০	১০০.০	

-প্রকল্পের আওতায় মৌচাষের জন্য মৌ-বক্স স্থাপন বিষয়ক তথ্যাদি

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে মৌচাষের জন্য প্রকল্প হতে কোন মৌ-বক্স স্থাপন করা হয়েছে কিনা প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ২৭.১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্প হতে মৌচাষের জন্য মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর পেয়েছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৪১৮ জন (টেবিল ১.২৩)। এখানে বলা প্রয়োজন, শুধুমাত্র সরিষা, কালজিরা, তিল, তিসি ও সূর্যমুখী ইত্যাদি আবাদের সাথে কৃষি ব্লক প্রদর্শনীতে মৌবক্স স্থাপন করা হয়েছে।

টেবিল ১.২৩: মৌচাষের জন্য প্রকল্প হতে কোন মৌ-বক্স স্থাপন করা হয়েছে কিনা?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	৪১৮	২৭.১
	না	১১২২	৭২.৯
	মোট	১৫৪০	১০০.০

-মৌচাষের উপকরণ বা মেশিনারিজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প হতে কোন সহযোগিতা প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্যাদি

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে মৌচাষের উপকরণ বা মেশিনারিজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প হতে কোন সহযোগিতা পেয়েছেন কিনা প্রশ্নের জবাবে প্রায় ২০.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে মৌচাষের উপকরণ বা মেশিনারিজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প হতে সহযোগিতা পেয়েছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৩১৪ জন (টেবিল ১.২৪)। এখানে বলা প্রয়োজন, শুধুমাত্র সরিষা, কালজিরা, তিল, তিসি ও সূর্যমুখী ইত্যাদি ব্লক প্রদর্শনীর পার্শ্বে মৌবক্স স্থাপন করে মধু চাষ করা হয়। তারা বলেন, সরিষা ক্ষেতের পাশে মৌবক্স স্থাপন করলে সরিষার ফলন অন্তত ২০ শতাংশ বাড়ে। মৌমাছিরা ফুলের পরাগায়ন ঘটিয়ে নানা ধরনের রবিশস্যের ফলন বাড়ায়। তবে প্রচন্ড শীত, ঘন কুয়াশা ও শৈত প্রবাহের কারণে প্রায়শঃই শতশত মৌমাছি মারা যায়। অনেক সময় ফসল উত্তোলণ হয়ে গেলে রাণী মৌমাছির জন্য কৃষকের পক্ষে বাড়তি খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় না তখন রাণী মৌমাছিও মারা যায়।

টেবিল ১.২৪: মৌচাষের উপকরণ বা মেশিনারিজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প হতে কোন সহযোগিতা পেয়েছেন কিন?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	৩১৪	২০.৪
	না	৯৭২	৬৩.১
	জানি না	২৫৪	১৬.৫
	মোট	১৫৪০	১০০.০

৩.৫.৫ উন্নত বীজ সংরক্ষণ পাত্র ও বীজ শুকানোর উপকরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

- প্রকল্পের আওতায় বীজ সংরক্ষণ পাত্র কিংবা বীজ ব্যবস্থাপনা উপকরণ প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্যাদি

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ প্রকল্প হতে আপনি কোন বীজ সংরক্ষণ পাত্র কিংবা বীজ ব্যবস্থাপনা উপকরণ পেয়েছেন কিনা প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৭৪.৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে বীজ সংরক্ষণ পাত্র কিংবা বীজ ব্যবস্থাপনা উপকরণ বীজপাত্র, ড্রাম, সীভ চালুনি, ময়েশ্চার মিটার, ওজন পরিমাপক, সার, সিলিং মেশিন, প্যাকিং ব্যাগ ইত্যাদি পেয়েছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১১৪৪ জন। তবে, প্রায় ২৫.৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে বীজ সংরক্ষণ পাত্র কিংবা বীজ ব্যবস্থাপনা উপকরণ ড্রাম ইত্যাদি পাননি, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৩৯৬ জন (টেবিল ১.২৫)।

টেবিল ১.২৫: এই প্রকল্পের আওতায় আপনি কোন বীজ সংরক্ষণ পাত্র কিংবা বীজ ব্যবস্থাপনা উপকরণ পেয়েছেন কিনা?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	১১৪৪	৭৪.৩
	না	৩৯৬	২৫.৭
	মোট	১৫৪০	১০০.০

-প্রকল্পের আওতায় অন্য কোন কৃষককে বীজ সংরক্ষণ পাত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে আপনার এলাকার অন্য কোন কৃষককে বীজ সংরক্ষণ পাত্র প্রদান করা হয়েছে কিনা প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৫১.০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে তার এলাকার অন্য কৃষককেও সম্ভবত বীজ সংরক্ষণ পাত্র প্রদান করা হয়েছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৭৮৫ জন। তবে, প্রায় ৩৩.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে তার এলাকার অন্য কৃষককেও বীজ সংরক্ষণ পাত্র প্রদান করা হয়নি, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৫১৮ জন (টেবিল ১.২৬)।

টেবিল ১.২৬: এই প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকার অন্য কোন কৃষককে বীজ সংরক্ষণ পাত্র প্রদান করা হয়েছে কি?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	৭৮৫	৫১.০
	না	৫১৮	৩৩.৬
	জানি না	২৩৭	১৫.৪
	মোট	১৫৪০	১০০.০

৩.৫.৬ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

- প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৭৪.৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১১৪৭ জন। তবে, প্রায় ২৫.৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৩৯৩ জন (টেবিল ১.২৭)।

টেবিল ১.২৭: প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	১১৪৭	৭৪.৫
	না	৩৯৩	২৫.৫
	মোট	১৫৪০	১০০.০

- প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যায়ে প্রদেয় প্রশিক্ষণের ধরন বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে কৃষক পর্যায়ে প্রদেয় প্রশিক্ষণের ধরন বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৭৯.৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে মৌচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ২৯৬ জন। তবে, প্রায় ১.১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে অন্যান্য বিষয়ক যেমন মাঠ দিবস, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৭ জন (টেবিল ১.২৮)।

টেবিল ১.২৮: কৃষক পর্যায়ে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ধরণ

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২২৪	৭৯.৫	৭৯.৫
	মৌচাষ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৯৬	১৯.২	১৯.২
	পলিথিনের উপর চারা তৈরি	৩	.২	.২
	অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ	১৭	১.১	১.১
	মোট	১৫৪০	১০০.০	১০০.০

-প্রশিক্ষণের ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৭৯.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণের ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১২২২ জন। তবে, প্রায় ২.০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার আগে নিড এ্যাসেস্‌মেন্ট করা প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ তারা নেতিবাচক মতামত প্রদান করেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ২৫ জন (টেবিল ১.২৯)।

টেবিল ১.২৯: প্রশিক্ষণের ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক তথ্যাদি

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	১২২২	৭৯.৪	৯৮.০
	না	২৫	১.৬	২.০
	মোট	১২৪৭	৮১.০	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	২৯৩	১৯.০	
মোট			১০০.০	

- প্রশিক্ষণের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ক সন্তুষ্টির মাত্রা

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির সন্তুষ্টির মাত্রা কিরূপ এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৫৫.৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণসমূহ ছিল সন্তোষজনক, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৬৯৯ জন। প্রায় ২৮.৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণ ছিল খুবই সন্তোষজনক, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৩৬০ জন; তবে প্রায় ১৬.১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণ ছিল মোটামুটি সন্তোষজনক, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ২০৩ জন (টেবিল ১.৩০)।

টেবিল ১.৩০: প্রশিক্ষণের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধির সন্তুষ্টির মাত্রা বিষয়ক তথ্যাদি

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	খুব সন্তোষজনক	৩৬০	২৩.৪	২৮.৫
	সন্তোষজনক	৬৯৯	৪৫.৪	৫৫.৩
	মোটামুটি	২০৩	১৩.২	১৬.১
	সন্তোষজনক নয়	২	.১	.২
	মোট	১২৬৪	৮২.১	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	২৭৬	১৭.৯	
মোট			১০০.০	

- সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ সংগ্রহের পর যন্ত্র পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ফলে সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ বা মধু এক্সটাক্টর যন্ত্র পরিচালনা করা সহজতর হয়েছে কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৭৫.৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণের ফলে সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ বা মধু এক্সটাক্টর, ময়েশ্চার মিটার ইত্যাদি পরিচালনা করা সহজতর হয়েছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১১৬২ জন। প্রায় ২৪.৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণের ফলে সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ বা যন্ত্র পরিচালনা করা আগে থেকেই জানতেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৩৭৮ জন (টেবিল ১.৩১)।

টেবিল ১.৩১: সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ সংগ্রহের পর যন্ত্র পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্যাদি

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	১১৬২	৭৫.৫
	পূর্ব থেকেই জানতেন	৩৭৮	২৪.৫
	মোট	১৫৪০	১০০.০

- যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণের উপযোগিতা বিষয়ক তথ্যাদি

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ফলে সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ বা মধু এক্সটাক্টর যন্ত্র পরিচালনা করা সহজতর হয়েছে কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৪৯.৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণের ফলে সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ বা মধু এক্সটাক্টর, ময়েশ্চার মিটার ইত্যাদি পরিচালনা করা মোটামুটি সহজতর হয়েছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৫২৯ জন। প্রায় ৩৮.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ফলে সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ বা যন্ত্র পরিচালনা করা সহজতর হয়েছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৪১০ জন (লেখচিত্র ১.৯)।

লেখচিত্র ১.৯: যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণের উপযোগিতা

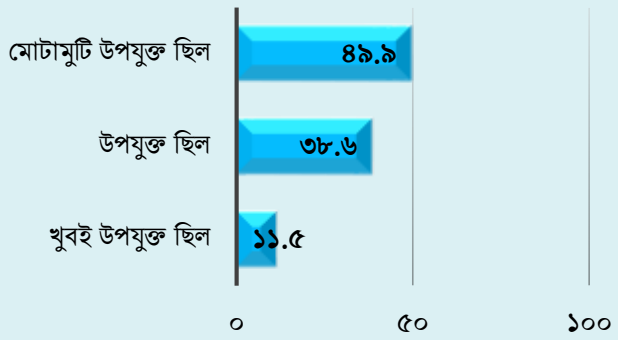

- প্রশিক্ষণের পর নিজে বীজ শুকানোর উপকরণ ব্যবহার করা বিষয়ক তথ্যাদি

টেবিল ১.৩৩ হতে দেখা যায় যে, কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ফলে সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ বা মধু এক্সটাক্টর যন্ত্র নিজে পরিচালনা করতে পারেন কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৪৯.৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণের ফলে সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ বা মধু এক্সটাক্টর, ময়েশ্চার মিটার ইত্যাদি নিজে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১০৬৩ জন। প্রায় ৩১.০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণের ফলে সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ বা যন্ত্র একাই চালানো সম্ভব হচ্ছে না, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৪৭৭ জন।

টেবিল ১.৩৩: প্রশিক্ষণের পর নিজে বীজ শুকানোর উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন কি?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	১০৬৩	৬৯.০
	না	৪৭৭	৩১.০
	মোট	১৫৪০	১০০.০

- প্রশিক্ষণের পর দক্ষতার সাথে যন্ত্র পরিচালনা বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের ফলে সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ বা মধু এক্সটাক্টর যন্ত্র দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারেন কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৪৯.৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণের ফলে সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ বা মধু এক্সটাক্টর, ময়েশ্চার মিটার ইত্যাদি দক্ষতার সাথে ভালভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৫৩৬ জন। প্রায় ৪২.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণের ফলে সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ বা যন্ত্র মোটামুটি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৪৫৯ জন (টেবিল ১.৩৪)।

টেবিল ১.৩৪: দক্ষতার সাথে যন্ত্র পরিচালনা বিষয়ক তথ্যাদি

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	খুব ভালোভাবে	৮৭	৫.৬	৮.০
	ভালোভাবে	৫৩৬	৩৪.৮	৪৯.৫
	মোটামুটি ভালোভাবে	৪৫৯	২৯.৮	৪২.৪
	মোট	১০৮২	৭০.৩	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	৪৫৮	২৯.৭	
মোট		১৫৪০	১০০.০	

- নষ্ট মৌবক্স মেরামত বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত কোন মৌ-বক্স নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে মেরামত করেন কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৮৫.১ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে মধু এক্সটাক্টর বা মৌ-বক্স নষ্ট হয়ে গেলে নিজে মেরামত করি, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৩৪৩ জন। প্রায় ৫.৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে মধু এক্সটাক্টর বা মৌ-বক্স নষ্ট হয়ে গেলে ভাড়ায় মেকানিক দিয়ে মেরামত করা হয়, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ২২ জন। প্রায় ৯.২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে মধু এক্সটাক্টর বা মৌ-বক্স নষ্ট হয়ে গেলে মেরামত করা আর সম্ভব হয় না, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৩৭ জন (টেবিল ১.৩৫)।

টেবিল ১.৩৫: কোন মৌ-বক্স নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে মেরামত করেন?

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	নিজে মেরামত করি	৩৪৩	২২.৩	৮৫.১
	সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক	১	.১	.২
	ভাড়ায় মেকানিক দিয়ে	২২	১.৪	৫.৫
	মেরামত করা সম্ভব হয় না	৩৭	২.৪	৯.২
	মোট	৪০৩	২৬.২	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	১১৩৭	৭৩.৮	
মোট			১০০.০	

- এসএমই (কৃষক) হিসেবে প্রশিক্ষণকালীন ভাতা প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে একজন এসএমই (কৃষক) হিসেবে আপনি প্রশিক্ষণকালীন কোন ভাতা পেয়েছেন কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৬৩.০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রশিক্ষণকালীন কোন ভাতা পেয়েছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৯৭০ জন। প্রায় ৩৭.০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে তারা কোন প্রশিক্ষণ এবং ভাতা কোনটিই পাননি, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৫৭০ জন (টেবিল ১.৩৬)।

টেবিল ১.৩৬: একজন এসএমই (কৃষক) হিসেবে আপনি প্রশিক্ষণকালীন কোন ভাতা পেয়েছেন কিনা?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	৯৭০	৬৩.০
	না	৫৭০	৩৭.০
	মোট	১৫৪০	১০০.০

- কৃষক পর্যায়ে ট্রেনিং হতে প্রাপ্ত সন্মানীর টাকার পরিমাণ বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে ট্রেনিং হতে প্রাপ্ত সন্মানীর টাকার পরিমাণ কত ছিল এরূপ প্রশ্নের জবাবে উত্তরদাতাগণ জানান যে তারা সর্বনিম্ন ৩৫০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৬০০০ টাকা পর্যন্ত পেয়েছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৯৬৮ জনের অভিমত। তবে বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান কষে দেখা যায় যে গড়ে প্রতি এসএমই কৃষক প্রশিক্ষণার্থী সন্মানী বাবদ টাকা ১১৮৯.৩৬ (প্রায়) পেয়েছেন এবং এর গড় ব্যবধান হল ৪৮৮.৮২ টাকা মাত্র (টেবিল ১.৩৭)।

টেবিল ১.৩৭: কৃষক পর্যায়ে ট্রেনিং হতে প্রাপ্ত ভাতার টাকার পরিমাণ কত ছিল

বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (Descriptive Statistics)					
	গণসংখ্যা	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	গড়	গড় ব্যবধান
কৃষক পর্যায়ে ট্রেনিং হতে প্রাপ্ত ভাতা বা সন্মানীর টাকার পরিমাণ	৯৬৮	৩৫০.০০	৬০০০.০০	১১৮৯.৩৫৯৫	৪৮৮.৮২০৬৩
বৈধ **N** (তালিকাকৃত)	৯৬৮				

- প্রকল্প হতে উপকরণ সহায়তা প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে কোন উপকরণ সহায়তা পেয়েছেন কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৮০.১ শতাংশ উত্তরদাতা জানান যে তারা প্রকল্প অফিস থেকে প্রয়োজনীয় বীজ, ১টি ড্রাম, ১০০টি পলি ব্যাগ, ১টি বীজপাত্র, সীভ চালুনী, ১টি সিলিং মেশিন, মৌবক্স, এক্সটাক্টর, ১টি ওজন স্কেল মিটার, সার, ও কীটনাশক ইত্যাদি পেয়েছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১২৩৩ জনের অভিমত (টেবিল ১.৩৮)।

টেবিল ১.৩৮: প্রকল্প থেকে কোন উপকরণ সহায়তা পেয়েছেন কিনা?

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	১২৩৩	৮০.১	৮০.১
	না	৩০৭	১৯.৯	১৯.৯
	মোট	১৫৪০	১০০.০	১০০.০

৩.৫.৭ বীজ প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস সংক্রান্ত তথ্যাদি

- প্রকল্পের আওতায় মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় কোনো মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেছেন কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৮৭.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে তারা মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৩৪৬ জন। প্রায় ১২.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে তারা মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেন নি, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৯৪ জন (টেবিল ১.৩৯)।

টেবিল ১.৩৯: প্রকল্পের আওতায় কোনো মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেছেন কি?

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	১৩৪৬	৮৭.৪	৮৭.৪
	না	১৯৪	১২.৬	১২.৬
	মোট	১৫৪০	১০০.০	১০০.০

- প্রদর্শনী ও মাঠ দিবসে অংশগ্রহণের ধরন বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনী ও মাঠ দিবসে অংশগ্রহণের ধরন বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৮৭.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে তারা কৃষক মাঠ দিবসে কৃষক পর্যয়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১১৫১ জন (টেবিল ১.৪০)। বলা প্রয়োজন, মাঠ দিবস যেখানে করা হয় সেখানে প্রদর্শনীরর কৃষকসহ আশেপাশের সকল কৃষককে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহবান করা হয়। সকলের উপস্থিতিতে ব্লক প্রদর্শনীর ফলাফলের সাথে অন্য জমির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। কৃষকেরা মানসম্মত বীজ ও নতুন জাত বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারেন। কোন বীজ ভাল এবং কোনটি বেশী ফলন দেবে তা জানতে পারেন।

টেবিল ১.৪০: প্রদর্শনী ও মাঠ দিবসে অংশগ্রহণের ধরন

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	কৃষক পর্যয়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলার বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ	১১৫১	৭৪.৭	৭৯.৩
	মৌ-বক্স, ময়েশ্চার মিটার, বীজ সংরক্ষণ পাত্র প্রদর্শনী	২৮৯	১৮.৮	১৯.৯
	অন্যান্য	১২	.৮	.৮
	মোট	১৪৫২	৯৪.৩	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	৮৮	৫.৭	
মোট			১০০.০	

- মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করার লাভ-ক্ষতি বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় প্রদর্শনী ও মাঠ দিবসে অংশগ্রহণের ফলে কি সুবিধা হয়েছে প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৬৮.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে তারা কৃষক মাঠ দিবসে আধুনিক বীজের ব্যবহার সমএর্ক ধারণা পেয়েছেন এবং কৃষক পর্যয়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ সম্পর্কেও ধারণা পেয়েছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৯১৫ জন। এছাড়াও, প্রায় ২০.১ শতাংশ উত্তরদাতা জানান যে তারা কম খরচে, স্বল্প শ্রম ও সময়ে কিভাবে চাষাবাদ করতে হয় সেটা সম্পর্কেও ধারণা পেয়েছেন (টেবিল ১.৪১)। তারা বলেন, মাঠ দিবস হতে মানসম্মত বীজ ও নতুন জাত বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পেরেছি। কোনটি ভাল বীজ এবং কোনটি বেশী ফলন দেবে তাও জানতে পেরেছি। ফলে টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

টেবিল ১.৪১: মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করে আপনার কি লাভ হয়েছে?

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	আধুনিক বীজ ব্যবহার সম্পর্কে ধারনা গ্রহণ হয়েছে	৯১৫	৫৯.৪	৬৮.২
	কম খরচ, স্বল্প শ্রম ও সময়ে চাষাবাদ পদ্ধতি শেখা হয়েছে	২৬৯	১৭.৫	২০.১
	আধুনিক উন্নতজাত ব্যবহারে সম্পর্কে এলাকার মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে	১৩	.৮	১.০
	টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা	১৪৪	৯.৪	১০.৭
	মোট	১৩৪১	৮৭.১	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	১৯৯	১২.৯	
মোট			১০০.০	

৩.৫.৮ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কৃষক) সংক্রান্ত তথ্যাদি

- প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আপনাকে উদ্বুদ্ধকরণ (কৃষক) ভ্রমণ বিষয়ক তথ্যাদি

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় আপনাকে কোনো উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে নেওয়া হয়েছিল কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৫৭.৮ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে নেওয়া হয়েছিল, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৮৯০ জন। প্রায় ৩৭.২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, তাদের উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে নেওয়া হয় নি, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৫৭৩ জন (টেবিল ১.৪২)।

টেবিল ১.৪২: প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আপনাকে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে নেওয়া হয়েছিল কিনা?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	৮৯০	৫৭.৮
	না	৫৭৩	৩৭.২
	জানি না	৭৭	৫.০
	মোট	১৫৪০	১০০.০

- সফল কৃষকের সাফল্য সরেজমিনে পরিদর্শনের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্যাদি

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও জাত ব্যবহারের মাধ্যমে সফল কৃষকের সাফল্য সরেজমিনে পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছেন কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৬১.৮ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, তারা সফল কৃষকের সাফল্য সরেজমিনে পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৯৫১ জন। প্রায় ৩৮.২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, তারা অন্য কৃষকের সাফল্য সরেজমিনে পরিদর্শন করার সুযোগ পান নি, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৫৮৯ জন (টেবিল ১.৪৩)।

টেবিল ১.৪৩: প্রকল্পের আওতায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও জাত ব্যবহারের মাধ্যমে সফল কৃষকের সাফল্য সরেজমিনে পরিদর্শন বিষয়ক তথ্যাদি

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	৯৫১	৬১.৮
	না	৫৮৯	৩৮.২
	মোট	১৫৪০	১০০.০

- উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যাদি

মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৫৯.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৯১৪ জন। প্রায় ৪০.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে তারা উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধির পান নি, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৬২৬ জন (টেবিল ১.৪৪)।

টেবিল ১.৪৪: উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	৯১৪	৫৯.৪
	না	৬২৬	৪০.৬
	মোট	১৫৪০	১০০.০

- উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ক সন্তুষ্টির মাত্রা

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির সন্তুষ্টির মাত্রা কিরূপ এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৭৪.৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ছিল সন্তোষজনক, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৬৯১ জন। প্রায় ১৩.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ছিল খুবই সন্তোষজনক, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১২৪ জন; তবে প্রায় ১১.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ছিল মোটামুটি সন্তোষজনক, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১০৭ জন (টেবিল ১.৪৫)।

টেবিল ১.৪৫: উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ফলে যে পরিমাণ দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সন্তুষ্টির মাত্রা

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	খুবই সন্তোষজনক	১২৪	৮.১	১৩.৪
	সন্তোষজনক	৬৯১	৪৪.৯	৭৪.৭
	মোটামুটি	১০৭	৬.৯	১১.৬
	সন্তোষজনক নয়	৩	.২	.৩
	মোট	৯২৫	৬০.১	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	৬১৫	৩৯.৯	
মোট			১০০.০	

- উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের জ্ঞান কাজে লাগানো বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ফলে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাবেন কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৬১.০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ফলে অর্জিত জ্ঞান তারা কাজে লাগাবেন, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৯৩৯ জন। প্রায় ৩৯.০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে তারা উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ফলে অর্জিত জ্ঞান এই বছর কাজে লাগাতে পারবেন না, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৬০১ জন (টেবিল ১.৪৬)।

টেবিল ১.৪৬: উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে লব্ধ জ্ঞান আপনার জমিতে কাজে লাগাবেন কিনা?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	৯৩৯	৬১.০
	না	৬০১	৩৯.০
	মোট	১৫৪০	১০০.০

- প্রকল্প কর্মকর্তাদের থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় কৃষি চাষ করে লাভবান হওয়ার কৌশল সম্পর্কে প্রকল্প কর্মকর্তাদের থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পান কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৮৩.৮ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, কৃষি চাষ করে লাভবান হওয়ার কৌশল সম্পর্কে প্রকল্প কর্মকর্তাদের থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পান, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১২৯০ জন। প্রায় ৩৯.০ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, কৃষি চাষ করে লাভবান হওয়ার কৌশল সম্পর্কে প্রকল্প কর্মকর্তাদের থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ যথাসময়ে পান না, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ২৪৫ জন (টেবিল ১.৪৭)।

টেবিল ১.৪৭: ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণসহ কৃষি চাষ করে লাভবান হওয়ার কৌশল সম্পর্কে প্রকল্প কর্মকর্তাদের থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্যাদি

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	১২৯০	৮৩.৮	৮৩.৮
	না	২৪৫	১৫.৯	১৫.৯
	জানি না	৫	.৩	.৩
	মোট	১৫৪০	১০০.০	১০০.০

৩.৫.৯ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্যাদি

- প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে আপনার এলাকায় কর্মসংস্থানের পরিবর্তন বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায় কর্মসংস্থানের কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৮৭.৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, বীজ উদ্যোক্তা ও বীজ ব্যবসার সৃষ্টি হয়েছে এবং পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অধিক হারে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত হচ্ছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৩৪৫ জন। প্রায় ১২.৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে শুধুমাত্র এই প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি পেয়ে এ কথা বললে ভুল বলা হবে তারা বলেন এর সাথে আরো অনেক ফ্যাক্টর জরিত, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৯৫ জন (টেবিল ১.৪৮)।

টেবিল ১.৪৮: প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে আপনার এলাকায় কর্মসংস্থানের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি?

		গণসংখ্যা	শতকরা
বৈধ	হ্যাঁ	১৩৪৫	৮৭.৩
	না	১৯৫	১২.৭
	মোট	১৫৪০	১০০.০

- প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে আপনার এলাকায় যেসব পরিবর্তন হয়েছে বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায় কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৯৫.৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে, প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে নতুন জাত ও মানসম্মত বীজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, বীজ উদ্যোক্তা ও বীজ ব্যবসার সৃষ্টি হয়েছে এবং পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অধিক হারে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত হচ্ছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১২৭৭ জন। প্রায় ০.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে শুধুমাত্র এই প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৮ জন (টেবিল ১.৪৯)।

টেবিল ১.৪৯: প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে এলাকায় যেসব পরিবর্তন হয়েছে।

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ গণসংখ্যা
বৈধ	কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে	১২৭৭	৮২.৯	৯৫.৭
	কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে	৫০	৩.২	৩.৭
	অপরিবর্তিত আছে	৮	.৫	.৬
	মোট	১৩৩৫	৮৬.৭	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	২০৫	১৩.৩	
মোট			১০০.০	

- প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি বিষয়ক তথ্যাদি

কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয়েছে কিনা এরূপ প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৭৫.৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে নতুন জাত ও মানসম্মত বীজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, বীজ উদ্যোক্তা ও বীজ ব্যবসার প্রসার লাভ করেছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ১০১৫ জন; প্রায় ১৮.৯ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে শস্য পরিবহন সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ২৫৩ জন; প্রায় ৪.৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে কৃষি শ্রমিক ও দিন মজুরের চাহিদা বেড়েছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৬৩ জন; প্রায় ০.৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে বীজ ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা মোট উত্তরদাতা ১৫৪০ জনের মধ্যে ৬ জন (টেবিল ১.৫০)।

টেবিল ১.৫০: প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে।

		গণসংখ্যা	শতকরা	বৈধ গণসংখ্যা
বৈধ	বীজ ব্যবসার প্রসার লাভ করেছে	১০১৫	৬৫.৯	৭৫.৭
	শস্য পরিবহন সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে	২৫৩	১৬.৪	১৮.৯
	শস্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে	৪	.৩	.৩
	কৃষি শ্রমিক/দিন মজুরের চাহিদা বেড়েছে	৬৩	৪.১	৪.৭
	বীজ ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে	৬	.৪	.৪
	মোট	১৩৪১	৮৭.১	১০০.০
মিসিং	সিস্টেম	১৯৯	১২.৯	
মোট		১৫৪০	১০০.০	

- উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন এবং প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পুরণের মধ্যকার সম্পর্ক

টেবিল ১.৫১: উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা ব্যবহার করে প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পুরণের সাথে এসএমই কৃষক হওয়ার সম্পর্ক

আড়াআড়িটেবিল (Crosstabulation)					
			একজন এসএমই কৃষক কিনা?		
			হ্যাঁ	না	মোট
উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা ব্যবহার করে প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পুরণ	হ্যাঁ	হিসাব	১২২৫	২৭৫	১৫০০
		% সীমার মধ্যে উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা ব্যবহার করে প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পুরণ	৮১.৭%	১৮.৩%	১০০.০%
		% সীমার মধ্যে একজন এসএমই কৃষক	৯৮.৪%	৯৩.২%	৯৭.৪%
		মোট %	৭৯.৫%	১৭.৯%	৯৭.৪%
	না	হিসাব	২০	২০	৪০
		% সীমার মধ্যে উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা ব্যবহার করে প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পুরণ	৫০.০%	৫০.০%	১০০.০%
		% সীমার মধ্যে একজন এসএমই কৃষক	১.৬%	৬.৮%	২.৬%
		মোট %	১.৩%	১.৩%	২.৬%
মোট		হিসাব	১২৪৫	২৯৫	১৫৪০
		% সীমার মধ্যে উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা ব্যবহার করে প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পুরণ	৮০.৮%	১৯.২%	১০০.০%
		% সীমার মধ্যে একজন এসএমই কৃষক	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%
		মোট %	৮০.৮%	১৯.২%	১০০.০%

কাই-বর্গ পরীক্ষা

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	25.228[a]	1	.000		
Continuity Correction[b]	23.225	1	.000		
Likelihood Ratio	19.819	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	25.212	1	.000		
N of Valid Cases	1540				
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.66.					
b. Computed only for a 2x2 table					

যেহেতু p-মানটি আমাদের নির্বাচিত তাৎপর্য স্তরের চেয়ে কম $a = ০.০৫$, তাই আমরা নাল হাইপোথিসিসকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা ব্যবহার করে প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পুরণের সাথে এসএমই কৃষক হওয়ার মধ্যে একটি সীমিত সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ এসএমই কৃষকগণ তাদের প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পুরণে সক্ষম হচ্ছেন। ফলাফলের ভিত্তিতে, বলা যায়, প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পুরণ এবং মানসম্মত ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন $(X^2(২) = ২৫.২২৮, p < .০০১)$ এর মধ্যে একটি সীমিত সম্পর্ক বিদ্যমান।

৩.৫.১০ প্রকল্পের প্রভাব নিবিড় পরিবীক্ষণ ও গুণগত বিশ্লেষণ

-এফজিডি হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

গুণগত বিশ্লেষণের জন্য প্রকল্প এলাকার ৩২ উপজলোর (প্রতিটি নির্বাচিত গ্রামে ১টি করে নিয়ে) মোট ৩২টি এফজিডি করা হয়েছে। প্রত্যেক এফজিডিতে ন্যুনতম ১০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি এফজিডিতে প্রকল্প গ্রামের বিভিন্ন স্তরের লোকজন তথা কৃষক, মৎস্যচাষী, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজের গণ্যমান্য লোকজন, শিক্ষক, ছাত্র সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করার ফলে তাদের কাছ থেকে প্রকল্পের কর্মকান্ড ও এর প্রভাব সংশি- ষ্ট বিভিন্ন গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দলীয় আলোচনাসমূহ এফজিডি গাইডলাইন (পরিশিষ্ট-২) অনুসারে পরিচালিত হয়েছে। এফজিডি গাইডলাইন প্রণয়নে যে সকল বিষয়/সূচক অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হলো- কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল এবং মসলা জাতীয় ফসলের মানসম্মত বীজের সরবরাহ ও বৃদ্ধি; উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি; মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনা এবং মৌ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ এসএমই গঠনের মাধ্যমে মানম্মত বীজ এবং সেই সাথে উৎপাদন প্রযুক্তি সময়মত কৃষকের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে সুবিধাভোগী কৃষকদের দারিদ্রতা দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা, প্রকল্প কর্মকান্ডের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি, প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ, অন্য এলাকায় একই রকম আরো উন্নত প্রকল্পের জন্য সুপারিশ ইত্যাদি।

-কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পটি গ্রহণ করার পূর্বের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থার তুলনা

প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এলাকার অধিকাংশ কৃষকের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। অনেক শিক্ষিত বেকার চাকুরীর পিছনে ছুটতে গিয়ে নিজেকে সর্বশান্ত করেছেন। আগে ধান চাষের পর জমি পড়ে থাকত। খুব বেশী হলে কোন কোন এলাকায় দ্বি ফসলী জমি ছিল। এখন কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রকল্পের সাথে যুক্ত হতে পেরে এলাকার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সৃষ্টি হয়েছে। তারা স্বীকৃতপ্রাপ্ত এসএমই উদ্যোক্তা হিসেবে এবং বীজ ডিলার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই এসএমই বীজ ভান্ডার হিসেবে বীজ ব্যবসাও চালু করেছেন। প্রকল্পে সংযুক্ত হবার পূর্বে আগে তারা মানসম্মত বীজ সম্পর্কে বুঝতে পারতেন না। এখন উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী থেকে তার উৎপাদিত বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করতে পারেন। এখন তারা জানতে পেরেছেন বীজের মান ভাল হলে ফলন ১৫-২০ শতাংশ ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবাদী ও পতিত জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ও বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। তারা প্রকল্প হতে চাষাবাদের জন্য বীজ, সার, কীটনাশক ও অর্থ সহায়তা পেয়েছেন। আগে বিভিন্ন বীজ বিএডিসি হতে ক্রয় করতে হতো এবং সময়মত ভালো মানের বীজ পাওয়া সম্ভভ হতো না। এখন প্রতিটি ইউনিয়নে এসএমই প্রকল্পের উদ্যোক্তা তৈরী হয়েছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে বীজ চাহিদা মেটানো ও কৃষি অফিস তাদের নিকট হতে বীজ ক্রয় করছে। তারা বলেন, এসএমই উদ্যোক্তাগণ সরকার হতে বীজ সংরক্ষণ পাত্র, ওজন মেশিন, প্যাকেট করার জন্য অটোমেটিক সেলাই মেশিন, আদ্রতা পরিমাপক যন্ত্র, বীজ বিক্রয়ের জন্য কৃষি সম্প্রসারণের লোগো যুক্ত প্যাকেটসহ বিভিন্ন জিনিস পেয়েছেন। এসব প্যাকেটে সেলাই মেশিন দ্বারা ভালভাবে সেলাই করে তিনি বীজ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করতেও সক্ষম এবং নিজের বীজ নিজে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও অন্যান্য কৃষকদের মাঝে বিতরণে সচেষ্ট হচ্ছেন।

চিত্র ১: ডোমার উপজেলার বোড়াগাড়ী ইউনিয়নের বাগডোকড়া ব্লকে অনুষ্ঠিত এফজিডি।

চিত্র ২: জলঢাকা উপজেলার গোলমুন্ডা ইউনিয়নের তিলাই ব্লকে অনুষ্ঠিত এফজিডি।

চিত্র ৩: দৌলতপুর উপজেলার খলসি ইউনিয়নের সরমান খানের বাড়ির উঠানে অনুষ্ঠিত এফজিডি।

চিত্র ৪: মধুখালী উপজেলার বাসাট ইউনিয়নের সুজন শেখের বাড়ির উঠানে অনুষ্ঠিত এফজিডি।

চিত্র ৫: পানছড়ি উপজেলার উল্টাপুড়ি ইউনিয়নের বাউরাপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত এফজিডি।

চিত্র ৬: গলাচিপা উপজেলার গোলখালী ইউনিয়নের কিসমৎ হরিদেবপুর মাঠে অনুষ্ঠিত এফজিডি।

চিত্র ৭: সরাইল উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের আছমউল্লাহ্ সাহেবের বাড়ির উঠানে অনুষ্ঠিত এফজিডি।

চিত্র ৮: লাখাই উপজেলার বামৈ ইউনিয়নের আব্দুল মমিনের বাড়ির উঠানে অনুষ্ঠিত এফজিডি।

চিত্র ৯: আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের মাজু মন্ডলপাড়া গ্রামে অনুষ্ঠিত এফজিডি।

চিত্র ১০: মনিরামপুর উপজেলার মনিরামপুর ইউনিয়নের গোবিন্দ কুমার বিশ্বাসের বাড়ির উঠানে অনুষ্ঠিত এফজিডি।

-কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় বীজ উৎপাদ ব্লক (প্রদর্শনী), মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাসন

রবি মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় এসএমই কৃষক কর্তৃক বাস্তবায়িত বীজ উৎপাদন ব্লক (প্রদর্শনী) এর প্রদর্শনীর মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাসন সম্পন্ন হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ২২০০ টি মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাসন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাসনে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং চাষ পদ্ধতি, বীজ উৎপাদন পদ্ধতি, সংরক্ষণ পদ্ধতি ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া বিষয়ে উম্মুক্ত আলোচনা হয় এবং কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সহজলভ্য করার বিষয়ে মতবিনিময় হয়।

চিত্র-১ মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাসন

চিত্র: মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাসন এর পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, জলঢাকা, নীলফামারী এলাকা

বীজ উৎপাদন ব্লক (প্রদর্শনী)

সূর্যমুখীর ব্লক প্রদর্শনী

জলঢাকা উপজেলার গোলমুন্ডা ব্লকের এসএমই কৃষক মোঃ সামসুল এর সূর্যমূখীর বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী করেছেন। ১ একর জমিতে বারি সূর্যমুখী-১ জাতের ব্লক প্রদশনী স্থাপন করা হয়েছে। কৃষক জানান, তিনি ইতোপূর্বে তার জমিতে তেল জাতীয় ফসল হিসেবে স্থানীয় জাতের সরিষা, তিল আবাদ করতেন। উপজেলা কৃষি অফিসারের পরামর্শে বারি সূর্যমূখী-১ জাতের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। কৃষক মোঃ সামসুল জানান, গত বছর বারি সরিষা-১৪ জাতের বীজ উৎপাদন করে স্থানীয় কৃষকের কাছে বেশ সাড়া পেয়েছেন এবং অনেক লাভবান হয়েছেন। এবার রবি মৌসুমে কুষি কর্মকর্তার পরামর্শে বারি সূর্যমূখী চাষ করেছেন। চাষকৃত বারি সূর্যমুখী-১ জাতের ফলন স্থানীয় জাতের অপেক্ষা অনেক বেশি হবে বলে আশা করছেন। তবে বীজ হিসেবে এ জাত বিক্রির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কারণ স্থানীয় কৃষকগণ ব্যবহার করেছেন। তবে বীজ হিসেবে এ জাত বিক্রির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কারণ স্থানীয় কৃষকগণ হাইব্রীড জাত ব্যবহার করেন। এ জাত ও সূর্যমুখী তেলের গুনাগুণ সম্পর্কে ব্যাপারে প্রচারের উদ্যোগ নিতে সবাইকে অনুরোধ জানান। কৃষক জানান, গত বছর প্রকল্প থেকে বীজ সংরক্ষণের জন্য প্লাস্টিকের ৪টি ড্রাম, ২০০ টি পলিব্যাগ, ৩টি বীজ চালুনী, ১টি সিলিং মেশিন ও ১টি ওজন স্কেল পেয়েছেন। তাছাড়া ব্লক প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি বীজ, সার, কীটনাশক ও পরিচর্যা সহায়তা যথাসময়ে পেয়েছেন। তিনি বলেন কৃষক পর্যায় হতে সরকারিভাবে বীজ সংরক্ষণ করলে কৃষকগণ আরো উপকৃত হবে।

চিত্র-২ বীজ উৎপাদন ব্লক (প্রদর্শনী)

চিত্র: মাঠ প্রদর্শনী এলাকা যথাক্রমে ডোমার উপজেলার ব্লক, জলঢাকা উপজেলার ব্লক।

চিত্র: মাঠ প্রদর্শনী এলাকা যথাক্রমে জলঢাকা উপজেলার গোলমুন্ডা ব্লক, নগরকান্দা উপজেলার রামনগর ব্লক, সরাইল উপজেলার নয়াগাঁও ব্লক, মধুখালী উপজেলার বাসাট ব্লক, মনিরামপুর উপজেলার দেবীদাসপুর ব্লক।

খেসারি ব্লক প্রদর্শনী ঃ

নগরকান্দা উপজেলার রামনগর ব্লকের এসএমই কৃষক খলিল ব্যাপারী কাছ থেকে জানা যায় যে, গত বছর ১ একর জমিতে তিনি বারি খেসারি-৩ জাতের ব্লক প্রদর্শনী করেছিলেন। এই জাতের ফসলের মান ভালো, এর আগে তিনি কখনো বারি খেসারি- ৩ জাতের ফসল চাষাবাদ করেন নি। তিনি বলেন খেসারি গাছের ফুলফোটা শুরু হয়েছে। এবার তিনি ভালো ফসল পাবেন বলে আশা করা যায়। স্থানীয় কৃষি অফিস থেকে তিনি মানসম্মত বীজ, সার, কীটনাশক ও পরিচর্যা সহায়তা পেয়েছেন এবং স্থানীয় কৃষি অফিসের কর্মকর্তাগণ তার খেসারি ব্লক কয়েকবার পরিদর্শন করেছেন। গত বছর প্রকল্প থেকে তিনি ১টি ড্রাম ২০০ পলিব্যাগ, ১টি বীজ চালুনী ও ১টি ওজন মিটার পেয়েছেন।

সরিষা ব্লক প্রদর্শনী ঃ

সরাইল উপজেলার নয়াগাঁও ব্লকের এসএমই কৃষক সুয়ের জাকারিয়া এর সরিষার ব্লক প্রদর্শনী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহকালে জানা যায় যে, গত বছর থেকে তিনি বারি সরিষা-১৪ এর বীজ উৎপাদন শুরু করেছেন। সরিষার বীজ বিক্রি করে তিনি বেশ লাভবান হয়েছেন। তিনি এবারও ১ একর জমিতে বীজ উৎপাদনের জন্য বারি সরিষা -১৪ জাতের ব্লক প্রদর্শনী ক্ষেত তৈরি করেছেন। বারি সরিষা ১৪ জাত চাষের পূর্বে তিনি জমিতে স্থানীয় জাতের সরিষা চাষাবাদ করতেন। তখন তার খরচ বাদ দিয়ে লাভ খুব একটা থাকতো না। এ বছর তিনি বারি সরিষার ১৪ জাতের ব্লক প্রদর্শনী দিয়েছেন। তিনি প্রত্যাশা করেন এবার ফলন ভালো হয়েছে। বাজার মূল্য ঠিক থাকলে তিনি অনেক লাভবান হবেন। তিনি বলেন যে, বারি সরিষা ১৪ জাতের বীজ তার এলাকায় ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তিনি প্রকল্প অফিস থেকে ১টি ড্রাম, ১০০টি পলি ব্যাগ, ১টি বীজ চালনি, ১টি সিলিং মেশিন ও ১টি ওজন স্কেল মিটার পেয়েছেন। তিনি এও বলেন যে, স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রকল্পের আওতায় তিনি মানসম্মত প্রয়োজনীয় বীজ, সার, কীটনাশক যথাসময়ে পেয়েছেন এবং প্রকল্প অফিস হতে তিনি কৃষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। কৃষক আরো বলেন যে, স্থানীয় জাতের চেয়ে বারি সরিষা ১৪ জাতের ফলনও ভালো এবং এর থেকে উৎপন্ন তেলের মানও ভালো এবং এর গাছ জমিতে হেলে পড়ে না এবং সরিষার দানা জমিতে ঝরে পড়ে খুব কম। এই বারি সরিষার চাষ শেষ হওয়ার পরেই একই জমিতে বোরো চাষ করা যায়। ফলে বোরো চাষের খরচ কম হয়।

পেঁয়াজের ব্লক প্রদর্শনী ঃ

মধুখালী উপজেলার বাসাট ব্লকের এসএমই কৃষক সুজন শেখ-এর পেঁয়াজ-এর বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী হতে জানা যায় যে, তিনি ১ একর জমিতে বারি পেঁয়াজ-১ জাতের ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন করেছেন। কৃষক জানান তিনি ইতপূর্বে তার জমিতে স্থানীয় জাতের পেঁয়াজ চাষ করতেন। কিন্তু তখন তিনি বীজ উঃপাদন করেন নি। গতবছর উপজলা কৃষি অফিসের মাঠ কর্মকর্তার পরামর্শে বারি পেঁয়াজ ১ জাতের বীজ উৎপাদন শুরু করেছিলেন। তিনি বলেন, প্রকল্প হতে সঠিক সময়ে প্রয়োজন অনুসারে সার ও অন্যান্য উপকরণ সহায়তা পেয়েছেন। তিনি বলেন, স্থানীয় জাতের তুলনায় বারি ১ জাতের ফলন অনেক বেশি হয়েছে। তার ফলন উৎপাদন বেশি হওয়ার কথা পরবর্তী কৃষকগণ পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তার কাছ থেকে এই জাতের পেঁয়াজ চাষের ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন এবং তিনি তাদেরকে বারি- ১ জাতের পেঁয়াজ সরবরাহ করেছেন। কৃষক আরো জানান যে, তারা বারি মৌসুমের পেঁয়াজ চাষাবাদের পাশাপাশি গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষেও আগ্রহী। সেজন্য তারা প্রকল্প থেকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের বীজ ও প্রযুক্তিগত সহযোগীতা প্রদানের জন্য স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন। কৃষক বলেন যে, একজন এসএমই কৃষক হিসেবে নিবন্ধিত হতে পেরে তিনি নিজেকে আনেক সৌভাগ্যবান মনে করেন। তিনি এও বলেন যে, একটি ইউনিয়নে শুধু মাত্র ১ জন করে এসএমই কৃষক যা সংখ্যায় খুবই কম। এসএমই কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা গেলে স্থানীয়ভাবে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা গেলে আমাদের চাহিদা পূরণ হবে।

মসুর-৭ ব্লক প্রদর্শনী ঃ

মনিরামপুর উপজেলার দেবীদাসপুর ব্লকের এসএমই কৃষক গোবিন্দ কুমার বিশ্বাস-এর বারী মসুর-৭ এর বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী হতে জানা যায় যে, তিনি ১ একর জমিতে বারি মসুর-৭ জাতের ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন করেছেন। কৃষক জানান তিনি ইত:পূর্বে তার জমিতে স্থানীয় জাতের মসুর চাষ করতেন। কিন্তু তখন তিনি বীজ উৎপাদন করেন নি। এইবার প্রথম তিনি মসুর বীজ উৎপাদন করেছেন। প্রকল্প এলাকায় ৪টি ড্রাম, ৩টি সীভ (চালুনী), ০২টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টটর, ১টি ময়েশ্চার মিটার, ২টি ওজন মাপক, ১টি সিলিং মেশিন এবং ২০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা উপকরণসমূহ পেয়েছেন। তিনি বলেন, এখানে রাণি মৌমাছির প্রতিপালনে খাদ্যের অভাব ও মৌচাষীদের কারিগরী জ্ঞানের অভাব রয়েছে। অনুসন্ধানের জানা যায়, এসএএও ও বীজচাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে যা সন্তোষজনক। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে।

বারি সয়াবিন-৬ ব্লক প্রদর্শনী ঃ

ডোমার উপজেলার দোলাপাড়া ব্লকের এসএমই কৃষক জাহিদুল ইসলাম-এর বারি সয়াবিন-৬ এর বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী হতে জানা যায় যে, তিনি ১ একর জমিতে বারি সয়াবিন-৬ জাতের ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন করেছেন। কৃষক জানান যে, তিনি ইত:পূর্বে তার জমিতে স্থানীয় জাতের সরিষা চাষ করতেন। এইবারই প্রথম তিনি বারি সয়াবিন-৬ বীজ চাষ করেছেন। তিনি জানান যে প্রকল্প হতে তিনি ৬টি বীজপাত্র, ১টি বীজ চালনি, ১টি সিলিং মেশিন ও ১টি ওজন স্কেল মিটার, ১টি ড্রাম পেয়েছেন। অনুসন্ধানের জানা যায়, ২ ব্যাচ এসএএও ও বীজচাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে যা সন্তোষজনক। বীজপাত্র না দিয়ে মানসম্মত ড্রামের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল তেল ও মসরা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ বাড়ানো প্রয়োজন।

৩.৬ কেআইআই হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ*

টেবিল ৫.১: নেত্রকোণা জেলার নেত্রকোণা সদর উপজেলার কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প শূরুর পূর্ব হতে বর্তমান পর্যন্ত ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

২০১৬-১৭ অর্থ বছর				২০২০-২১ অর্থ বছর				আবাদ বৃদ্ধি (হেক্টর)	উৎপাদন বৃদ্ধি (মে.টন)
ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন(টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন	ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন		
সরিষা	৮২০	১.১০	৭৭০	সরিষা	৮৫০	১.৩৬	১১৬০.২	৩০	৩৯০.২
পেঁয়াজ	৩০	৮.৫	২৫৫	পেঁয়াজ	৪০	৯.১৭৫	৩৬৭	১০	১১২
রসুন	২০	৬.৫	১৩০	রসুন	৩০	৭.০	২১০	১০	৮০
মাসকলাই	৪৫	০.৯০	৪০.৫	মাসকলাই	৫৫	১.০৮	৫৯.৫	১০	১৯

উৎস: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস, নেত্রকোণা সদর, এপ্রিল ২০২১

উপযুক্ত টেবিল ৫.১ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বা তার পূর্বে যে সরিষা আবাদ হতো তা মূলত টরি-৭ ও স্থানীয় জাতের ছিল তাই ফলন কম হতো। বর্তমানে এসএমই কর্তৃক উৎপাদিত আধুনিক জাতের সরিষা (বারি সরিষা-১৪,বারি সরিষা-১৫,বারি সরিষা-১৭ ও বিনা সরিষা-৯) আবাদের ফলে সরিষার ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩৯০.২ মেট্রিক টন। বাজার মূল্য ভাল থাকায় কৃষক লাভবান হচ্ছে এবং কৃষকের নিকট আধুনিক জাত প্রাপ্তি সহজতর হয়েছে। এছাড়া এসএমইর মাধ্যমে রসুন ও মাসকলাই আবাদের ফলে উন্নত জাতের রসুন ও মাসকলাই আবাদে কৃষকদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই এই ধরণের প্রকল্প চলমান থাকলে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলে দেশের ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।

টেবিল ৫.২: হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প শুরুর পূর্ব হতে বর্তমান পর্যন্ত ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

২০১৬-১৭ অর্থছর				২০২০-২১ অর্থবছর				আবাদ বৃদ্ধি (হেক্টর)	উৎপাদন বৃদ্ধি (মেঃটন)
ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হেক্টরে)	ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হেক্টরে)		
সরিষা	১৫০০	০.৮০	১২০০ টন	সরিষা	২৫০০ হে.	১.২০	৩০০০ টন	১০০০	১৮০০

উৎস: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস, হবিগঞ্জ, লাখাই উপজেলা, এপ্রিল ২০২১

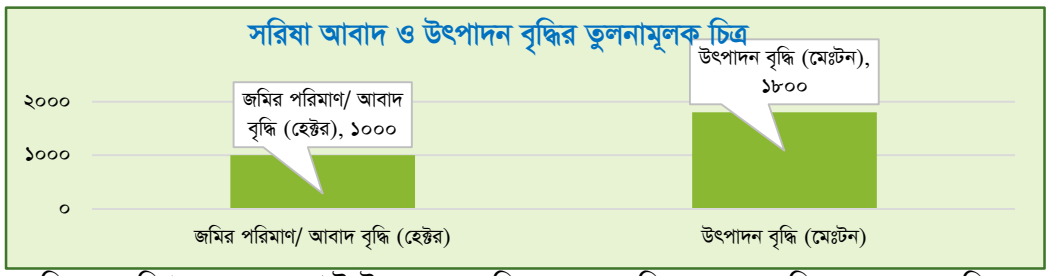

চিত্র ১: হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার সরিষা চাষের জমি ও আবাদ বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

* বি:দ্র: কেআইআই হতে প্রাপ্ত নিচের টেবিলসমূহ শুধু চলমান ডাল, তেল ও মসলা বীজ প্রকল্পের আওতায় উৎপাদন বৃদ্ধির চিত্র।

উপযুক্ত টেবিল ৫.২ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, লাখাই উপজেলা এলাকায় সাধারণত সরিষা বীজ ফসলের চাষাবাদ হয়। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এই উপজেলায় ১৫০০ হেক্টর জমিতে ০.৮০ টন/হেক্টর সরিষা উৎপাদন হয়েছিল। বর্তমানে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২৫০০ হেক্টর জমিতে ১,২০ টন/হেক্টর সরিষা উৎপাদন হয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে কৃষকের বীজের গুণগতমান ও চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফসলের বহুমুখীতা এবং নিবিড়তা বৃদ্ধিতে সরিষা জাতীয় ফসলের উৎপাদন ১৮০০ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবাদের এরিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১০০০ হেক্টর।

টেবিল ৫.৩: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার কৃষক পযার্য়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প শুরুর পূর্ব হতে বর্তমান পর্যন্ত ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছর				২০২০-২০২১ অর্থবছর				আবাদ বৃদ্ধি (হেক্টর)	উৎপাদন বৃদ্ধি (মে: টন)
ফসল	জমির পরিমান	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন	ফসল	জমির পরিমান	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন		
সরিষা	৫৬৫	০.০৯৫	৫৩৬.৭৫	সরিষা	৮৯৫	১.২৫	১১১৮.৭৫	৩৩০	৪১২.৫০
পেঁয়াজ	২৫	১০.০০	২৫০.০০	পেঁয়াজ	৩৫	১২.০০	৪২০.০০	১০	১২০.০০
তিল	০৫	০.৫০০	২.৫০	তিল	০৫	০.৫০০	২.৫০	-	-
মাসকলাই	৩৩০	১.০০	৩৩০.০০	মাসকলাই	১৫০	১.০০	১৫০.০০	-	-

উৎস: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস, সরাইল উপজেলা, ব্রাহ্মণরাড়িয়া, এপ্রিল ২০২১

উপযুক্ত টেবিল ৫.৩ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সরাইল উপজেলা এলাকায় সাধারণত সরিষা, পেঁয়াজ, তিল, ও মাসকালাই, বীজ ফসলের চাষাবাদ হয়। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এই উপজেলায় ৫৬৫ হেক্টর জমিতে ০.০৯৫ টন/হেক্টর সরিষা উৎপাদন হয়েছিল। বর্তমানে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৮৯৫ হেক্টর জমিতে ১.২৫ টন/হেক্টর সরিষা উৎপাদন হয়েছে। অপরদিকে, বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এই উপজেলায় ২৫ হেক্টর জমিতে ১০.০০ টন/হেক্টর পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছিল। বর্তমানে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩৫ হেক্টর জমিতে ১২.০০ টন/হেক্টর পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে কৃষকের বীজের গুণগতমান ও চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফসলের বহুমুখীতা এবং নিবিড়তা বৃদ্ধিতে সরিষা জাতীয় ফসলের উৎপাদন ৪১২.৫০ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবাদের এরিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩৩০ হেক্টর। রোপাআমন ও সরিষার আবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় মাসকলাই ও অন্যান্য ফসলে আবাদ কমেছে।

টেবিল ৫.৪: ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলা কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প শুরুর পূর্ব হতে বর্তমান পর্যন্ত ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

২০১৬-১৭ অর্থছর				২০২০-২১ অর্থবছর				আবাদ বৃদ্ধি (হেক্টর)	উৎপাদন বৃদ্ধি (মেঃটন)
ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হেক্টরে)	ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হেক্টরে)		
সরিষা	৮৮৫	১.২৭	১১২৩.৯৫	সরিষা	৯৫০	১.২৯	১২২৫.৫	৬৫	০.০২
পেঁয়াজ	২৯০০	৯.৩৪	২৭০৮৬	পেঁয়াজ	৩০৪০	১৪.৪২	৪৩৮৩৬.৮	১৪০	৫.০৮
খেসারি	৮২৫	১.৮৬	১৫৩৪.৫	খেসারি	৮৫০	২.০৫	১৭৪২.৫	২৫	০,১৯
মসুর	৪৭৬৫	১.৩৩	৬৩৩৭.৪৫	মসুর	৪৫১০	১.৩৪	৬০৪৩.৪	-২৫৫	০.০১
তিল	২৯০	১.২	৩৪৮	তিল	৩০০	১.২৮	৩৮৪	১০	০.০৮
রসুন	৮২৫	৮.৭৫	৭২১৮.৭৫	রসুন	৯০৫	৮.৮০	৭৯৬৪	৮০	০.০৫
কালোজিরা	৪২০	১.২৫	৫২৫	কালোজিরা	৪৭০	১.২৯	৬০৬.৩	৫০	০.০৪
ধনিয়া	৫৫০	১.৩৭	৭৫৩.৫	ধনিয়া	৫৬০	১.৪	৭৮৪	১০	০.০৩
মুগ	১০	০.৮৫	৮.৫	মুগ	৪০	১.২৫	৫০	৩০	০.৪
মরিচ	২৭০০	৭.৫০	২০২৫০	মরিচ	২৬৯০	৭.৫২	২০২২৮.৮	-২১.২	০.২

উৎস: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস, মধুখালী উপজেলা, ফরিদপুর, এপ্রিল ২০২১

উপযুক্ত টেবিল ৫.৪ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মধুখালী উপজেলা এলাকায় সাধারণত সরিষা, পেঁয়াজ, খেসারি, মসুর, তিল, রসুন, কালোজিরা, ধনিয়া, মুগ ও মরিচ বীজ ফসলের চাষাবাদ হয়। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এই উপজেলায়

২৯০০ হেক্টর জমিতে ৯.৩৪ টন/হেক্টর পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছিল। বর্তমানে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩৪৪০ হেক্টর জমিতে ১৪.৪২ টন/হেক্টর পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে কৃষকের বীজের গুণগতমান ও চাহিদা বৃদ্ধি পেঁয়েছে। ফসলের বহুমুখীতা এবং নিবিড়তা বৃদ্ধিতে পেঁয়াজ জাতীয় ফসলের উৎপাদন ৫.০৮ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবাদের এরিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৪০ হেক্টর। পেঁয়াজ ও খেসারির আবাদ বৃদ্ধি পেলেও মুসুর ও মরিচের আবাদ অপেক্ষাকৃত কমেছে।

টেবিল ৫.৫: মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলা কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প শুরুর পূর্ব হতে বর্তমান পর্যন্ত ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

২০১৬-১৭ অর্থছর				২০২০-২১ অর্থবছর				আবাদ বৃদ্ধি (হেক্টর)	উৎপাদন বৃদ্ধি (মেঃটন)
ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হেক্টরে)	ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হেক্টরে)		
সরিষা	৬১১২	১.০০	৬১১২	সরিষা	৬৪০০	১.৬০	১০২৪০	২৮৮	৪১২৮
পেঁয়াজ	৭৮০	১০.৫০	৮১৯০	পেঁয়াজ	৮৬০	১২.০০	১০৩২০	৮০	২১৩০
খেসারী	৪১৯	১.২০	৫০২.৮০	খেসারী	৫৬০	১.৪০	৭৮৪	১৪১	২৮১.২০
মসুর	১৭	১.১০	১৮.৭০	মসুর	২৬	১.২০	১৯.২০	৯	০.৫০
তিল	৬৫	১.১০	৭১.৫০	তিল	৭০	১.২০	৮৪	৫	১২.৫০

উৎস: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস, ঘিওর উপজেলা, মানিকগঞ্জ, এপ্রিল ২০২১

উপযুক্ত টেবিল ৫.৫ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঘিওর উপজেলা এলাকায় সাধারণত সরিষা, পেঁয়াজ, খেসারি, মসুর, তিল, বীজ ফসলের চাষাবাদ হয়। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এই উপজেলায় ৭৮০ হেক্টর জমিতে ১.০০ টন/হেক্টর পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছিল। বর্তমানে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৮৬০ হেক্টর জমিতে ১২.০০ টন/হেক্টর পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রকল্পের ফলে কৃষকের বীজের গুণগতমান ও চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফসলের বহুমুখীতা এবং নিবিড়তা বৃদ্ধিতে পেঁয়াজ জাতীয় ফসলের উৎপাদন ২১৩০ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবাদের এরিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৮০ হেক্টর। পেঁয়াজ ও সরিষার আবাদ বৃদ্ধি পেলেও মুসুর ও তিল আবাদ অপেক্ষাকৃত কমেছে।

টেবিল ৫.৬: সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলা কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প শুরুর পূর্ব হতে বর্তমান পর্যন্ত ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

২০১৬-১৭ অর্থছর				২০২০-২১ অর্থবছর				আবাদ বৃদ্ধি (হেক্টর)	উৎপাদন বৃদ্ধি (মেঃটন)
ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হেক্টরে)	ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হেক্টরে)		
পেঁয়াজ	১৫	৯.৪	১৪১	পেঁয়াজ	২২	১২	২৬৪	৭	১২৩
রসুন	১৫	৫.২	৭৮	রসুন	১৮	৬	১০৮	৩	৩০
ধনিয়া	১৫	১.২	১৮	ধনিয়া	১৮	১.৫	২৭	৩	৯
মরিচ	১৭৫	১.২	২১০	মরিচ	৩২০	১.৪	৪৪৮	১৪৫	২৩৮
সরিষা	১৮০	১.১	১৯৯	সরিষা	১৯০	১.২	২২৮	১০	২৯
তিল	৫	০.৯	৪.৫	তিল	২	০.৯	১.৮	-৩	০
তিসি	৫	০.৯	৪.৫	তিসি	১	১	১	-৪	০
সূর্যমুখী	০	০	০	সূর্যমুখী	৩০	১.৮	৫৪	৩০	৫৪
চিনাবাদাম	৪৫	১.৮০	৮১	চিনাবাদাম	৫৫	১.৯	১০৫	১০	২৪
মসুর	০	০	০	মসুর	৩	০.৯	২.৭	৩	২.৭
খেসারি	০	০	০	খেসারি	৩	০.৮	২.৪	৩	২.৪
মুগ	০	০	০	মুগ	৩	১	৩	৩	৩
মাসকালাই	১৫	১.০	১৫	মাসকালাই	২০	১.৫	৩০	৫	১৫

উৎস: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস, জামালগঞ্জ উপজেলা, সুনামগঞ্জ, এপ্রিল ২০২১

উপযুক্ত টেবিল ৫.৬ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জামালগঞ্জ উপজেলা এলাকায় সাধারণত সরিষা, পেঁয়াজ, খেসারি, মসুর, তিল, তিসি, রসুন, ধনিয়া, মুগ ও মরিচ বীজ ফসলের চাষাবাদ হয়। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এই উপজেলায় ১৫ হেক্টর জমিতে ৯.৪ টন/হেক্টর পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছিল। বর্তমানে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ২২ হেক্টর জমিতে ১২ টন/হেক্টর পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে কৃষকের বীজের গুণগতমান ও চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফসলের বহুমুখীতা এবং নিবিড়তা বৃদ্ধিতে পেঁয়াজ জাতীয় ফসলের উৎপাদন ১২৩ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবাদের এরিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭ হেক্টর। সূর্যমুখী, মুসুর, মুগ ও খেসারির আবাদ আগে না করা হলেও বর্তমানে প্রকল্পের সহায়য়তায় সূর্যমুখী, মুসুর, মুগ ও খেসারির বীজ আবাদ করা হচ্ছে। তবে তিল ও তিসির উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কমেছে।

টেবিল ৫.৭: বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলা কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প শুরুর পূর্ব হতে বর্তমান পর্যন্ত ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

২০১৬-১৭ অর্থছর				২০২০-২১ অর্থবছর				আবাদ বৃদ্ধি (হেক্টর)	উৎপাদন বৃদ্ধি (মেঃটন)
ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হেক্টরে)	ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হেক্টরে)		
সরিষা	৬০০	১.১০	৬৬০	সরিষা	৭৫০	১.৩০	৯৭৫	১৫০	৩১৫
পেঁয়াজ	২৭০	৯.৫০	২৫৬৫	পেঁয়াজ	৩২০	১০.০০	৩২০০	৫০	৬৩৫
মসুর	২	১.৪০	২.৮০	মসুর	৪	১৫০	৬৫০	৩	৩.২০
তিল	২	০.৯০	১.৮০	তিল	৩	১.০০	৩.০০	১	১.২০
মাসকালাই	৭০	১.৭০	১১৯	মাসকালাই	৮০	১.৮০	১৪৪	১০	২৫
রসুন	৬৫	৮.০০	৫২০	রসুন	৭০	৮.২৫	৫৯৫	৫	৭৫
মরিচ	৩০০	২৪	৭২০০	মরিচ	৩৫০	২৫	৮৭৫০	৫০	১৫৫০

উৎস: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস, শিবগঞ্জ উপজেলা, বগুড়া, এপ্রিল ২০২১

উপযুক্ত টেবিল ৫.৭ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শিবগঞ্জ উপজেলা এলাকায় সরিষা, পেঁয়াজ, মসুর, তিল, মাসকালাই, রসুন ও মরিচ বীজ ফসল চাষাবাদ হয়। গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এই উপজেলায় ৬০০ হেক্টর জমিতে ১.১০ টন/হেক্টর সরিষা উৎপাদন হয়েছিল। বর্তমানে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৭৫০ হেক্টর জমিতে ১.৩০ টন/হেক্টর সরিষা উৎপাদন হয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে কৃষকের বীজের গুণগতমান ও চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফসলের বহুমুখীতা এবং নিবিড়তা বৃদ্ধিতে সরিষা জাতীয় ফসলের উৎপাদন ৩১৫ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আবাদের এরিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৫০ হেক্টর। অনুরূপভাবে, পেঁয়াজ, মসুর, তিল, মাসকালাই, রসুন ও মরিচ বীজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি যেছে যথাক্রমে ৩১৫ মেট্রিক টন, ৬৩৫মেট্রিক টন, ৩.২০মেট্রিক টন, ১.২০মেট্রিক টন, ২৫মেট্রিক টন, ৭৫মেট্রিক টন, এবং ১৫৫০ মেট্রিক টন।

টেবিল ৫.৮: খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলা কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প শুরুর পূর্ব হতে বর্তমান পর্যন্ত ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

২০১৬-১৭ অর্থছর				২০২০-২১ অর্থবছর				আবাদ বৃদ্ধি (হেক্টর)	উৎপাদন বৃদ্ধি (মেঃটন)
ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হেক্টরে)	ফসল	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হেক্টরে)		
সরিষা	২৮	১.১	৩০.৮	সরিষা	৩৫	১.২৫	৪৩.৭৫	৭	১২.৯৫
পেঁয়াজ	-	-	-	পেঁয়াজ	-	-	-	-	-
খেসারী	-	-	-	খেসারী	-	-	-	-	-
মসুর	-	-	-	মসুর	-	-	-	-	-
তিল	৭	১	৭	তিল	১০	১.১২	১১.১২	৩	৪.২
বাদাম	৮	১.২০	৯.৬	বাদাম	১২	১.৭০	২০.৪	৪	১০.৮
আদা	৩৪০	১১	৩৭৪০	আদা	৩৫০	১১	৩৮৫০	-১০	১১০
হলুদ	৬০০	৪.২	২৫২০	হলুদ	৬২২	৪.৫	২৭৯৯	২২	২৭৯

উৎস: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস, পানছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি, এপ্রিল ২০২১

উপযুক্ত টেবিল ৫.৮ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পানছড়ি উপজেলা এলাকায় সাধারণত সরিষা, তিল, বাদাম, আদা ও হলুদ বীজ ফসলের চাষাবাদ হয়। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এই উপজেলায় ২৮ হেক্টর জমিতে ১.১ টন/হেক্টর পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছিল। বর্তমানে ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩৫ হেক্টর জমিতে ১.২৫ টন/হেক্টর পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে সরিষা তেলের চাহিদা বেশি থাকায় সরিষার উৎপাদন বেড়েছে। আদা ও হলুদ চাষীর পরিমাণ বেড়েছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে আত্র উপজেলায় ডাল জাতীয় ফসলের কোন আবাদ হয় না। তবে বৃক্ষ ও গুল্ম জাতীয় মসলা যেমনঃ তেজপাতা, গোলমরিচ ও দারুচিনি আবাদের সম্ভাবনা রয়েছে।

টেবিল ৫.৯: নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলায় কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প শুরুর পূর্ব হতে বর্তমান পর্যন্ত ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

২০১৬-১৭ অর্থছর				২০২০-২১ অর্থবছর				আবাদ বৃদ্ধি (হেক্টর)	উৎপাদন বৃদ্ধি (মেঃটন)
ফসল	জমির পরিমাণ	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন	ফসল	জমির পরিমাণ	ফলন (টন/হেক্টর)	মোট উৎপাদন		
সরিষা	৬৬৫	১.২৫	৮৩১.২৫	সরিষা	৯৩০	১.৪৫	১৩৪৮.৫	২৬৫	৫১৭.২৫
পেঁয়াজ	৩৫	১২	৪২০	পেঁয়াজ	৪০	১৩	৫২০	৫	১০০
আদা	২২৫	৩০	৬৭৫০	আদা	২৪৫	৩১	৭৫৯৫	২০	৮৪৫
সয়াবিন	৫	১.৫	৭.৫	সয়াবিন	১০	১.৭	১৭	৫	৯.৫
তিল	২	১.২	২.৪	তিল	৩	১.৩	৩.৯	১	১.৫
চিনাবাদাম	১৩	১.৩	১৬.৯	চিনাবাদাম	১৫	১.৫	২২.৫	২	৫.৬
রসুন	১৬৫	১০	১৬৫০	রসুন	১৮০	১২	২১৬০	১৫	৫১০

উৎস: উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস, জলঢাকা উপজেলা, নীলফামারী, এপ্রিল ২০২১

উপযুক্ত টেবিল ৫.৯ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ডাল, তেল ও মসলা ফসল আবাদে যেমন এলাকা সম্প্রসারণ হয়েছে তেমন উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

টেবিল ৫.১০: কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে নমুনাকৃত উপজেলায় ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সম্ভাব্য আয় বৃদ্ধির পরিসংখ্যান

বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (Descriptive Statistics)				
বীজ ফসলের নাম	নমুনা উপজেলার সংখ্যা (বীজ আবাদ এরিয়া)	বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ (মোট কেজি)	বিএডিসি' কর্তৃক নির্ধারিত বীজের বিক্রয় মূল্য (প্রতি কেজি)	বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি হতে সম্ভাব্য আয় (টাকায়)
মসুর	৪	৬৪১০	১২২	৭৮২,০২০
মুগ	২	৩৪০০	১১০	৩৭৪,০০০
মাসকলাই	৩	৫৯০০০	১০৮	৬,৩৭২,০০০
খেসারী	৩	২৮৩৭৯০৮	৯০	২৫,৫৪১,১০০
সরিষা	৯	৭৬০৪৯২০	৮৮	৬৬৯,২৩২,৯৬০
তিল	৫	১৯১৩০	১০০	১,৯১৩,০০০
সয়াবিন	১	৯৫০০	৯৪	৮৯৩,০০০
সূর্যমুখী	১	৫৪০০০	১০৮	৫,৮৩২,০০০
চীনাবাদাম	২	২৯৬০০	১২৬	৩,৭২৯,৬০০
পেঁয়াজ	৭	৩২২৫০৮০	৪৫০০	১৪,৫১২,৮৬০০০০
রসুন	৫	৬৯৫০৫০	১২০	৮৩,৪০৬,০০০
হলুদ	১	২৭৯০০০	৪০০	১১১,৬০০,০০০
মোট বীজ উৎপাদন বাবদ আয় হবার সম্ভাবনা				**১৫,৪২২,৫৩৫,৬৮০**

প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে (২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায়) ফসল আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, নমুনাকৃত উপজেলাসমূহ হতে সর্বমোট ১৫,৪২২,৫৩৫,৬৮০/-(এক হাজার পাঁচশত বিয়াল্লিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ পাঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত আশি) টাকার বীজ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বাস্তব পর্যবেক্ষণের আলোকে দেখা যায় যে কৃষকগণ আবাদকৃত সকল বীজ মানসম্মত বীজ হিসেবে সংরক্ষণ করার সক্ষমতা এখনও অর্জন করেনি বিধায় প্রকল্পের আওতায় গঠনকৃত এসএমইগুলোর অধিকতর সক্ষমতা তৈরি করার আবশ্যকতা রয়েছে। সাধারণ অভিক্ষেপণ (projection) এর ধারণা অনুযায়ী একজন কৃষক তার উৎপাদিত বীজের এক-তৃতীয়াংশ মানসম্মত বীজ হিসেবে সংরক্ষণ করে এবং কিছু বীজ ফসল খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে ও বাকীগুলো বিক্রয় করে নিজেদের দৈনন্দিন আর্থিক চাহিদা মেটায়। সেই হিসেবে ২০২০-২০২১ সালে প্রাক্কলিত (estimation) বীজ উৎপাদন বাবদ আয় হবে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। নথিপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, এসএমই কৃষক কর্তৃক ২০১৮-১৯ সনে ১২ কোটি এবং ২০১৯-২০ সনে ১৬ কোটি টাকার বীজ উৎপাদিত হয়েছে (লেখচিত্র ১.৯)।

লেখচিত্র ১.৯ বীজ উৎপাদন বাবদ আয়
(কোটি টাকা)

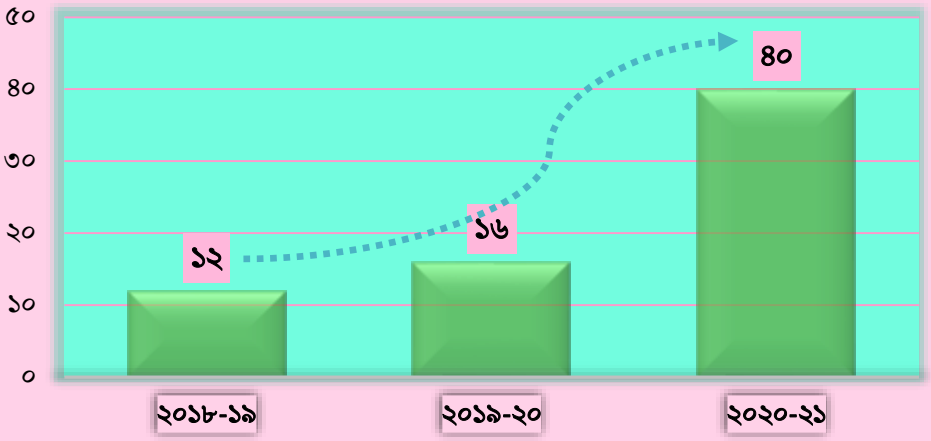

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে কেআইআই পদ্ধতিতে সংগ্রহীত তথ্যাদির সারসংক্ষেপ

প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত মুখ্য ব্যক্তিবর্গ তথা প্রকল্প পরিচালক, পরামর্শদাতা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, জেলা অফিস, আঞ্চলিক অফিস পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট ২৬টি কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সকল কেআইআই এর তথ্যের আলোকে দেখা যায়, বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা অনুযায়ী যে পরিমাণ ভোজ্য তেল প্রয়োজন, উৎপাদনে ঘাটতি থাকে তার ৭০ শতাংশ। একইভাবে ডালের চাহিদা ৬০ শতাংশ এবং মসলার চাহিদা ২৮-৩০ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে ভোজ্য তেলের চাহিদা ১০ দশমিক ৫১ লাখ মেট্রিক টন, যেখেনে উৎপাদন হচ্ছে ৩ দশমিক ৫২ লাখ মেট্রিক টন। বছরে ২৬ দশমিক ২৮ লাখ মেট্রিক টন ডালের চাহিদা থাকলেও উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে মাত্র ৯ দশমিক ৯১ লাখ মেট্রিক টন। বছরে ৪০ দশমিক ৪ লাখ মেট্রিক টন মসলার চাহিদা থাকলেও এখন পর্যন্ত উৎপাদন সম্ভব হয়েছে মাত্র ৩১ দশমিক ৪০ লাখ মেট্রিক টন।

টেবিল ৫.১১: ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক চাহিদা, উৎপাদন ও আমদানী-রপ্তানি বিষয়ক পরিসংখ্যান

ফসলের নাম	বার্ষিক চাহিদা (লক্ষ মে:টন)	বার্ষিক উৎপাদন (লক্ষ মে:টন)	উৎপাদন ঘাটতি (লক্ষ মে:টন)	উৎপাদন ঘাটতি (%)	২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমদানী বাবদ ব্যয় (কোটি টাকায়)	২০২৩ সালের মধ্যে প্রাক্কলিত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে (প্রায়)
ভোজ্য তেল	১০.৫১	৩.৫২	৬.৯৯	৬৬.৫১%	১৪,৪৩২	১২.০৭
ডাল	২৬.২৮	৯.৯১	১৬.৩৭	৬২.৩০%	৫,৪৯২	১১.২২
মসলা	৪০.৪০	৩১.৪০	৯.০০	২৮.৬৭%	৩,৪৫৭	৪০.৭৭

কেআইআই এর তথ্য বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, ২০২৩ সালের মধ্যে তেলের উৎপাদন বাড়িয়ে ১২ দশমিক ০৭ লাখ মেট্রিক টন, ডাল ১১ দশমিক ২২২ লাখ মেট্রিক টন, মসলা ৪০ দশমিক ৭৭৪ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে।

অর্থাৎ প্রকল্পটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় পণ্যের ২০ শতাংশ আমদানি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাব মতে বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ভোজ্য তেল আমদানি হয়েছে ১৪ হাজার ৪৩২ কোটি টাকার, তেলবীজ ৫ হাজার ৪৯২ কোটি টাকার, এবং তিন হাজার ৪৫৭ কোটি টাকার ডাল জাতীয় খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছিল। তবে প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ২৮ কোটি টাকার ডাল তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদিত হয়েছে। কেআইআই থেকে আরও যে সব বিষয় উঠে এসেছে তার সম্বলিত তথ্য নিম্নে একত্রিকরণ করে প্রদান করা হলঃ

- ✓ সরবরাহকৃত মেশিনগুলোর যান্ত্রিক ত্রুটি নিরসনে প্রকল্প হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- ✓ প্রকল্প হতে মৌ বাক্স স্থাপন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও রাণী মৌমাছি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
- ✓ উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে কৃষক পযার্য়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- ✓ প্রকল্পের আওতায় এসএমই কৃষকদের বীজ বাজারজাতকরণের সুবিধার জন্য কৃষক-বেসরকারি/সরকারি প্রতিষ্ঠান লিংকেজ তৈরি করা য়েতে পারে।
- ✓ বীজ ব্যবসায়ী হিসেবে বাজারে নিজের প্রবেশাধিকার আরোও গতিশীল ও গ্রহণযোগ্য করতে সরবরাহকৃত বীজ প্যাকেট আরোও উন্নত ও তথ্যবহুল ও চিত্তাকর্ষক করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বেসরকারি বীজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্যাকেটের নমুনা যাচাই করা যেতে পারে।
- ✓ এই প্রকল্পের ফলে কৃষকের উৎপাদিত বীজের গুণগতমান ও স্থানীয় বাজার চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বলা প্রয়োজন এসএমই কৃষক কর্তৃক ২০১৮-১৯ সনে ১২ কোটি এবং ২০১৯-২০ সনে ১৬ কোটি টাকার বীজ উৎপাদিত হয়েছে। ২০২০-২০২১ সালে বীজ উৎপাদন বাবদ আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪০ কোটি টাকা।
- ✓ অনাবাদি জমি আবাদের আওতায় এবং তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ✓ শস্যের নিবিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক পরিবার আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও লাভবান হয়েছে।
- ✓ বীজের সহজলোভ্যতা এবং প্রাপ্তিতে এসএমই কৃষকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- ✓ ফসলের বহুমুখীতা এবং নিবিড়তা বৃদ্ধিতে তেল বীজ জাতীয় ফসলের উৎপাদন এবং আবাদের এরিয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ✓ প্রকল্পের শুরুতে যে ব্লক প্রদর্শনী করা হয়েছিল তা এখন গড়ে ১শত থেকে ২শত জনের নিকট সম্প্রসারিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা ২৬৭৮৪টি ।
- ✓ প্রকল্পটি কৃষকের জীবনমান ও পুষ্টি চাহিদা পুরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।
- ✓ প্রকল্পের দূর্বল দিক হলো প্রদর্শনীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম।
- ✓ এসএমই কৃষকের বাইরে কৃষকদের অন্তর্ভূক্ত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ✓ কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী (অঞ্চল ভেদে) ডাল, তেল ও মসলা, বীজ এর মানসম্মত জাত প্রদান করতে হবে।
- ✓ কৃষক পর্যায়ে মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন।
- ✓ কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ জাতীয় ফসলের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ✓ সাধারণ মানুষ সরিষার তেলের প্রতি আকৃষ্ট করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ✓ প্রকল্পের সবল দিক হলো সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর থাকায় বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ✓ এসএমই কৃষকের পাশাপাশি সাধারণ কৃষকগণও বীজ ব্যবসায়ী হিসেবে সম্পৃক্ত হচ্ছেন।
- ✓ এসএমই এর বাইরের কৃষককে প্রদর্শনীর আওতায় আনা যায় নি।
- ✓ প্রকল্পের মাধ্যমে যে সব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো বীজ ব্যবসা এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
- ✓ প্রকল্পের অন্যতম ঝুঁকি হলো সঠিক সময়ে বীজ সরবরাহ না করা এবং প্রকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা করা।
- ✓ প্রকল্পের আওতায় প্রদেয় সকল প্রকার মালামাল সঠিক সময়ে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- ✓ এ পর্যন্ত প্রশিক্ষিত ব্যক্তি /কৃষকের সংখ্যা : পুরুষ ১৩৫০০, মহিলা ৪৫০০। প্রকল্পের আওতায় আরো উপজেলায় অধিক সংখ্যক কৃষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা।
- ✓ তেল ও মসলার চাষ হওয়ায় ফসল চাষে ভিন্নতা এসেছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির চাহিদা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।
- ✓ সরিষা চাষ করার পর একই জমিতে মুগ, ফেলন আন্ত ফসল হিসেবে চাষ করা যায়।
- ✓ কৃষকের জন্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ✓ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আরো প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে তারা নিয়মিত তদারকি করতে পারেন।

- ✓ এ পর্যন্ত উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ সংখ্যা : ৮৫ ব্যাচ, আয়োজিত মাঠ দিবস /চাষী র‍্যালীর সংখ্যা ৯৪১৯টি, যোগদানকারী কৃষকের সংখ্যা : পুরুষ, ২০০০, মহিলা, ৫০ জন, কর্মকর্তা-৪২৫; তবে কৃষক পর্যায়ে আরো উদ্বুদ্ধকরণ শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- ✓ প্রকল্পটির ফলে তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনে কৃষকের আগ্রহ বেড়েছে ১০০ ভাগ।
- ✓ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এসএমই কৃষকের কাছ থেকে স্থানীয় কৃষক ভালো মানের বীজ ক্রয় করতে পারছে।
- ✓ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসএমই বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণা লাভ করছেন।
- ✓ চাষ সম্পর্কিত কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করা এবং সরকারিভাবে ক্রয়ের কোন ব্যবস্থা না থাকা।
- ✓ প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ হলে কৃষকের আগ্রহ যাতে না কমে সে বিষয়ে আগে থেকেই দৃষ্টি দিতে হবে।
- ✓ কৃষক পর্যায়ে আরো কিছু মানসম্মত ড্রাম সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- ✓ প্রকল্পটির উন্নয়নে এলাকাভিত্তিক ব্লক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ✓ এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন আধুনিক উপকরণ বিতরণ করা সম্ভব।
- ✓ উৎপাদিত বীজ বিক্রির স্বল্পতা এবং এসএমই কৃষকদের আগ্রহ ও উৎসাহ ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ রয়েছে।
- ✓ কোন কোন এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে ফসল উৎপাদনে সাব মার্জিবল পাম্পের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে।
- ✓ মৌসুম চলাকালীন সময়ে এসএমইদের ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করলে মান সম্মত বীজ উৎপাদনে কৃষক আরো আগ্রহী হবে।
- ✓ বীজ উদ্যোক্তা হিসেবে কৃষককে তৈরি এবং বীজ ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত বিতরণকৃত ভিত্তি বীজ বিগত ৩ বছরে ৪৫৭৫ মেট্রিক টন (শুধুমাত্র প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে);
- ✓ স্থানীয়ভাবে বীজ সংরক্ষণ প্রযুক্তি জ্ঞান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- ✓ বীজ সংরক্ষণে মানসম্মত উপায় অবলম্বনে বীজ সংরক্ষণ নিরাপত্তা বাড়বে।
- ✓ এলাকা ভিত্তিক ব্র্যান্ডেড ফসল চাষাবাদে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। চাহিদামাফিক উন্নত বীজ ও উপকরণ সঠিক সময়ে সরবরাহ করতে হবে।
- ✓ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি বিজ্ঞানীদের নতুন জাত (হাওর, চর, লবনাক্ত, পাহাড়ী জাত উপযোগী) সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।
- ✓ বাজার সংযোগে সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।
- ✓ প্রতিটি উপজেলায় একটি করে বীজ সংরক্ষণাগার স্থাপন করা যেতে পারে।
- ✓ রাজস্বখাতে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করে আরো কয়েক বছর এসএমইদেরকে উপকরণ সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত কেআইআই-এর তথ্য বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, কৃষক পর্যয়ে ডাল, তেল ও মসলার বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত উপযোগিতা, বাস্তবায়ন সমস্যা ও বাস্তবায়ন পরবর্তী সুবিধাভোগী এসএমই কৃষকদের জীবনমানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো নজর দিতে হবে। কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল এবং মসলা বীজ জাতীয় ফসলের মানসম্মত বীজের সরবরাহ ও বৃদ্ধি; উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি; ডাল, তেল ও মসলার দেশীয় ঘাটতি পূরণ তথা আমদানী হ্রাস করা ; মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনা এবং মৌ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; ইউনিয়ন ভিক্তিক বীজ এসএমই গঠনের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ এবং সেই সাথে উৎপাদন প্রযুক্তি সময়মত কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে সুবিধাভোগী কৃষকদের দারিদ্রতা দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটি কৃষক পর্যায়ে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে ডাল, তেল ও মসলার বীজ উৎপাদন বিষয়ক কৃষি ও কৃষিজাত ব্যবসা-বাণিজ্যেও আমুল পরিবর্তন সাধিত হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

৩.৭ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প- ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য ৪ই এপ্রিল, ২০২১ ইং তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে মানিকগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিস কার্যালয়ে স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সন্মানিত প্রধান অতিথির বক্তব্য ও কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন জনাব মোঃ আফজল হোসেন, মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কৃষিবিদ খায়রুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত), জনাব আইনুর আক্তার পান্না, পরিচালক (উপসচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়; জনাব মোঃ হারুন অর রশীদ, পরিচালক (উপসচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি); ইস্কার্ফ কনসালটিং সার্ভিসেস এর টীম লিডার জনাব কৃষিবিদ ড. আব্দুর রাজ্জাক; মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব ড. আহসান হাবিব, ইস্কার্ফ কনসালটিং সার্ভিসেস এর চেয়ারম্যান ও আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ; সভাপতির বক্তব্য প্রদান করেন জনাব শেখ বিপুল হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার, ঘিওর, মোনিকগঞ্জ; প্রজেক্ট কো-অডিনেটর, ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনী চাষী, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রমূখ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন।

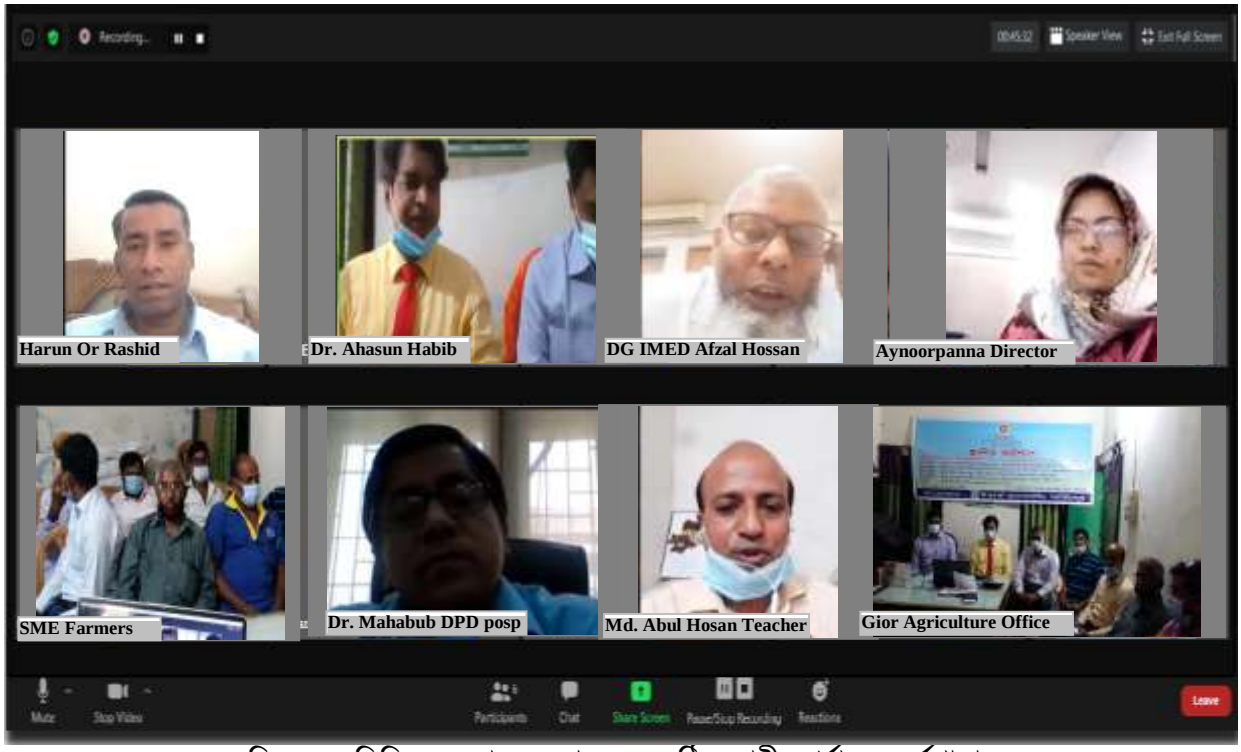

চিত্র ৫.১: ভিডিও কনফারেন্সে মাধ্যমে অনুষ্ঠিত স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

কর্মশালায় কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের প্রভাবে এসএমই কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে এ বিষয়ে মতামত/সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়। স্থানীয় কর্মশালায় স্টেকহোল্ডারগণ নিম্নোক্ত বিষয়াদির প্রতি আলোকপাত করেনঃ

- কৃষক পর্যায়ে এখনো মানসম্মত ভাল বীজের অনেক অভাব রয়েছে।
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনের কারণে বীজ উদ্যোক্তা (এসএমই) তৈরী হয়েছে।
- এসএমইগণ প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বীজ গ্রেডিং করাসহ বীজ সংরক্ষণ পাত্রে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করছে এবং বীজের গুণগত মান বজায় রাখছে।
- এর মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের আধুনিক জাতের মানসম্মত বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।
- বীজ উদ্যোক্তার (এসএমই) নিকট থেকে অন্যান্য কৃষক বীজ ক্রয় করে তারাও বেশি উৎপাদন করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।
- সর্বোপরি অন্যান্য সাধারণ কৃষকগণ এসএমইগণের বীজ ভাল বীজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বীজের সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে বীজ উদ্যোক্তা (এসএমই) একজন করে রয়েছে। এসএমই'র সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে মনে হয় যাতে স্থানীয়ভাবে মানসম্মত বীজের চাহিদা মেটানো যায়।

৩.৮ কেস স্টাডির বিবরণ

কেস স্টাডি # ১ মোঃ আব্দুল মমিন

মোঃ আব্দুল মমিন। বয়স ৬০ বছর। পিতা মৃত করিম হোসেন। মাতা তাড়াবান বিবি। তিনি হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার বামৈ পশ্চিম গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ও একজন সফল সরিষা চাষী ও পাওয়ার টিলার চালক। তিনি এক বছর পূর্বে এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নতজাতের বারি-১৪ সরিষা চাষের প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আগে তার পারিবারিক অবস্থা অসচ্ছল ছিল। পাওয়ার টিলার চালিয়ে কোন রকমে তার পরিবার চালাতেন। মাসে প্রায় ৫-৭ হাজার টাকায় এবং উৎপাদিত নিজস্ব সামান্য চাল ও ধনিয়া ছিল। প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। বর্তমানে তিনি প্রকল্পের আওতায় ১ একরে ১২ মনের মতো সরিষা পান। তার বাৎসরিক আয় বেড়েছে। পারিবারিকভাবে অনেকটা সচ্ছল হয়েছেন। আগে যে জমিতে ৩/৫ মণ সরিষা হতো এখন সে জমিতে ১০-১২ মণ সরিষা উৎপন্ন করেন। সরিষার বীজ ভালোভাবে সংরক্ষণের ফলে বিক্রি করে ভালো মুনাফা পান এবং পাশাপাশি তিনি মৌচাষ করেন ফলে তার কীটনাশকও কম লাগে। পূর্বে পাওয়ার টিলার শুধু সিজনে চালাতেন। এখন সরিষা প্যাকেট সিলিং করেন, সরিষা বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে অনেকটা সময় কাজে ব্যস্ত থাকেন। এভাবে তার পেশার উন্নতি হয়েছে বলে তিনি জানান। বামৈ ইউনিয়নের এসএএও আলহাজ আলী তাকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং এসএমই এর মাধ্যমে পাশের গ্রামের আব্দুল হকের সফলতা তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি জানান, প্রকল্প অফিস থেকে ১টি ড্রাম, ১০০টি পলি ব্যাগ, ১টি বীজ চালুনী, ১টি সিলিং মেশিন ও ১টি ওজন স্কেল মিটার পেয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে, স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রকল্পের আওতায় তিনি মানসম্মত প্রয়োজনীয় বীজ, সার, কীটনাশক পেয়েছেন এবং প্রকল্প অফিস হতে তিনি কৃষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এসএমই এর নতুন সদস্য না নেওয়ায় ৮-১০ জন তার থেকে বীজ নিয়ে নিজ উদ্যোগে সরিষা চাষ করছেন। তার জমির উৎপাদিত বীজ বিএডিসির থেকে মান ভালো হওয়ায় তিনি বিএডিসি থেকেও দাম ১০ টাকা বেশি পান। তবে আরো ২৩-২৫ জন তার কাছে এই বারি-১৪ সরিষা বীজ নেওয়ার কথা জানিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আগে তিনি শুধু আমন চাষ করতেন। বাকী পুরোটা সময় জমি পড়ে থাকতো। কিন্তু এখন বারি-১৪ সরিষা চাষের মাধ্যমে জমি কাজে লাগাচ্ছেন। প্রযুক্তি ব্যবহারে চাষাবাদ সহজ এবং ভালো বীজ পাওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। প্রকল্পটির কারণে তিনি এও জেনেছেন যে সরিষা চাষে বাড়তি চাষ প্রয়োজন হয় না। কৃষক আরো বলেন যে, স্থানীয় জাতের চেয়ে বারি সরিষা ১৪ জাতের ফলনও ভালো এবং এর থেকে উৎপাদিত তেলের মানও ভালো এবং এর গাছ জমিতে হেলে পড়ে না এবং সরিষার দানা জমিতে ঝরে পড়ে খুব কম। এই বারি সরিষার চাষ শেষ হওয়ার পরেই একই জমিতে বোরো চাষ করা যায়। ফলে বোরো চাষের খরচ কম হয়। চালুনী এবং বীজপাত্র পাওয়ায় ফসল সংগ্রহত্তোর ক্ষতি কমেছে। মৌবক্স স্থাপনের মাধ্যমে কীটনাশকের খরচ হ্রাস পেয়েছে। প্রকল্পটির কল্যাণে গ্রামীণ পর্যায়ে বীজ ব্যবসা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বীজ সংগ্রহের কাজে যুক্ত হয়ে অনেকে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। প্রকল্পটির অনেক অবদান আছে তবে এসএমইর সংখ্যা বাড়ানো গেলে আরো অনেকেই লাভবান হতে পারবে। প্রকল্পটির কারণে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে বীজ উৎপাদন, বীজ সংরক্ষণ এবং বীজ বিপণনের মাধ্যমে অনেক মৌসুমী বেকার এ কাজে জড়িত হচ্ছেন। প্রকল্পটি তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে এবং অত্র এলাকার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। সর্বোপরি বীজ ব্যবসার সূচনা করছে। তবে তিনি কৃষি প্রদর্শনী, মাঠ দিবস ও কৃষক ভ্রমণ অয়োজনের জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন।

ছবি: সরিষা চাষী জনাব আব্দুল মোমিন মিয়া, লাখাই, হবিগঞ্জ, সিলেট।

কেস স্টাডি # ২ গবিন্দ কুমার বিশ্বাস

গবিন্দ কুমার বিশ্বাস। বয়স ৫৫ বছর। পিতা মৃত বিমল চন্দ্র বিশ্বাস ও মাতা কালিদাসী। তিনি যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ৬ নং মনিরামপুর ইউনিয়নের দেবীদাসপুর গ্রামের একজন সফল মসুর ডাল চাষী। ঠাকুর দাদার অমল থেকেই তিনি এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা ও একজন পাট চাষীও। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে তার মাসিক আয় ছিল প্রায় ৭০০০ টাকার মতো। তিনি এক একর জমিতে বারি মুসুর-৬ জাতের ডাল চাষ করেছিলেন। তিনি প্রকল্প অফিস হতে মোট ১৪ কেজি মসুর বীজ বিনা মূল্যে পেয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি গত বছর প্রকল্প থেকে ৪টি ড্রাম, ১০০টি পলিব্যাগ, ৩টি বীজ চালুনী, ১টি সিলিং মেশিন ও ১টি ওজন স্কেল পেয়েছিলেন। তবে তিনি জানান তাকে জার্মিশন পরীক্ষা করার মেশিন দেওয়া হয়নি। এই ১৪ কেজি মসুর বীজ হতে তার বীজ ব্লক প্রদর্শনীর জমিতে ৭৬০ কেজি বারি মসুর-৬ বীজ উৎপাদিত হয়েছিল যা তিনি ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রয় করেছিলেন এবং প্রায় ৭৬ হাজার টাকা আয় হয়েছিল। তিনি বলেন তার বারি মসুর-৬ বীজ প্রদশনী হতে এলাকার ৩৫ থেকে ৪০ জন কৃষক অনুপ্রাণিত হয়ে তার কাছ থেকে মানসম্মত বীজ সংগ্রহ করেছেন। এজন্য তিনি মনিরামপুর অঞ্চলের শ্রেষ্ট বারি মসুর-৬ বীজ উৎপাদনকারী হিসেবে সম্মানিত হন। মনিরামপুর কৃষি অফিস এ বছর তার নিকট হতে ৮০ কেজি বীজ ১০০ টাকা কেজি দরে ক্রয় করেছেন। তিনি বলেন, প্রতি ইউনিয়নে মাত্র একজন করে এসএমই কৃষক আছে এবং মনিরামপুর উপজেলায় মোট ১৮ জন এসএমই কৃষক রয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। প্রকল্পের সাথে যুক্ত হতে পেরে তিনি এখন বাড়ির কাজ ও বীজ বিপণনের কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য গাড়ি কিনেছেন। তিনি বর্তমানে সাবলম্বী হয়েছেন। প্রকল্পটির কল্যাণে গ্রামীণ পর্যায়ে বীজ ব্যবসা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বীজ সংগ্রহের কাজে যুক্ত হয়ে অনেকে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। তবে এসএমইর সংখ্যা বাড়ানো গেলে আরো অনেকেই লাভবান হতে পারবে। প্রকল্পটির কারণে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে বীজ উৎপাদন, বীজ সংরক্ষণ এবং বীজ বিপণনের মাধ্যমে অনেক মৌসুমী বেকার এ কাজে জড়িত হচ্ছেন। প্রকল্পটি বারি মসুর-৬ জাতের বীজ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে এবং অত্র এলাকার কিছুটা চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। সর্বোপরি বীজ উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে পেরেছে। তবে তিনি কৃষি প্রদর্শনী, মাঠ দিবস ও কৃষক ভ্রমণ অয়োজনের জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, তাকে যদি ২টি করে প্রদর্শনী প্লট দেওয়া হয় তাহলে সে আরো বেশী মানসম্মত বীজ উৎপাদন করে এলাকার চাহিদা মিটাতে পারতেন। তাকে একটি জার্মিশন পরীক্ষা করার মেশিন দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। প্রকল্পটি সম্পর্কে তার সুপারিশ হলো সঠিক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি ও মানসম্মত বীজ পেলে এ অঞ্চলের কৃষকরা অনেকটাই এগিয়ে যাবে।

ছবি: মসুর চাষী জনাব গবিন্দ কুমার বিশ্বাস, মনিরামপুর, যশোর।

কেস স্টাডি # ৩ মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম

নামঃ মোহাম্মাদ শহিদুল ইসলাম, পিতাঃ মরহুম সমির শেখ ও মাতার নাম মৃত জমিলা খাতুন। বয়স ৬০ বছর। গ্রামঃ খালিশাপাড়া, ব্লকঃ সুটিপাড়া, ইউনিয়নঃ কৈমারী, ফসলঃ সূর্যমুখী, জাতঃ সূর্যমুখী-১ বপনের তারিখঃ ০৫/০১/২০২১। উত্তোলনের তারিখঃ ১০/০৬/২০২১। নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলায় এবারই প্রথমবারের মতো বিস্তৃত পরিসরে সূর্যমুখী ফুলের চাষ করা হয়েছে। সূর্যমুখী চাষে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। সুটিপাড়ায় এবার ১ একর জমিতে সূর্যমুখী ফুলের চাষ করছেন এই চাষী। তিনি সূর্যমুখী বীজ উৎপাদনকারী একজন সফল কৃষক। তিনি

বলেন, তার এই বাগানটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন শত শত দর্শনার্থী। স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশি। চাষী বলেন, আমরা সূর্যমুখী সম্পর্কে তেমন ধারণা পাইনি। তবে উপজেলা থেকে কৃষি কর্মকর্তারা এসে আমাদের সূর্যমূখী সম্পর্কে ধারণা দিলে এ চাষ শুরু করি। এবার ১ একর জমিতে সূর্যমুখী-১ জাতের ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন করেছি। কৃষক জানান, তিনি ইতোপূর্বে তার জমিতে তেল জাতীয় ফসল হিসেবে স্থানীয় জাতের সরিষা, তিল আবাদ করতেন। তাতে তেমন লাভবান না হলে তিনি সূর্যমুখী চাষে উদ্যোগ নেন। উপজেলা কৃষি অফিসারের পরামর্শে সূর্যমুখী-১ জাতের সূর্যমুখী বীজ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছেন। কৃষক জানান, গত বছর বারি সরিষা-১৪ জাতের বীজ উৎপাদন করে স্থানীয় কৃষকের কাছে বেশ সাড়া পেয়েছিলেন এবং অনেক লাভবান হয়েছেন। এবার রবি মৌসুমে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে সূর্যমুখী-১ জাতের সূর্যমূখী চাষ করেছেন। চাষকৃত সূর্যমুখী-১ জাতের ফলন স্থানীয় জাতের অপেক্ষা অনেক বেশি হবে বলে আশা করছেন। তবে বীজ হিসেবে এ জাত বিক্রির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কারণ স্থানীয় কৃষকগণ হাইব্রীড জাত ব্যবহার করেন। এ জাতের সূর্যমুখী তেলের গুনাগুণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ নিলে তার বীজ ভাল চলবে বলে প্রত্যাশা প্রকাশ করেন। কৃষক জানান, গত বছর প্রকল্প থেকে বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজপাত্র ৪টি,প্যাকিং ব্যাগ ২০০টি, সীভ চালুনী ৩টি, সিলিং মেশিন ১টি ও ওজন পরিমাপক ১টি পেয়েছেন। তাছাড়া ব্লক প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি বীজ, সার, কীটনাশক ও পরিচর্যা সহায়তা যথাসময়ে পেয়েছেন। আশিক নামক একজন দর্শনার্থী জানান, কিছুদিন ধরে আমার বন্ধুবান্ধব এখানে এসে ছবি তুলে ফেসবুকে আপলোড করে। সেটা আমি দেখতে পাই। আর সেখান থেকেই বাগানটি নিজের চোখে দেখার আগ্রহ জন্মে। তাই বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসি। জলঢাকা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বলেন, ২০১৭-১৮ সালে প্রকল্পের আওতায় এই উপজেলা ৫টি ইউনিয়নে ১০ একর জমিতে বক্স প্রদর্শনী সূর্যমুখী-১ জাতের বীজ চাষাবাদ শুরু করি। এক কেজি সূর্যমূখী বীজের দাম প্রায় ১৫০০-২০০০ টাকা। তবে প্রক্রিয়াজাতকরণে জটিলতা থাকায় জলঢাকার সূর্যমুখীর চাষ করতে আগ্রহী না কৃষকরা। সূর্যমুখীর রোগবালাই সম্পর্কে ভালো ধারণা পেলে অনেকে অনুপ্রাণিত হবে। তাছাড়াও সব কৃষককে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা এবং সার্বিক সহযোগিতা করা হচ্ছে।

ছবি: মোহাম্মাদ শহিদুল ইসলাম একজন সফল সূর্যমুখী-১ জাতের বীজ উৎপাদনকারী এসএমই উদ্যোক্তা

কেস স্টাডি # ৪ মোঃ জয়দুল হোসেন

মো: জয়দুল হোসেন। পিতা লাল মিয়া ও মাতার নাম হাসনা বেগম। তিনি খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার ৩ নং পানছড়ি ইউনিয়নের কলাবাগান গ্রামের একজন ফেলন চাষী। গত বছর তিনি বারি ফেলন-১ জাতের ডাল ফসল হিসেবে আবাদ করেছিলেন এবং এক একর জমিতে ২৭৫ কেজি বারি ফেলন-১ বীজ উৎপাদন করেছিলেন। এক কেজি ফেলন ডাল বিক্রয় করেছিলেন ৬৫ টাকা দরে। গত বছর তিনি মোট ১,৮০,০০০ টাকার ফেলন-১ বীজ বিক্রয় করেছিলেন। তার দেখাদেখি ২০-২২ জন চাষী পতিত জমিতে ফেলন চাষ করেছিলেন। তিনি বলেন এ জাতের বীজের বেশ চাহিদা রয়েছে। তিনি বলেন, ফেলন বীজ উৎপাদন করতে খরচ ও পরিশ্রম দুটোই কম। সামান্য হাল চাষ দিয়ে জমিতে ফেলন বীজ ছিটিয়ে দিলেই প্রাথমিক কাজ শেষ। এরপর চারা গজিয়ে ফুল আসার আগে বা ফুল আসার পর বৃষ্টির পানি পেলে ফলন খুব ভাল হয়। অর্থাৎ ফেলন চাষ পুরোপুরি বৃষ্টি নির্ভর। তাই তিনি বলেন, প্রকল্প হতে সেচ ব্যবস্থা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করলে ভাল হত। কৃষক জানান, গত বছর প্রকল্প থেকে বীজ সংরক্ষণের জন্য প্লাস্টিকের ৩টি ড্রাম, ২০০টি

পলিব্যাগ, ৩টি বীজ চালুনী, ১টি সিলিং মেশিন ও ১টি ওজন স্কেল পেয়েছেন। তাছাড়াও ব্লক প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি বীজ, সার, কীটনাশক ও পরিচর্যা সহায়তা সময়মত পেয়েছেন। তিনি বলেন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এই এলাকায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গড়ে উঠেছে। কৃষি শ্রমিকের চাহিদা বেড়েছে। কৃষি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

ছবি: ফেলন চাষী জনাব মোঃ জয়দুল হোসেন, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম।

কেস স্টাডি # ৫ মোঃ আমানুর রহমান

ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়নের কোরবানিয়ার চর গ্রামের বাসিন্দা মো: আমানুল হারুন। বয়স ৩২ বছর। পিতার নাম সাহেব আলী শেখ ও মাতার নাম মোছাঃ মমতাজ বেগম। তিনি একজন সফল পেঁয়াজ ও রসুন বীজ চাষী। তিনি কোরবানিয়ার চর এলাকার পেঁয়াজ-রসুন চাষ করে আসছেন। তিনি তার পরিবারের বড় ছেলে। এ বছর ১ একর জমিতে বারি পেঁয়াজ-১ জাতের ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি তাদের জমিতে স্থানীয় পেঁয়াজ আবাদ করতেন, কিন্তু এর আগে বীজ উৎপাদন করেননি। তিনি শাহজাহান নামক একজন বীজ উৎপাদনকারীর কাছ থেকে বীজ ও পরামর্শ নিয়ে বারি পেঁয়াজ-১ জাতের বীজ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছেন। তার মতে, তাকে প্রকল্পের একজন নিবন্ধিত এসএমই কৃষক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করলে তিনি খুবই উপকৃত হবেন এবং প্রকল্প হতে সঠিক সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সার ও অন্যান্য উপকরণ বিনা মূল্যে লাভ করবেন। স্থানীয় জাতের তুলনায় বারি পেঁয়াজ-১ জাতের ফলন অনেক বেশি হয়েছে। সঠিক মূল্য পেলে তিনি লাভবান হবেন বলে প্রত্যাশা করছেন। পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষকগণ তার সাফল্য দেখে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তারা আগামী বছর এ জাতের পেঁয়াজ চাষের ব্যাপারে আগ্রহী।

ছবি: পেঁয়াজ চাষী জনাব আমানুল হারুন, মধুখালী, ফরিদপুর।

কেস স্টাডি # ৬ হিরম্বর কুমার রায়

চাষীঃ হিরম্বর কুমার রায়। বয়সঃ ৪৮ বছর। পিতাঃ মৃত নিহাম্বার কুমার বায়, মাতাঃ মৃত কাকিমন। গ্রামঃ পূর্ব-বালাগ্রাম ব্লকঃ পূর্ব- বালাগ্রাম ইউনিয়নঃ বালাগ্রাম উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী। ফসলঃ বারি সয়াবিন-৬ । ফসল চাষের অবস্থাঃ চাষের তারিখ ০৯/১০/২০২১ উত্তলনের তারিখঃ ১২/০৩/২০২১। হিরম্বর কুমার রায় এই এলাকার একজন সফল চাষী ও স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি কৃষি পেশার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি এই বছর ডাল, তেল, মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে বারি সয়াবিন-৬ চাষ করেছেন। তিনি এই প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নতজাতের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ও পূর্নাঙ্গ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তবে এবছর সয়াবিন চাষ করে অনেক লাভবান হয়েছেন। তিনি এর আগের তার জমিতে সরিষা চাষ করতেন কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য অর্জন হয়নি। জলঢাকা কৃষি অফিস থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং সয়াবিন চাষের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। এরপর তিনি প্রায় ৫ একর জমিতে সয়াবিন চাষ করে একর প্রতি ১২-১৪ মণ করে ফলন পেয়েন তাতে তিনি অনেক খুশি। কৃষি অফিস থেকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, ভাতা, বীজ, কীটনাশক ও সার পেয়েছিলেন। তিনি প্রকল্পের আওতায় এসে অনেক লাভবান হয়েছেন যার প্রেক্ষিতে স্থানীয় পর্যায়ের অনেক কৃষক অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। এবারের প্রায় ১০-১৫ মণ বীজ সংরক্ষণ করেছেন। তার বীজ বিএডিসি অফিসের বীজ থেকে অনেক উন্নত ও সহজলভ্য। তিনি আশা করছেন আগামী বছর আরোও অনেক গুরুত্ব দিবেন এবং স্থানীয়ভাবে অনেকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বীজ দিয়ে সাহায্য করবেন। জনাব হিরম্বর কুমার রায় পূর্ব বালাগ্রাম এসএমই থেকে ব্লক করেছেন এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে উনার ভাইও যুক্ত হয়েছেন। পূর্ব-বালাগ্রামের এসএও আব্দুল হারিক সাহেব বলেন তিনি হিরম্বর কুমারকে সর্বাত্মক সমর্থন করেছেন এবং ফসলের রোগবালাই থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিনিয়ত তদারকি করতে।যার ফলে তিনি ভালো ফসল ঘরে তুলতে পেরেছেন। হিরম্বর কুমার আরোও বলে উনার পরিবার আর্থিক টানাপোড়েন ছিলেন, কিন্তু প্রকল্প ওনাকে আর্থিকভাবে সচ্ছলতা দিয়েছেন। জলঢাকা কৃষি অফিসার জনাব মোঃ সাহেদ রহমান বলেন এই বছর ২০২০-২০২১ এ আমরা প্রাথমিকভাবে সয়াবিন চাষ শুরু করি হিরম্বর রায়কে দিয়ে তিনি আমাদের কাংখিত লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আরও এসএমই বাড়ানো উচিত বলে তিনি মনে করেন। হিরম্বর রায় সয়াবিন চাষের জন্য এবং বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজপাত্র ৫টি, সীভ চালুনী ৩টি, ওজন পরিমাপ ১টি ও পাশাপাশি ৩টি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। সয়াবিন বীজ সংরক্ষণ করলে স্থানীয় পর্যায়ে যেমন বীজ চাহিদা মিটবে তেমনিভাবে বিএডিসিকে সহায়তা করতে পারবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। হিরম্বর রায় আরও যুক্ত করেন যে সয়াবিন খুবেই লাভজনক ও চাষাবাদে পরিশ্রম শূন্যের কোঠায়।তিনি একজন লাইসেন্সধারী চাষী হিসেবে পুরুস্কারে আওতায় আসবেন বলে জানিয়েছেন। তিনি স্থানীয় পর্যায়ে বীজ ব্যবসার প্রসার ঘটাতে সাহায্য করবেন বলে আশাবাদী। তিনি সংযুক্তি অর্ন্তভুক্তি করেছেন আরও চাষী বাড়াতে হবে এবং বেশি বশি মাঠ দিবসের ব্যাবস্থা করে অনেককে সয়াবিন চাষে উদ্ধুদ্ধ করতে।

ছবি: হিরম্বও কুমার রায় একজন সফল এসএমই কৃষক ও সয়াবিন চাষী, জলঢাকা, নীলফামারী

কেস স্টাডি # ৭ রোকনুল ইসলাম

একজন সফল কৃষক ও অনেকের অনুপ্রাণিত অভিব্যক্তি। জনাব রোকানুল ইসলাম, বয়সঃ ৫০ প্রায় পিতাঃ মৃত বশির উদ্দিন মাতাঃ মৃত রাবেয়া খাতুন গ্রামঃ সলেমানের চৌপুথি ব্লকঃ চিভি গোলনা ইউনিয়নঃ গোলনা উপজেলাঃ ডোমার জেলাঃ নীলফামারী। জনাব ইসলাম গোলনার একজন স্থায়ী বাসিন্দা ও সফল কৃষক হিসেবে অনেকের কাছে সুপরিচিত।

তিনি একজন সোনার ফসল ফলানো কৃষক। এলাকায় সবাই তাকে যাদু সৃষ্টিকারি কৃষক হিসেবে চিনে আসছেন। তিনি ডাল, তেল ও মসলা প্রকল্পের শুরুর দিকের একজন কান্ডারী। তিনি প্রকল্পের শুরু থেকে অদ্যাবধি (২০২১) পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে এই প্রকল্পের সাথে জড়িত আছেন। তিনি এবারে বারি কাচা মরিচ-১ চাষ করেছেন। যা অনুমানের তুলনায় অধিক ফলন দিয়েছে। তিনি প্রায় ৬ একর জমিতে বারি মরিচ লাগিয়েছিলেন যা গতবারের তুলনায় ৩ একর বেশি। তিনি একর প্রতি ৮-১০ মণ ফলন পেয়েছেন। যার উৎপাদন অন্যান্য ফসলের তুলনায় অনেক বেশি। এই প্রকল্পের ফলে তিনি আগাম সবধরনের সুযোগ-সুবিধা যেমন বীজ,সার, কীটনাশক কেনার জন্য অর্থ ও প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তিনি একজন মাঝারী কৃষক, পাশাপাশি বীজ ব্যাবসার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি যে মরিচ চাষ করেছেন তা বিগত কয়েক বছরের তুলনায় অধিক ফলন দিয়েছে। ডোমার কৃষি অফিসার মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান জানান, রোকানুল ইসলাম একজন মডেল কৃষক হিসেবে পরিচিত। তিনি এই প্রকল্পের সাথে শুরু থেকে জড়িত আছেন। ওনার মরিচ আমাদের স্থানীয় পর্যায়ের চাহিদা মিটিয়ে ঢাকায় পর্যন্ত যাচ্ছে। উনাকে আমরা প্রকল্পের মেয়াদ কাল পর্যন্ত ফসল চাষের উদ্বুদ্ধ করবো এবং জনাব রোকানুল ইসলামের মাধ্যমে স্থানীয় অনেক চাষী ভাইয়েরা এসএমইর আওতায় আসবেন বলে আমরা আশা করছি। রোকানুল ইসলাম আরও জানিয়েছেন যে, তিনি আগামী তিন মাস মরিচ শুকিয়ে বীজ সংরক্ষণ করবেন, এরপর তা আগামী বছরের জন্য কৃষক পর্যায়ে কৃষি অফিসে মাধ্যমে বিতরণ করবেন। এতে করে তিনি নীলফামারীর সকল চাহিদা মেটাতে পারবেন। মরিচে প্রচুর ভিটামিন-সি রয়েছে তাই মসলা হিসেবে এটি প্রত্যেক জায়গায় অনেক জনপ্রিয় ও আমদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। তিনি এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও ভাতা পেয়েছেন যা চাষের কষ্ট লাঘব করেছে এবং পাশাপাশি অনেক চাষী প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থা দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। নিম্নোক্ত ফসল চাষের সামগ্রীঃ ১) বীজপাত্র ড্রাম ৬টি ২) সীভ চালুনী ৪টি ৩) প্যাকিং ব্যাগ ৩০০টি ৪) ওজন পরিমাপক ১টি ৫) সিলিং মেশিন ১টি ইলেক্ট্রনিক, ৬) ভাতা ৭) প্রশিক্ষণ ৬ বার ৮) প্রদর্শনী ভ্রমণ ৯) ব্লক বৃদ্ধিতে অনুপ্রেরণা জোগানো। তিনি বলেছেন, মরিচ আমাদের পুষ্টি সরবরাহ করছে। মরিচ চাষ বাড়ানো উচিত এবং উক্ত প্রকল্প থেকে মাঠ দিবসের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে হবে। রোকানুল ইসলাম মরিচ চাষের কিছু প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরেছেন,তিনি বলেছেন মরিচের ব্লাস্ট রোগ অনেকটা ক্ষতি করছে।সেক্ষেত্রে চাষিদের অর্থঋণ দিলে তারা এই সেক্টরে আসবেন।তিনি বলেছেন মরিচ যেহেতু সারাবছর মসলা হিসেবে বিবেচিত তাই ১২ মাসি ফসল হিসেবে নতুন নতুন জাত আবিষ্কার করে আমারা ভালো ফলাফল দিতে পারবো। রোকানুল ইসলামের দেখে এখন সোলেমানের চৌপুথির অনেক কৃষক নিজের অর্থায়নে মরিচ চাষ করছেন এবং এসএমই বীজ উদ্যোক্তা রোকানুলের কাছ থেকে বীজ ক্রয় করেছেন। মানসম্মত বীজ উৎপাদন করে তিনি এলাকার রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি প্রকল্প হতে বীজ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ ও এসএমই বীজ উদ্যোক্তা ও ডিলার হিসেবে লাইসেন্স পেয়েছেন। তিনি বলেন বীজ উৎপাদন করে বেশ লাভবান হয়েছেন। তার প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে অনেক দিনমুজরের কর্মসংস্থান হয়েছে। তার পরামর্শ হলে প্রকল্পের আওতায় বীজ উৎপাদনের ব্লক সংখ্যা বারানো প্রয়োজন। তিনি বলেন, এখন নিজেই তিনি ৪টি ব্লক করেছেন। আগামী মৌসুমে ১০-১৬ করার কথা জানান। তিনি আরও বলেন, প্রকল্পের মাধ্যমে বিনামূল্যে বীজ ও অন্যান্য উপকরণসমূহ পেয়ে খুবই খুশী। এজন্য তিনি সরকার ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ছবি: জনাব মোঃ রোকানুল ইসলাম একজন সফল এসএমই কৃষক ও মরিচ চাষী, ডোমার, নীলফামারী

৩.৯ প্রকল্পের কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

-জলঢাকা উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার বারি সয়াবিন-৬ ব্লক প্রদর্শনী (হরিণচরা) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৬টি বীজপাত্র, ১টি ওজন মাপক, ১টি ড্রাম কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনুসন্ধানের জানা যায়, ২ ব্যাচ এসএএও এবং বীজচাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে যা সন্তোষজনক। বীজপাত্র না দিয়ে মানসম্মত ড্রামের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ বাড়ানো প্রয়োজন।

চিত্র ৫.১: জলঢাকা উপজেলায় বীজপাত্র, ওজন মাপক, ড্রাম কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-ডোমার উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার বারি সরিষা-১৪ ব্লক প্রদর্শনী (তিলাইা) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৩টি বীজপাত্র, ১টি ওজন মাপক এবং ১০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনুসন্ধানের জানা যায়, ২ ব্যাচ এসএএও এবং বীজচাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে যা সন্তোষজনক। বীজপাত্র না দিয়ে মানসম্মত ড্রামের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ বিষয়ে পরামর্শেও প্রয়োজন রয়েছে।

চিত্র ৫.২: ডোমার উপজেলায় বীজপাত্র, ওজন মাপক এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-ডোমার উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার চীনাবাদাম-৮ ব্লক প্রদর্শনী (হরিণচরা) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৩৬টি বীজপাত্র, ২১টি সীভ (চালুনী), ৩টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ১১টি ওজন পরিমাপক, ৭টি সিলিং মেশিন, ১৮০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনুসন্ধানের জানা যায়, এসএএও ও বীজ চাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। বীজপাত্র না দিয়ে মানসম্মত ড্রামের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল ,তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে।

চিত্র ৫.৩: ডোমার উপজেলায় সীভ (চালুনী), ওজন পরিমাপক, সিলিং মেশিন কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-শিবগঞ্জ উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী (সূর্যমুখী) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৫২টি বীজপাত্র, ১২টি সীভ (চালুনী), ২টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ৩টি ময়েশ্চার মিটার, ১৩টি ওজন পরিমাপক, ১১টি সিলিং মেশিন, ৭০৭৫টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনুসন্ধানের জানা যায়, ১৩ বীজচাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। বীজপাত্র প্রয়োজনের তুলনায় কম। কিছু সীভ চালুনী অকেজো/কিছু মোটামটি ভালো, মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টও এর মান মোটামুটি। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান কোনটা ভালো কোনটা মোটামুটি অবস্থায় আছে এবং ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে। তবে প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সময়মত ব্যাগ সরবরাহ করতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

চিত্র ৫.৪: শিবগঞ্জ উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটক্টর, ময়েশ্চার মিটার, ওজন পরিমাপক, ১১টি সিলিং মেশিন, প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-শেরপুর উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনী (সূর্যমুখী) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৪০টি বীজপাত্র, ১০টি সীভ (চালুনী), ৩টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ১০টি ওজন পরিমাপক, ১০টি সিলিং মেশিন, ৫৬০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনুসন্ধানের জানা যায়, এসএএও ও বীজচাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। বীজপাত্র প্রয়োজনের তুলনায় কম। কিছু সীভচালুনী অকেজো/কিছু মোটামটি ভালো, মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর এর মান মোটামুটি। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান কোনটা ভালো কোনটা মোটামুটি অবস্থায় আছে এবং ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে। তবে উপকরণসমূহের সরবরাহ আরো বাড়াতে হবে।

চিত্র ৫.৫: শিবগঞ্জ উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ওজন পরিমাপক, সিলিং মেশিন, প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-পানছড়ি উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ২০টি বীজপাত্র, ১৫টি সীভ (চালুনী), ০৬টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ০৫টি ময়েশ্চার মিটার, ০৫টি ওজন মাপক, ০৫টি সিলিং মেশিন এবং ৭৫টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে কৃষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে ২টি এবং এসএএও প্রশিক্ষণ হয়েছে ১টি। অনুসন্ধানের জানা যায়, এসএএও ও কৃষক প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত নয়। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে।

চিত্র ৫.৬: পানছড়ি উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ময়েশ্চার মিটার, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-রামগড় উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৩৬টি বীজপাত্র, ১২টি সীভ (চালুনী), ০৫টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ০৩টি ময়েশ্চার মিটার, ০৯টি ওজন মাপক, ০৯টি সিলিং মেশিন এবং ২২০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে।

চিত্র ৫.৭: রামগড় উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ময়েশ্চার মিটার, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-আখাউড়া উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলার সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ২০টি বীজপাত্র, ২০টি সীভ (চালুনী), ০৪টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ০৫টি ওজন মাপক, ০৫টি সিলিং মেশিন এবং ১০০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তথ্যানুসন্ধানের জানা যায়, এসএএও ও কৃষক প্রশিক্ষণ সন্তোষজনক। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে।

চিত্র ৫.৮: আখাউড়া উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-সরাইল উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৩৬টি বীজপাত্র, ১২টি সীভ (চালুনী), ০৫টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ০৩টি ময়েশ্চার মিটার, ০৯টি ওজন মাপক, ০৯টি সিলিং মেশিন এবং ২২০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তথ্যানুসন্ধানের জানা যায়, এসএএও ও কৃষক প্রশিক্ষণ সন্তোষজনক। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে।

চিত্র ৫.৯: সরাইল উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ময়েশ্চার মিটার, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-মধুখালী উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৫২টি বীজপাত্র, ৩৯টি সীভ (চালুনী), ০৩টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ১৩টি ওজন মাপক, ১৩টি সিলিং মেশিন এবং ৩২০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে রাণি মৌমাছির অভাব ও মৌচাষীদের কারিগরী জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এবং যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ৫টি সিলিং মেশিন বিকল অবস্থায় পড়ে আছে। অনুসন্ধানের জানা যায়, এসএএও ও কৃষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে যা সন্তোষজনক। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে।

চিত্র ৫.১০: মধুখালী উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-নেত্রকোণা সদর উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোণা জেলার নেত্রকোণা সদর উপজেলার সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৫২টি বীজপাত্র, ৩৯টি সীভ (চালুনী), ০৩টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ১৩টি ওজন মাপক, ১৩টি সিলিং মেশিন এবং ৩২০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে রাণি মৌমাছির অভাব ও মৌচাষীদের কারিগরী জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এবং যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ৫টি সিলিং মেশিন বিকল অবস্থায় পড়ে আছে। অনুসন্ধানের জানা যায়, ২ জন এসএএও ও ৫২ জন কৃষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে যা সন্তোষজনক। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে।

চিত্র ৫.১১: নেত্রকোণা সদর উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-ঘিওর উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৫টি ড্রাম, ৩৯টি সীভ (চালুনী), ০৩টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ১৩টি ওজন মাপক, ১৩টি সিলিং মেশিন এবং ২২০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে রাণি মৌমাছির প্রতিপালনে খাদ্যের অভাব ও মৌচাষীদের কারিগরী জ্ঞানের অভাব রয়েছে। অনুসন্ধানের জানা যায়, ৩ জন এসএএও ও ১৭ জন কৃষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে যা সন্তোষজনক। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে।

চিত্র ৫.১২: ঘিওর উপজেলায় ড্রাম, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে।

-আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার বারি সরিষা-১৪ ও মসুর-৭ ব্লক প্রদর্শনী সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৪টি ড্রাম, ৩টি সীভ (চালুনী), ০২টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ১টি ময়েশ্চার মিটার, ২টি ওজন মাপক, ১টি সিলিং মেশিন এবং ২০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এখানে রাণি মৌমাছির প্রতিপালনে খাদ্যের অভাব ও মৌচাষীদের কারিগরী জ্ঞানের অভাব রয়েছে। অনুসন্ধানের জানা যায়, এসএএও ও বীজচাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে যা সন্তোষজনক। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে।

চিত্র ৫.১৩: আলমডাঙ্গা উপজেলায় ড্রাম, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ময়েশ্চার মিটার, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-শ্রীপুর উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার বারি সরিষা-১৪ ব্লক প্রদর্শনী সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৩টি বীজপাত্র, ৩টি সীভ (চালুনী), ০১টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ১টি ওজন মাপক, ১টি সিলিং মেশিন এবং ২০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনুসন্ধানের জানা যায়, ২ ব্যাচ এসএএও ও বীজচাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে যা সন্তোষজনক। বীজপাত্র না দিয়ে মানসম্মত ড্রামের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে।

চিত্র ৫.১৪: শ্রীপুর উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-চুনারুঘাট উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার ডাল, তেল ও মসলা বীজ ব্লক প্রদর্শনী সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৩২টি বীজপাত্র, ২৪টি সীভ (চালুনী), ০৫টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ৩টি ময়েশ্চার মিটার, ৬টি ওজন মাপক, ৮টি সিলিং মেশিন এবং ১৮০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনুসন্ধানের জানা যায়, এসএএও ও বীজচাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণ এখনও সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে।

চিত্র ৫.১৫: চুনারুঘাট উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), ময়েশ্চার মিটার, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-অভয়নগর উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার ডাল, তেল ও মসলা বীজ ব্লক প্রদর্শনী সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৪টি বীজপাত্র, ৩টি সীভ (চালুনী), ০১টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ১টি ওজন মাপক, ১টি সিলিং মেশিন এবং ৫০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনুসন্ধানের জানা যায়, এসএএও ও বীজচাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণ চলমান আছে। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে।

চিত্র ৫.১৬: অভয়নগর উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-মনিরামপুর উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার ডাল, তেল ও মসলা বীজ ব্লক প্রদর্শনী সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ৪টি বীজপাত্র, ২টি সীভ (চালুনী), ০১টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ১টি ওজন মাপক, ১টি সিলিং মেশিন এবং ২৫০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনুসন্ধানের জানা যায়, এসএএও ও বীজচাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে।

চিত্র ৫.১৭: মনিরামপুর উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-জামালগঞ্জ উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার ডাল, তেল ও মসলা বীজ ব্লক প্রদর্শনী সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ২৪টি বীজপাত্র, ১৮টি সীভ (চালুনী), ০৪টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ১টি ময়েশ্চার মিটার, ৫টি ওজন মাপক, ৭টি সিলিং মেশিন এবং ১২০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনুসন্ধানের জানা যায়, এসএএও ও বীজচাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণ (২ ব্যাচ) সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে।

চিত্র ৫.১৮: জামালগঞ্জ উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ময়েশ্চার মিটার, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ডাল, তেল ও মসলা বীজ ব্লক প্রদর্শনী সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ২৮টি বীজপাত্র, ২১টি সীভ (চালুনী), ০৪টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ১টি ময়েশ্চার মিটার, ৭টি ওজন মাপক, ৭টি সিলিং মেশিন এবং ১৪০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনুসন্ধানের জানা যায়, এসএএও ও বীজচাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণ (২ ব্যাচ) সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে।

চিত্র ৫.১৯: বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ময়েশ্চার মিটার, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

-লাখাই উপজেলার প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার ডাল, তেল ও মসলা বীজ ব্লক প্রদর্শনী সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। প্রকল্প এলাকায় ২৪টি বীজপাত্র, ১৮টি সীভ (চালুনী), ০৭টি মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ৬টি ওজন মাপক, ৬টি সিলিং মেশিন এবং ১২০০টি প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। অনুসন্ধানের জানা যায়, এসএএও ও বীজচাষীদের কৃষক প্রশিক্ষণ (২ ব্যাচ) সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কৃষি উপকরণসমূহের গুণগত মান ভালো অবস্থায় আছে এবং ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে।

চিত্র ৫.২০: লাখাই উপজেলায় বীজপাত্র, সীভ (চালুনী), মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর, ওজন মাপক, সিলিং মেশিন এবং প্যাকিং ব্যাগ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

৩.১০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

বর্ণনার সারসংক্ষেপ	উদ্দেশ্যের যাচাইযোগ্য সূচকসমূহ	নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফল বিশ্লেষণ	প্রভাব ও ফলাফল
প্রকল্পের লক্ষ্য (Goals)			
ডাল, তেল এবং মসলার ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির	• প্রকল্প শুরুর সময়ের সাথে তুলনা করে ডাল ফসলের ৫%, তেল ফসলের ৬% এবং মসলা ফসলের ৩% বীজ উৎপাদন	৯৭.৭% এর মতে ডাল, তেল এবং মসলার ফসলের	প্রকল্প শেষে প্রভাব মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবং কৃষি শুমারির মাধ্যমেও

বর্ণনার সারসংক্ষেপ	উদ্দেশ্যের যাচাইযোগ্য সূচকসমূহ	নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফল বিশ্লেষণ	প্রভাব ও ফলাফল
মাধ্যমে দেশের চাহিদা পুরণ করা।	বৃদ্ধি করা প্রকল্পকালীন সময়ের বছরের মধ্যে।	উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় চাহিদা পুরণ করা সম্ভব হচ্ছে।	সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে।
প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Purpose)			
-কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল এবং মসলা ফসলের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। -ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসে সাহায্য করা। -বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ।	• মোট ৪৫০০ সংখ্যক কৃষক (এসএমই) কর্তৃক ২০২২ সালের মধ্যে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা। • প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ মহিলা কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।	৮৫.৩ শতাংশের মতে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল এবং মসলা ফসলের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ৯৭.৭% এর মতে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সৃষ্টি হয়েছে। ৮৭.৩% এর মতে প্রকল্পটি বেকারত্ব লাঘব ও দারিদ্রতা হ্রাসে সহায়ক হয়েছে। বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ সম্ভব হচ্ছে।	টেকসই কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল, ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম সহ মানসম্মত বীজের অভাব পুরণ, মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ফসলের বহুমুখীতা ও নিবিড়তা বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ কর্মীর প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে অধিক পরিমিত (Moderate Plus) সহায়ক হয়েছে।

কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন করার কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়নি এবং কৃষকদের বীজ বিপণনের জন্য বাজার সংযোগে সহায়তা প্রদান করার ব্যবস্থা নেই। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে বীজ সংরক্ষণাগার স্থাপন প্রকল্পে স্থাপন করার প্রয়োজন ছিল। তবে প্রকল্পের অন্যান্য ইনপুট ও কার্যক্রমসমূহ সঠিক ও যথাযথ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৩.১১ প্রকল্পের Exit Plan

"Exit Plan" হল সেই পরিকল্পনা যা প্রকল্পের মেয়াদ শেষে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা অটুট থাকবে তার একটা পরিকল্পনা। প্রকল্পের Exit Plan হল-

(ক) ধীরে ধীরে বীজ এসএমইগুলোকে প্রকল্পের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে তাদের স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতায় নিয়ে যাওয়া;

(খ) এলাকার বীজের চাহিদা নিরূপন করে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনে বীজ এসএমইদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(খ) এসএমইদের তথ্য ও ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য নেটওয়ার্কিং-এ সহায়তা প্রদান করা;

(ঘ) কৃষকদের মাঝে এসএমইদের উৎপাদিত বীজ ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা, যাতে এসএমই কর্তৃক উৎপাদিত বীজের প্রতি সাধারণ কৃষকের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

(গ) কৃষি বিভাগীয় এসএএও এবং কর্মকর্তাদের বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যাতে বীজ এসএমইদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে পারে।

(ঘ) ডিএইর মনিটরিং জোরদার করা এবং ডিএইর প্রশিক্ষিত জনবল বৃদ্ধি করা।

(ঙ) প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে বীজ উদ্যোক্তাগণ মানসম্মত বীজ স্বীয় উদ্যোগেই উৎপাদন করবেন। প্রকল্প পরবর্তী সময়ে ডিএই এর মাধ্যমে অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এসএমইদের কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা (SWOT Analysis)

SWOT Analysis হচ্ছে Strengths, Weaknesses, Opportunities এবং Threats এর সংক্ষিপ্তরূপ। এটি একটি কাঠামোগত পদ্ধতি যা প্রকল্পের উক্ত চারটি দিক মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করে। তন্মধ্যে সবল দিকসমূহ ও দুর্বল দিকসমূহ প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনাধীন এবং সুযোগসমূহ এবং ঝুঁকিসমূহ বাইরের বিষয় যা প্রকল্প বাস্তবায়নকারীকে অনুমান করতে হয় এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহন করতে হয়। কেআইআই, এফজিডি এবং স্থানীয় কর্মশালার মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এসএমই (কৃষক) ও স্থানীয় সুফলভোগী, বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণের দেওয়া তথ্য ও আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নরূপ SWOT Analysis করা হয়েছে-

৪.১ সবল দিকসমূহ

- ✓ প্রকল্পের প্রধান সবল দিক হলো কৃষকের উৎপাদিত মানসম্মত বীজ সাধারণ কৃষকের দোড়গোঁড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।
- ✓ বীজের সহজ প্রাপ্তিতে এসএমই কৃষকগণকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে।
- ✓ ফসলের বহুমুখীতা এবং নিবিড়তা বৃদ্ধির ফলে তেল জাতীয় বীজ ফসলের উৎপাদন এবং আবাদের এরিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- ✓ প্রকল্পটির মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা বীজ/ফসলের উৎপাদনের প্রতিটি ব্লক প্রদর্শনী হতে গড়ে ৪০ থেকে ৫০ জন সাধারণ কৃষকের নিকট সম্প্রসারিত হচ্ছে।
- ✓ এই প্রকল্পটির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে বীজের সরবরাহ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে ভালো উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে।
- ✓ সাধারণ মানুষ সরিষার তেলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।
- ✓ বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ✓ সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর থাকায় বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ✓ সাধারণ কৃষকগণও বীজ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন।
- ✓ প্রকল্পটি কৃষকের জীবনমানের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

৪.২ দুর্বল দিকসমূহ

- ✓ চাষাবাদ সম্পর্কিত কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করা এবং সরকারিভাবে ক্রয়ের কোন ব্যবস্থা না থাকা।
- ✓ কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন করার কার্যক্রম অনুপস্থিত।
- ✓ কোন কোন এলাকায় (যেমন পানছড়ি, রামগড়, খাগড়াছড়ি) উৎপাদিত বীজ অবশিষ্ট থেকে গেলে সেটি আর বাজারজাত করতে পারেন না। বাজার সংযোগে সহযোগিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।
- ✓ উৎপাদিত বীজ বিক্রির স্বল্পতা এবং এসএমই কৃষকদের আগ্রহ ও উৎসাহ ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ রয়েছে।
- ✓ প্রকল্প উপজেলায় কৃষক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।
- ✓ এসএমই এর বাইরের কৃষককে প্রদর্শনীর আওতায় আনা যায় নি।

৪.৩ সুযোগসমূহ

- ✓ কৃষকদের বীজ বিপণনের জন্য বাজার সংযোগে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।
- ✓ কৃষকের জন্য মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত ক্রাস কোর্স বাড়ানো/চালু করা যেতে পারে।
- ✓ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ বাড়ানো যেতে পারে।
- ✓ প্রতিটি উপজেলায় একটি করে বীজ সংরক্ষণাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।

- ✓ পাহাড়ী এলাকা বিশেষ করে পানছড়ি বৃক্ষ ও গুল্ম জাতীয় মসলা যেমনঃ তেজপাতা, গোলমরিচ ও দারুচিনি আবাদের সম্ভাবনা রয়েছে।
- ✓ প্রকল্পটি কৃষকের জীবনমানের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।
- ✓ উপজেলায় অধিক সংখ্যক কৃষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা।
- ✓ এসএমইগুলোর অধিকতর সক্ষমতা তৈরীর জন্য এসএমই কৃষক ও ব্যাংকের মধ্যে সহজ শর্তে কৃষি ঋণ বিতরণ বিষয়ে আন্তঃসংযোগ করা যেতে পারে।
- ✓ প্রকল্পের মাধ্যমে যে সব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো বীজ ব্যবসা এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

৪.৪ ঝুঁকিসমূহ

- ✓ প্রকল্পের অন্যতম ঝুঁকি হলো অতিবৃষ্টি/ অনাবৃষ্টি। এজন্য বীজ উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে।
- ✓ প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ হলে কৃষকের আগ্রহ কমে যেতে পারে।
- ✓ প্রকল্পের অন্যতম ঝুঁকি হলো সঠিক সময়ে বীজ সরবরাহ না করা এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলা করা।
- ✓ সঠিক সময়ে সকল প্রকার মালামাল সরবরাহ নিশ্চিত করা না হলে প্রকল্পের কার্যক্রম ঝুঁকিতে পড়তে পারে।
- ✓ কৃষক পর্যায়ে মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

পঞ্চম অধ্যায়
পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল এবং মসলা জাতীয় ফসলের মানসম্মত বীজের সরবরাহ ও বৃদ্ধি; উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি; ডাল, তেল ও মসলার দেশীয় ঘাটতি পূরণ তথা আমদানী হ্রাস করা ; মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনা এবং মৌ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ এসএমই গঠনের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ এবং সেই সাথে উৎপাদন প্রযুক্তি সময়মত কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে সুবিধাভোগী কৃষকদের দরিদ্রতা দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত "কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"- শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। বাস্তবায়িত কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা না গেলেও প্রকল্প শেষে এই প্রভাব নিয়ে সকলেই আশাবাদী। সমীক্ষার টিওআর অনুযায়ী প্রকল্পের উপকারভোগী, অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ, প্রকল্পের ডিপিপি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হলো—

৫.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১. প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে প্রকল্পভূক্ত এলাকার অধিকাংশ কৃষকের আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। অনেক শিক্ষিত বেকার চাকুরির পিছনে ছুটতেন। এখন তারা প্রকল্পের আওতায় কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন। দেখা গেছে, ধান চাষের পর জমি পড়ে থাকত। খুব বেশী হলে কোন কোন এলাকায় দ্বি ফসলি জমি ছিল। চলমান প্রকল্পে জেলাভিত্তিক ফসল বিন্যাস অনুসরণ করে আবাদযোগ্য ও পতিত জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। ফলে বীজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সৃষ্টি হয়েছে। বেকারত্ব লাঘব হয়েছে। স্বীকৃতপ্রাপ্ত এসএমই উদ্যোক্তা হিসেবে এবং বীজ ডিলার হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। প্রকল্পভুক্ত অনেক এসএমই বীজ ভান্ডার হিসেবে বীজ ব্যবসাও শুরু করেছেন। প্রকল্পে সংযুক্ত হওয়ার পূর্বে তারা মানসম্মত বীজ সম্পর্কে ধরণা যথেষ্ট ছিল না। এখন উপজেলা কৃষি অফিসের মাধ্যমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি থেকে তার উৎপাদিত বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ও বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করতে পারছেন। বীজের মান ভাল হওয়ার কারণে ফলন ১৫-২০ শতাংশ ফলন বৃদ্ধির প্রত্যাশা করছেন। আবাদী ও পতিত জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ও বিষমুক্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। প্রকল্প হতে চাষাবাদের জন্য বীজ, সার, কীটনাশক ও অর্থসহায়তা পেয়েছেন। প্রকল্পভূক্ত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন বীজ বিএডিসি হতে ক্রয় করতেন এবং তখন সময়মত ভালো মানের বীজ পাওয়া সম্ভব হত না। এখন প্রতিটি ইউনিয়নে এসএমই প্রকল্পের উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে বীজ চাহিদা মেটানো ও কৃষি অফিস তাদের নিকট হতে বীজ ক্রয় করছে। এসএমই কৃষক কর্তৃক ২০১৮-১৯ সালে ১২ কোটি এবং ২০১৯-২০ সালে ১৬ কোটি টাকার বীজ উৎপাদিত হয়েছে। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত তথ্য বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায় ২০২০-২০২১ সালে বীজ উৎপাদন বাবদ আয় হবে প্রায় ৪০ কোটি টাকা (প্রাক্কলিত)। প্রকল্পভুক্ত এসএমই/উদ্যোক্তাগণকে সরকার হতে বিভিন্ন বীজ ব্যবস্থাপনা উপকরণ যেমন- সংরক্ষণপাত্র, ওজন যন্ত্র, সিলিং যন্ত্র, বীজ চালুনি, পলিব্যাগ, ময়েশ্চার মিটার, মৌবক্স সরবরাহ করা, এসএমই রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্যাকেটে সেলাই মেশিন দ্বারা ভালভাবে সেলাই করে তিনি বীজ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়ায়াজাত করতেও সক্ষম এবং নিজের বীজ নিজে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও অন্যান্য কৃষকদের মাঝে বিতরণে সচেষ্ট হচ্ছেন।

২. প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যায়ে মানসম্মত ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনে স্থানীয় কৃষি বীজ উদ্যোক্তাগণ মানসম্মত বীজ সরবরাহকরণ বিষয়ক প্রশ্নের জবাবে প্রায় ৯২.৫ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষি বীজ উদ্যোক্তাগণ তাদের ব্লক প্রদর্শনী হতে কৃষক পর্যয়ে মানসম্মত বীজ সরবরাহ করেন, যা মোট ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৪২৪ জন। নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ সরবরাহকৃত বিএডিসির বীজ হতে অনেক মানসম্পন্ন বিধায় এসএমই কৃষকগণ বিএডিসির বীজ মূল্য থেকে ১০ টাকা অধিক মূল্যে বিক্রি করতে পারছেন। প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় ডাল, তেল ও মসলা বীজ উদ্যোক্তাগণ নিজেদের পুষ্টি চাহিদা পুরণে নিজেদের উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা নিয়মিত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছেন, যা মোট ১৫৪০ জনের মধ্যে ১৫০৮ জন (৯৭.৯%)।

৩. নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রায় ৭৭.৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক ব্লক প্রদর্শনী যথেষ্ট সংখ্যক নয়। প্রায় ৯৭.৩ শতাংশের মতে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বিষয়ক ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন।

৪. প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে দেখা যায়, কালজিরা, ধনিয়া, আদা, হলুদ, ও অড়হড় বীজ উৎপাদনে ব্লক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি একসাথে পাওয়া যায় না বলে জানিয়েছেন ১৫৪০ জনের মধ্যে ৯৭৯ জন উত্তরদাতা (৬৩.৬%)। অপরদিকে, ৩৬.৪ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, কালজিরা, ধনিয়া, আদা, হলুদ, ও অড়হড় বীজ উৎপাদনের ব্লক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি একসাথে পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। তবে তারা একাধিক জমি লিজ নিয়ে একত্রীকরণ করে এক একর বা সমপরিমাণ করে প্রকল্প পরিচালনা করার পক্ষে মত দেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে পরিকল্পনা কমিশনের প্রদেয় সুপারিশের আলোকে এ সকল মসলা জাতীয় বীজ যেমন কালোজিরা, ধনিয়া, আদা, হলুদ ইত্যাদি চাষের জন্য ১ একর জমির পরিবর্তে ৫০ শতাংশ আয়তনের জমি বীজ উৎপাদন ব্লকের জন্য কার্যকর করা হয়েছে।

৫. প্রকল্প হতে মৌচাষের উপকরণ পেয়েছেন ১৫৪০ জনের মধ্যে ৩১৪ জন (২০.৪%) উত্তরদাতা। শুধুমাত্র সরিষা, কালজিরা, তিল, তিসি ও সূর্যমুখী ইত্যাদি ব্লক প্রদর্শনীর পার্শ্বে মৌবক্স স্থাপন করে মধু চাষ করা হয়। তারা বলেন, সরিষা ক্ষেতের পাশে মৌবক্স স্থাপন করলে সরিষার ফলন অন্তত ২০ শতাংশ বাড়ে। মৌমাছিরা ফুলের পরাগায়ন ঘটিয়ে নানা ধরনের রবিশস্যের ফলন বাড়ায়। তবে প্রচন্ড শীত, ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহের কারণে প্রায়শঃই শতশত মৌমাছি মারা যায়। অনেক সময় ফসল উত্তোলন হয়ে গেলে রাণী মৌমাছির জন্য কৃষকের পক্ষে বাড়তি খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় না তখন রাণী মৌমাছিও মারা যায়।

৬. কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় এসএমই কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে নেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন ১৫৪০ জনের মধ্যে ৮৯০ জন (৫৭.৮%) উত্তরদাতা। প্রায় ৩৭.২ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন যে তাদের উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে নেওয়া হয় নি।

৭. কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায়ভুক্ত এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয়েছে। নতুন জাত ও মানসম্মত বীজ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, বীজ উদ্যোক্তা ও বীজ ব্যবসার প্রসার লাভ করেছে জানিয়েছেন ১৫৪০ জনের মধ্যে ১০১৫ জন (৭৫.৭%) উত্তরদাতা। প্রায় ১৮.৯ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে শস্য পরিবহন সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ৪.৭ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে কৃষি শ্রমিক ও দিন মজুরের চাহিদা বেড়েছে; প্রায় ০.৪ শতাংশের অভিমত হল প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে বীজ ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ।

৮. বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য চাহিদা অনুযায়ী যে পরিমাণ ভোজ্য তেল প্রয়োজন, উৎপাদনে ঘাটতি থাকে তার ৭০ শতাংশ। একইভাবে ডালের চাহিদা ৬০ শতাংশ এবং মসলার চাহিদা ২৮-৩০ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে ভোজ্য তেলের চাহিদা ১০ দশমিক ৫১ লাখ মেট্রিক টন, যেখেনে উৎপাদন হচ্ছে ৩ দশমিক ৫২ লাখ মেট্রিক টন। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে ২৬ দশমিক ২৮ লাখ মেট্রিক টন ডালের চাহিদা থাকলেও উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে মাত্র ৯ দশমিক ৯১ লাখ মেট্রিক টন। বর্তমানে বাংলাদেশে বছরে ৪০ দশমিক ৪ লাখ মেট্রিক টন মসলার চাহিদা থাকলেও এখন পর্যন্ত উৎপাদন সম্ভব হয়েছে মাত্র ৩১ দশমিক ৪০ লাখ মেট্রিক টন। কেআইআই এর তথ্য বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, ২০২৩ সালের মধ্যে তেলের উৎপাদন বাড়িয়ে ১২ দশমিক ০৭ লাখ মেট্রিক টন, ডাল ১১ দশমিক ২২২ লাখ মেট্রিক টন, মসলা ৪০ দশমিক ৭৭৪ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করতে সম্ভব হবে। অর্থাৎ প্রকল্পটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় পণ্যের ২০ শতাংশ আমদানী কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাব মতে বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ভোজ্য তেল আমদানি হয়েছে ১৪ হাজার ৪৩২ কোটি টাকার, তেলবীজ ৫ হাজার ৪৯২ কোটি টাকার, এবং তিন হাজার ৪৫৭ কোটি টাকার ডাল জাতীয় খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছিল।

৯. প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহের সার্বিক অগ্রগতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২২ সালের মধ্যে ৩৬১৭১টি বীজ উৎপাদন ব্লক প্রতিষ্ঠা করা, তন্মধ্যে ৩০ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনীর বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ২৬৭৮৪টি অবশিষ্ট রয়েছে ৯৩৮৭টি। সংস্থানকৃত ১৮টি ফসল যে সকল জেলায় অধিক উৎপন্ন হয় এবং বীজের চাহিদা রয়েছে সেসব জেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বীজ উৎপাদন ব্লক বিভাজন করা হচ্ছে। সুতরাং বলা যায় বীজ উৎপাদন ব্লকের স্থান নির্বাচন সঠিক ও যথাযথ হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পের অন্যতম কার্যক্রম হল ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪৫০০ বীজ উদ্যোক্তা তৈরি করা, রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা করা, যা শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে; ৭৬টি কর্মশালা ও ১৯২টি মেনটরিং ফলোআপের সংস্থান

রয়েছে, যার মধ্যে ৪২ টি কর্মশালা ও ৩৭৪ জন কৃষক পুরষ্কৃত হয়েছে; ১৬৫৫০ টি মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন আয়োজন করা, প্রকল্পের এই অঙ্গটি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ১১৭০৬টি; সংখ্যা ১২৮ ব্যাচ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের মধ্যে সৎম্পন্ন হয়েছে সংখ্যা ৮৫ ব্যাচ; দেশের অভ্যন্তরীণ কৃষক প্রশিক্ষণ ৭৫০ ব্যাচ, প্রকল্পের এই অঙ্গটি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৬৭৫ ব্যাচ; এসএএও প্রশিক্ষণ ৩০০ ব্যাচ, প্রকল্পের এই অঙ্গটি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ২২৫ ব্যাচ; এবং অফিসার প্রশিক্ষণ ৬০ ব্যাচ সম্পন্ন করা, প্রকল্পের এই অঙ্গটি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৪২ ব্যাচ এবং বীজ উৎপাদনের উপর ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর অধিকতর দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১০০ জন কৃষক, এসএএও এবং কর্মকর্তা কর্তৃক বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সংস্থান ছিল যা ইতোমধ্যে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রতি বছর ২০ জন করে ২ বছরে ৪০ জন কর্মকর্তার চীন ও ভিয়েতনামে ২ সপ্তাহের বৈদেশিক ভ্রমণ সম্পন্ন হয়েছে। এ সকল ভ্রমণ ও নিবিড় প্রশিক্ষণের ফলে মানসম্মত বীজ উৎপাদন সহজতর হয়েছে, কৃষকের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জ্ঞান, দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক ভ্রমণের পর অংশগ্রহণকারীগণ যে সুপারিশ প্রদান করেন তা হল ডাল, তেল, মসলা ও মধু উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কলা-কৌশল, মধু থেকে উৎপাদিত উপজাত দ্বারা বিভিন্ন পণ্য বিশেষতঃ প্রসাধনী ও ঔষধ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এসএমই কৃষক, উপকারভোগী এবং সহযোগী কৃষক যে সকল উপকরণ ৩০ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত পাওয়ার সংস্থান ছিল তা পেয়েছে। সর্বমোট, প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা এপ্রিল ৩০, ২০২১ পর্যন্ত ৭৮.৬৭ শতাংশ হবার কথা থাকলেও বাস্তবে আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৭০.৯৮ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ৭.৬৯ শতাংশ কম হয়েছে।

১০. প্রকল্পটির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা ১৩ জন। এর মধ্যে কর্মকর্তা ৪ জন, ৭ জন কর্মচারী এবং ২ জন পরামর্শক। এই ২ জন পরামর্শককে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ICS method (OTM) এ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সব পদে জনবল নেই। কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সকলেই অভিজ্ঞ। প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রমে মূলত প্রকল্প ও ডিএই কর্মকর্তা, জেলা/উপজেলা, এসসিএ ও গবেষণা কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করেন ও মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পটির বেসলাইন জরিপ রয়েছে এবং প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হচ্ছে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য কোন-ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি।

১১. ইতোমধ্যে সিএজি কর্তৃক ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সকল অডিট আপত্তি প্রমাণক সাপেক্ষে নিষ্পত্তি হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব ও প্রমাণকসমূহ অডিট অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর অডিট অফিসে অডিট প্রতিবেদন (AIR) প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত ৬টি ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করে হয়েছে। প্রকল্পের শুরু হতে অদ্যাবধি ক্রয়কৃত পণ্য ও মালামালের একটি ইনভেন্টরি তালিকা প্রস্তুত করে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, বীজ এসএমই একটি নতুন ধারণা। বিগত তিন বছর ধরে অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে গঠিত এসব বীজ এসএমইকে প্রশিক্ষণ, উপকরণ সরবরাহ এবং অন্য উপায়ে সহায়তা প্রদান করে আসছে। সারা দেশে ৪৫০০টি বীজ এসএমই গঠন করা হয়েছে। এসব এসএমই এর বেশির ভাগই এখনও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে টিকে থাকার মত সক্ষমতা অর্জন করেনি। চলমান প্রকল্প ডিপিপি অনুযায়ী আগামী ২০২২ সালের জুন মাসে শেষ হয়ে যাবে। ফলে মাঝ পথে এসে গঠিত এসএমইগুলো পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ না পেলে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। ফলশ্রুতিতে অধিকাংশই ঝরে যাবে। তাই গঠিত এসএমইগুলোর অধিকতর সক্ষমতা তৈরীতে এবং পরবর্তীতে যাতে নিজেরাই বীজ উদ্যোক্তা হিসেবে সফলভাবে টিকে থাকে সে লক্ষ্যে "কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"-শীর্ষক প্রকল্পটির টেকসইকরণে কার্যকর পরিকল্পনা তৈরি করে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমীক্ষার পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা

প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহের অগ্রগতি ও কার্যকারিতা এবং প্রকল্পের সামগ্রিক 'সবল-দুর্বল-সুযোগ-ঝুঁকি' বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত সুপারিশমালা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

৬.১ সুপারিশমালা

১. কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন করে স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য চলমান প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে এসএমই'র সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

২. মানসম্মত বীজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যহত রাখা যেতে পারে এবং এলাকাভিত্তিক ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যাও বাড়ানো যেতে পারে।

৩. প্রকল্পের আওতায় এসএমই কৃষকদের সমৃদ্ধ করতে বীজ বাজারজাতকরণে কৃষক ও বেসরকারি/সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ তৈরি করা যেতে পারে অর্থাৎ উৎপাদন পরবর্তী বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং বাজার সংযোগে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

৪. বীজ ব্যবসায়ী হিসেবে বাজারে নিজেদের প্রবেশাধিকার আরও গতিশীল ও গ্রহণযোগ্য করতে সরবরাহকৃত বীজ প্যাকেটের মান আরোও উন্নত, তথ্যবহুল ও চিত্তাকর্ষক করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বেসরকারি বীজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্যাকেটের নমুনা যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

৫. এসএমই কৃষকদের উৎপাদিত বীজ সরকারিভাবে ক্রয়ের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

৬. মৌসুম চলাকালীন সময়ে এসএমইদের ইউনিয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করলে মানসম্মত বীজ উৎপাদনে কৃষক আরো আগ্রহী হতে পারে।

৭. ভোক্তা পর্যায়ে সরিষার তেলের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য মিডিয়াতে প্রচার প্রচারণা, ডকুমেন্টারি, লিফলেট, বুকলেট ইত্যাদি তৈরি করে বিতরণ করা যেতে পারে।

৮. কৃষকদের মৌচাষে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সরবরাহকৃত সরঞ্জামাদির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে মৌবক্স স্থাপন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং সরিষা কর্তনের পর মৌমাছির খাদ্য ঘাটতির সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে মৌমাছিগুলো (রাণী মৌমাছি) প্রতিপালনের ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৯. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে বীজ সংরক্ষণাগার স্থাপন করে বীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৬.২ উপসংহার

"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প দেশের ৬৪টি জেলায় বাস্তবায়নের ফলে মোট ৪ হাজার ৫০০টি ইউনিয়নে ওয়ার্ড ভিত্তিক বীজ এসএমই সৃষ্টির মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলার মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, টেকসই উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও মৌচাষ সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে জুলাই ২০১৭ হতে জনু ২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে। ফলে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, কৃষি কাজে ৮০ শতাংশ মহিলা কৃষাণী সম্পৃক্ত হবে এবং সর্বোপরি, গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। এছাড়াও প্রকল্পে মৌচাষ সম্পৃক্ত হওয়ায় অতিরিক্ত ১৫-৩০ শতাংশ ফলন বৃদ্ধিসহ মধু উৎপাদন এবং পরিবেশ বান্ধব চাষাবাদ উৎসাহিত করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দেশে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে আমদানি নির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। পরিশেষে গুণগতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনার জন্য প্রদত্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা প্রযোজন।

****

গ্রন্থপঞ্জি:

সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি), (আগস্ট-২০২০). কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫

"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আইএমইডি-০৫ (অক্টোবর ২০২০)

হাবিব, ড. আহসান, (২০১০). সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, গ্রন্থকুঠির, ২৬, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

আইএমইডি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, সেক্টর-৪ "পরামর্শকের কার্যপরিধি ও দায়িত্ব" অক্টোবর ১৪, ২০২০

ক্রয়-প্রক্রিয়ার ডক্যুমেন্টস এনালাইসিস, (এপ্রিল-২০২১). কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫

অডিট রিপোর্ট ও ডক্যুমেন্টস এনালাইসিস, (এপ্রিল-২০২১). কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত). কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫

বাংলাদেশ ব্যাংক (সেপ্টেম্বর ২০২০). আমদানি রপ্তানি বিষয়ক পরিসংখ্যান- ২০১৮-১৯।

পরিকল্পনা কমিশন (এপ্রিল, ২০২০). মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন, ফসল অনুবিভাগ, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

Daniel WW (1999). *Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences*. 7th edn. New York: John Wiley & Sons

BBS, (May 2019). *Agriculture and Rural Statistics Survey (ARSS)* Project-2017

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"
উপকারভোগীদের জন্য সমীক্ষার প্রশ্নমালা

আমার নাম .....।

আমি এসেছি ইস্কার্ফ কনসালটিং সার্ভিসেস নামক সংস্থা থেকে আপনাদের এলাকায় বাস্তবায়নাধীন "**কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)**"-শীর্ষক একটি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্যে। প্রকল্পটি ২০১৭-২০২২ মেয়াদে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এ সমীক্ষা পরিচালনা করছে।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা কিংবা কোনোরূপ ত্রুটি বা সমস্যা আছে কিনা সমীক্ষায় তা গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে যাতে ভবিষ্যতে এইরূপ প্রকল্প আরো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। আপনার দেওয়া তথ্য কেবলমাত্র এ সমীক্ষার প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে। এই সমীক্ষা থেকে কেউ ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তবে সার্বিকভাবে সকলের কল্যাণ হবে।

সমীক্ষা কাজে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

তথ্য সংগ্রহকারীদের নির্দেশনা

১. উত্তরদাতাদের অনুমতি নেওয়া;
২. উত্তরদাতাদের পরিচয় গোপন রাখা হবে এটা নিশ্চিত করা;
৩. নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা;

ক. উত্তরদাতার সাধারণ পরিচিতি			
১.১	নাম:		
১.২	পিতার/স্বামীর নাম:		
১.৩	গ্রামের নাম:		
১.৪	ইউনিয়ন:		
১.৫	উপজেলা:		
১.৬	জেলা:		
১.৭	আপনার বয়স কত?	.....বছর	
১.৮	লিঙ্গ:	[কোড: ১ = মহিলা; ২ = পুরুষ;]	
১.৯	পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত?	..... জন	
১.১০	আপনার ছেলে-মেয়ে কয়টি?	ছেলে =.....জন, মেয়ে.....জন; মোট=.....জন	
১.১১	আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা (টিক চিহ্ন দিন)	১=নিরক্ষর; ২=কেবলমাত্র নাম সই করতে পারেন; ৩=লিখতে ও পড়তে পারেন; ৪=বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পাশ; ৫=মাধ্যমিক পাশ; ৬=উচ্চমাধ্যমিক পাশ; ৭=স্নাতক/তদূর্ধ্ব	
১.১২	মোবাইল নম্বর:		

খ. উত্তরদাতার আর্থ-সামাজিক তথ্যাদি			
২.১	আপনার প্রধান পেশা কি? (টিক চিহ্ন দিন)	পেশা: ১=কৃষি; ২=চাকরী; ৩=ব্যবসা; ৪=কৃষি মজুর; ৫=মৎস্যচাষী, ৬=রিক্সা/ভ্যান/ঠেলাগাড়ি; ৭=লঞ্চ/নৌকা/অটোরিক্সা/চার্জার গাড়ি/ট্রাক/বাস/অন্যান্য বড় গাড়ির ড্রাইভার; ৮=কুটির শিল্প/কামার/কুমার/তাঁতী; ৯=ক্ষুদ্র উদ্যোগতা (পোল্ট্রি, রাইসমিল/স'মিল মালিক/ইটভাটা; ১০=ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসল চাষী; ১১=অন্যান্য (যদি থাকে) উল্লেখ করুন;	
২.২	বাড়ির অবস্থান (টিক চিহ্ন দিন)	১=নিজস্ব বাড়ি; ২=বাঁধের উপরে; ৩= আশ্রয়ানে; ৪=অন্যান্য (লিখুন)	
২.৩	পরিবারের প্রধান বসত ঘরের ধরন কি? (টিক চিহ্ন দিন)	১=পাকা; ২=আধাপাকা; ৩=চাল টিনের/টালির; ৪=চাল ঘড় বা ছনের; ৫=অন্যান্য (নির্দিষ্ট করে লিখুন)	
গ. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাদি			
অঙ্গ-১	**কৃষক (এসএমই) পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি**		
৩.১	আপনি কি একজন এসএমই কৃষক? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]		
৩.২	আপনি কি ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদন করে থাকেন? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]		
৩.৩	যদি হ্যাঁ হয়, আপনি যে ডাল, তেল ও মসলার ফসলের বীজ উৎপাদন করছেন তা গুণগত মান ভাল কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]		
৩.৪	আপনার নিজের জমিতে নিচের কোন শস্যটি উৎপাদন করেন? (একাধিক অপশনে উত্তর করা যাবে) ১=মসুর, ২=মুগ, ৩= মাসকালাই, ৪= খেসারি, ৫=ফেলন, ৬= অড়হড়, ৭=সরিষা, ৮=তিল, ৯= সোয়াবিন, ১০= চীনা বাদাম, ১১=সূর্যমুখী, ১২=পেঁয়াজ, ১৩= রসুন, ১৪= হলুদ, ১৫=মরিচ, ১৬=আদা, ১৭=ধনিয়া, ১৮=কালোজিরা		
৩.৫	ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনে স্থানীয় কৃষি অফিস হতে কোন ধরনের সহযোগিতা করা হয়েছিল কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]		
৩.৬	যদি হ্যাঁ হয়, আপনি ডাল, তেল ও মসলার ফসলের বীজ উৎপাদনে কি ধরনের সহযোগিতা পেয়েছেন? উত্তর:		
৩.৭	কৃষি বিভাগ/ বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তাগণ কীভাবে তদারকি করছেন? [কোড: ১=নিয়মিত আসেন, ২= কম আসেন, ৩=অনেক কম আসেন, ৪= একেবারেই আসেন না]		
৩.৮	কৃষক পর্যয়ে মানসম্মত বীজ সরবরাহ করা হচ্ছে কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]		
৩.৯	প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত আপনি কী পরিমাণ ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন করেছেন? উত্তর:		কেজি
৩.১০	উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা আপনি প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেন কিনা?[কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]		
৩.১১	উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা ব্যবহার করে আপনার প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পূরণ হচ্ছে কিনা ? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]		
৩.১২	প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত উৎপাদিত ডাল, তেল, ও মসলা বীজ বিক্রি করে আপনি কত টাকা মুনাফা করেছেন? উত্তর: টাকা		
৩.১৩	প্রকল্প শুরু হতে এখন পর্যন্ত আপনি প্রকল্প দ্বারা কোন ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]		
৩.১৪	উত্তর হ্যাঁ হলে, সুনির্দিষ্ট করে বলুন:		
৩.১৫	প্রকল্পের দ্বারা একজন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক হিসেবে আপনি প্রকল্প হতে কোন ক্ষতিপুরণ পেয়েছেন কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]		
অঙ্গ-২	**ব্লক প্রদর্শনী সংক্রান্ত তথ্যাদি**		
৪.১	ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদন বিষয়ক কোন ব্লক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]		
৪.২	ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদন বিষয়ক যে ব্লক প্রদর্শনী আপনার এলাকায় হয়েছে তা আপনার দৃষ্টিতে যথেষ্ট কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]		

৪.৩	আপনি কি মনে করেন প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ডাল, তেল ও মসলা ফসলের ব্লক প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৪.৫	আপনি কি মনে করেন ব্লক প্রদর্শনীর জন্য মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ করা হয়? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
৪.৬	ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদন বিষয়ক আপনার অধীনে মোট কতটি ব্লক প্রদর্শনী আছে? উত্তর:	
৪.৭	কালজিরা, ধনিয়া, আদা, হলুদ, অহড়হড় ফসলের বীজ উৎপাদন ব্লক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমি একসাথে পাওয়া যায় কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৪.৮	যদি না হয়, তবে এর প্রধান কারণ কী:...	
৪.৯	প্রকল্পের এই কাজটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ তদারকি কীভাবে করছেন? [কোড: ১=নিয়মিত আসেন, ২= কম আসেন, ৩=অনেক কম আসেন, ৪=একেবারেই আসেন না]	
অঙ্গ-৩	**মৌচাষ মেশিনারিজ সংক্রান্ত তথ্যাদি**	
৫.১	মৌচাষের জন্য প্রকল্প হতে কোন মেশিনারিজ যেমন মৌ-বাক্স পেয়েছেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৫.২	মৌচাষের জন্য প্রকল্প হতে কোন মৌ-বক্স স্থাপন করা হয়েছে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৫.৩	মৌচাষের উপকরন বা মেশিনারিজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প হতে কোন সহযোগিতা পেয়েছেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
৫.৪	প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত আপনি কী পরিমাণ মধু উত্তলন করেছেন? উত্তর:	কেজি
অঙ্গ-৪	**উন্নত বীজ সংরক্ষণ পাত্র ও বীজ শুকানোর উপকরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি**	
৬.১	এই প্রকল্পের আওতায় আপনি কোন বীজ সংরক্ষণ পাত্র কিংবা বীজ ব্যবস্থাপনা উপকরণ পেয়েছেন কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৬.২	এই প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকার অন্য কোন কৃষককে বীজ সংরক্ষণ পাত্র প্রদান করা হয়েছে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]	
অঙ্গ-৫	**প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি**	
৭.১	প্রকল্পের আওতায় আপনি কোন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৭.২	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরনের প্রশিক্ষণে পেয়েছেন? [কোড:, ১=মৌচাষ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ২= ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ৩=পলিথিনের উপর চারা তৈরি, ৪=অন্য কোন প্রশিক্ষণ ---------- (নাম বলুন)।	
৭.৩	প্রশিক্ষণের ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৭.৪	যদি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তাহলে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন? [কোড: ১=খুব সন্তোষজনক, ২=সন্তোষজনক, ৩=মোটামুটি, ৪=সন্তোষজনক নয়]	
৭.৫	সংরক্ষণ পাত্র/বীজ শুকানোর উপকরণ সংগ্রহের পর যন্ত্র পরিচালনার জন্য কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৭.৬	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে যন্ত্র পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ কতটুকু উপযুক্ত ছিল? [কোড: ১=খুবই উপযুক্ত ছিল, ২=উপযুক্ত ছিল, ৩=মোটামুটি উপযুক্ত ছিল, ৪=দুর্বল প্রশিক্ষণ ছিল]	
৭.৭	প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর আপনি নিজে বীজ শুকানোর উপকরণ পরিচালনা করতে পারেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৭.৮	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে কতটুকু দক্ষতার সাথে যন্ত্র পরিচালনা করতে পারেন? [কোড: ১=খুব ভালোভাবে, ২=ভালোভাবে, ৩=মোটামুটি ভালোভাবে, ৪=ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারিনা]	
৭.৯	কোন মৌ-বক্স নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে মেরামত করেন? [কোড: ১=নিজে মেরামত করি, ২=সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, ৩=ভাড়ায় মেকানিক দিয়ে, ৪=মেরামত করা সম্ভব হয় না]	
৭.১০	একজন এসএমই (কৃষক) হিসেবে আপনি প্রশিক্ষণকালীন কোন ভাতা পেয়েছেন কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৭.১১	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে আপনার প্রাপ্ত ভাতার টাকার পরিমাণ কত ছিল? উত্তর:	
৭.১২	প্রকল্প থেকে কোন উপকরণ সহায়তা পেয়েছেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]	
৭.১৩	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে কি কি উপকরণ পেয়েছেন?	

	……
অঙ্গ- ৬	**বীজ প্রদর্শনী ও মাঠ দিবস সংক্রান্ত তথ্যাদি**
৮.১	আপনি প্রকল্পের আওতায় কোনো মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেছেন কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]
৮.২	যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে কি ধরনের প্রদর্শনী ও মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করেছেন? [একাধিক উত্তর করা যাবে] [কোড: ১=মৌ-বক্স, ময়েশ্চার মিটার, বীজ সংরক্ষণ পাত্র প্রদর্শনী, ২=পেঁয়াজ, আদা, রসুন ইত্যাদির চারা উৎপাদন কৌশল প্রদর্শনী, ৩. অন্যান্য …….
৮.৩	মাঠ দিবসে অংশগ্রহণ করে আপনার কি লাভ হয়েছে? [একাধিক উত্তর করা যাবে] [কোড: ১=আধুনিক বীজ ব্যবহার সম্পর্কে ধারনা গ্রহণ হয়েছে, ২=কম খরচ, স্বল্প শ্রম ও সময়ে চাষাবাদ পদ্ধতি শেখা হয়েছে, ৩=আধুনিক উন্নতজাত ব্যবহারে সম্পর্কে এলাকার মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, ৪=টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা, ৫=অন্যান্য----------]
অঙ্গ- ৭	**উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কৃষক) সংক্রান্ত তথ্যাদি**
৯.১	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আপনাকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য কোন ভ্রমণে নেওয়া হয়েছিল কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]
৯.২	এই প্রকল্পের আওতায় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও জাত ব্যবহারের মাধ্যমে সফল কৃষকের সাফল্য সরেজমিনে পরিদর্শন করার সুযোগ পেছেন কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]
৯.৩	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]
৯.৪	যদি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তাহলে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করেন? [কোড: ১=খুব সন্তোষজনক, ২=সন্তোষজনক, ৩=মোটামুটি, ৪=সন্তোষজনক নয়]
৯.৫	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণে লব্ধ জ্ঞান আপনার জমিতে কাজে লাগাবেন কিনা? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]
৯.৬	ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণসহ কৃষি চাষ করে লাভবান হওয়ার কৌশল সম্পর্কে প্রকল্প কর্মকর্তাদের থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পান কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না]
অঙ্গ- ৮	**কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত তথ্যাদি**
১০.১	প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে আপনার এলাকায় কর্মসংস্থানের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি? [কোড: ১=হ্যাঁ, ২=না]
১০.২	যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে তাহলে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? [কোড: ১=কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, ২=কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে, ৩=অপরিবর্তিত আছে]
১০.৩	যদি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তাহলে কি ধরনের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে? [একাধিক উত্তর গ্রহণযোগ্য] [কোড: ১=বীজ ব্যবসার প্রসার লাভ করেছে , ২=শস্য পরিবহন সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, ৩=শস্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে, ৪=কৃষি শ্রমিক/দিন মজুরের চাহিদা বেড়েছে, ৫=বীজ ব্যবসায়িদের প্রতিষ্ঠানে চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ৬=অন্য কোন কর্মসংস্থান----------
শাখা-৪	**সবল ও দুর্বল দিক সংক্রান্ত তথ্যাদি**
১১.১	প্রকল্পের তিনটি সবল/ভালো দিক উল্লেখ করুনঃ
১১.২	প্রকল্পের তিনটি দুর্বল/ত্রুটি উল্লেখ করুনঃ
১১.৩	প্রকল্পের কোন ধরনের ঝুঁকি থাকলে তা উল্লেখ করুনঃ
১১.৪	প্রকল্পের ফলে কী কী ধরনের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে?
১১.৫	প্রকল্পটিকে টেকসই ও অধিক কার্যকরী করতে আপনার মতামত তুলে ধরুনঃ

১. তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ	স্বাক্ষরঃ
মোবাইল নম্বরঃ	তারিখঃ
২. সুপারভাইজারের নামঃ	স্বাক্ষরঃ
মোবাইল নম্বরঃ	তারিখঃ

উত্তরদাতার আইডি নং-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"

উপকারভোগীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) গাইডলাইন

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য

(তথ্য সংগ্রহের পূর্বে নিম্নলিখিত ভূমিকাটি ব্যাখ্যা করুন)

কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল এবং মসলা জাতীয় ফসলের মানসম্মত বীজের সরবরাহ ও বৃদ্ধি; উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি; ডাল, তেল ও মসলার দেশীয় ঘাটতি পূরণ তথা আমদানী হ্রাস করা ; মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনা এবং মৌ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ এসএমই গঠনের মাধ্যমে মানম্মত বীজ এবং সেই সাথে উৎপাদন প্রযুক্তি সময়মত কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে সুবিধাভোগী কৃষকদের দারিদ্রতা দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত "**কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)**"-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠুভাবে যথাসময়ে সমাপ্ত হয়, কাজের গুণগত মান বজায় থাকে এবং প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে সে জন্য আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে এই প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনার ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশিকা	
তারিখ:	
আলোচনার স্থান:	
গ্রাম:	
ইউনিয়ন:	
উপজেলা:	
জেলা:	
সংগঠকের নাম:	
সহায়তাকারীর নাম:	
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা:	

ক.	**"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" বর্তমান কার্যক্রম বিষয়ক তথ্যাদিঃ**
১.১	"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করার পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে বলুন।
১.২	"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" সম্পর্কে আপনারা কী জানেন?
১.৩	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ কীভাবে চলমান এ প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছে? এ প্রকল্পের মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনা কীভাবে চলছে?

১.৪	চলমান এ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে কী জানেন বলুন?
১.৫	প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আপনি কী জানেন? মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ কী বলে আপনার মনে হয়?
১.৬	প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি আশানুরূপ না হয়ে থাকলে তার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?
১.৭	সময়সীমার মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করতে চাইলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আপনার মনে হয়?
১.৮	আপনাদের এলাকায় শতকরা কতভাগ মহিলা কৃষক এই প্রকল্পের কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত?
খ.	**প্রকল্প এলাকায় মাঠ দিবস এবং রিভিউ ডিসকাশন সংক্রান্ত তথ্যাদি**
১.৯	প্রকল্প এলাকায় জুন ২০১৭ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত কতটি মাঠ দিবস পালিত হয়েছে তা বলতে পারবেন কি?
১.১০	প্রকল্প এলাকায় পালিত মাঠ দিবস হতে সাধারণ কৃষক ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদনে প্রযুক্তির আওতাভূক্ত হয়েছে বলে মনে করেন কিনা?
১.১১	আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও ডাল, তেল ও মসলা ফসলের জাত সম্পর্কে অবহিত করতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাঠ দিবস/র‍্যালী আয়োজন করা হয়েছিল কিনা? যদি হয়ে থাকে সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি?
১.১২	প্রকল্পের এ পর্যন্ত যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাতে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে কী? প্রকল্প সমাপ্তের পরে এ থেকে কতটুকু সাফল্য আশা করেন?
১.১৩	কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের বীজ উৎপাদন প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে সময়মত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া যায় কি?
১.১৪	এই প্রকল্পের সমাপ্তির ফলে সংলগ্ন এলাকায় কি ধরনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে বলে আপনার মনে হয়?
১.১৫	বীজ এসএমই কীভাবে গঠিত হয়? জানেন কী? আবাদযোগ্য পতিত জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং আন্তফসল হিসেবে মসলা চষের জন্য আপনার এলাকা কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?
১.১৬	প্রকল্পের ফলে জমিতে ফসল চাষের নিবিড়তা কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে?
১.১৭	সেচ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে ফসল উৎপাদনে ভিন্নতা এসেছে কি?
১.১৮	প্রকল্পের আওতায় বীজ উৎপাদন ব্লক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিনা? এ বিষয়ে মতামত দিন?
১.১৯	প্রকল্পের শুরুতে প্রথম প্রদর্শনী প্লট করা হয়েছিল সেটি হতে বর্তমান পর্যন্ত কত জন অনুপ্রাণিত হয়েছেন?
১.২০	প্রকল্পের আওতায় সরকারী মূল্যে ডাল, তেল ও মসলা সংগ্রহের অভিযান চালু আছে কিনা? বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নে পরামর্শ কী?
১.২১	উৎপাদিত ডাল, তেল ও মসলা ব্যবহার করে আপনার পরিবারের প্রতিদিনের পুষ্টি ঘাটতি পূরণ হচ্ছে কিনা ?
গ.	**প্রকল্পের সবল, দুর্বল, ঝুঁকি ও পরামর্শ সংক্রান্ত তথ্যাদি**
১.২২	প্রকল্পের দুটি ভালো/সবল দিকগুলো সম্পর্কে বলুন।
১.২৩	প্রকল্পের দুটি দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে বলুন।
১.২৪	প্রকল্পের দুটি ঝুঁকির দিক থাকলে সেগুলো সম্পর্কে বলুন।
১.২৫	প্রকল্পের কার্যক্রমকে সমুন্নত রাখার উপায়গুলো সম্পর্কে পরামর্শ দিন।

এফজিডি -তে অংশগ্রহণকারীদের তালিকাঃ

স্থানঃ---------- **তারিখঃ----------**

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারী নাম	পেশা	মোবাইল নম্বর	শিক্ষাগত যোগ্যতা	স্বাক্ষর
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					
১১					
১২					

(বি.দ্র. এফজিডির একটি ছবি নিন)

১। আলোচনা পরিচালনাকারী:	স্বাক্ষর:
মোবাইল নম্বর:	
২। সঞ্চালনকারী:	স্বাক্ষর:
মোবাইল নম্বর:	

উত্তরদাতার আইডি নং-				

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"

চেকলিস্ট-১: কেআইআই (কৃষি মন্ত্রণালয়)

কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল এবং মসলা জাতীয় ফসলের মানসম্মত বীজের সরবরাহ ও বৃদ্ধি; উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি; ডাল, তেল ও মসলার দেশীয় ঘাটতি পূরণ তথা আমদানী হ্রাস করা ; মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনা এবং মৌ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ এসএমই গঠনের মাধ্যমে মানম্মত বীজ এবং সেই সাথে উৎপাদন প্রযুক্তি সময়মত কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে সুবিধাভোগী কৃষকদের দরিদ্রতা দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত "**কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)**"-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠুভাবে যথাসময়ে সমাপ্ত হয়, কাজের গুণগত মান বজায় থাকে এবং প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে সে জন্য আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে এই প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ক. উত্তরদাতার পরিচয়		
১	উত্তরদাতার নাম:	
২	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম:	
৩	পদবী:	
৪	ফোন নম্বর:	
৫	ই-মেইল:	
৬	অবস্থান:	

প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়	
১.১	দরিদ্রতা দূরীকরণে এই প্রকল্পের গুরুত্ব কতটুকু? এই প্রকল্পের ফলে কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসে কী ধরনের ভূমিকা রাখবে বলে আপনি মনে করছেন?
১.২	কৃষকদের দল গঠনের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা আরো সম্প্রসারণ করার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে?
১.৩	প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ এ পর্যন্ত কতটুকু অর্জিত হয়েছে?
১.৪	প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণ এই প্রকল্পের ফলে কীভাবে উপকৃত হচ্ছে?
১.৫	এই প্রকল্পকে আরো কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত?

১.৬	প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে পূরণের জন্য আর কোন কোন উপায়ে অধিক সক্রিয় করা যেতে পারে?
১.৭	আপনি প্রকল্পটি সমাপ্ত ও টেকসই করতে কীভাবে পরিকল্পনা করছেন? (এক্সিট প্লান)
১.৮	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি সবল দিক সম্পর্কে বলুন।
১.৯	প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনটি দুর্বল দিক সম্পর্কে বলুন।
১.১০	প্রকল্পের ঝুঁকি সম্পর্কে বলুন।
১.১১	প্রকল্পের ফলে সুযোগগুলো উল্লেখ করুন।
১.১২	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কী কী কৌশলগত ভুল ছিল এবং এগুলো এড়িয়ে যাওয়ার উপায় কী?
১.১৩	প্রকল্পের যে কাজগুলো এখনও অসমাপ্ত বা চলমান সে সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কী?

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:----------

স্বাক্ষর:----------

মোবাইল নম্বর: ----------

উত্তরদাতার আইডি নং- | | | | |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"

চেকলিস্ট-২: কেআইআই (প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রকল্প সাইটে কর্মরত কর্মকর্তা)

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি; ডাল, তেল ও মসলার দেশীয় ঘাটতি পূরণ তথা আমদানী হ্রাস করা ; মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনা এবং মৌ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ এসএমই গঠনের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ এবং সেই সাথে উৎপাদন প্রযুক্তি সময়মত কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে সুবিধাভোগী কৃষকদের দারিদ্রতা দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত "**কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ** প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" -শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠুভাবে যথাযথ সময়ে সমাপ্ত হয়, কাজের গুণগত মান বজায় থাকে এবং প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে সে জন্য আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে এই প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ক. উত্তরদাতার পরিচয়		
১	উত্তরদাতার নাম:	
২	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম:	
৩	পদবী:	
৪	মোবাইল নম্বর:	
৫	ই-মেইল:	
৬	অবস্থান:	

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা				
১.১	প্রকল্পে পদবী:			
১.২	১. প্রকল্পে যোগদানের তারিখ:			
১.৩	শিক্ষাগত যোগ্যাত (সর্বশেষ):			
১.৪	ইতিপূর্বে প্রকল্পে কাজ করলে তার বিবরণ:	ক.প্রকল্পের নাম:	খ.পদ/সংস্থা:	গ.সময়ের ব্যাপ্তি:
১.৫	এ প্রকল্প প্রণয়নে জড়িত ছিলেন কি? (টিক চিহ্ন দিন)	[কোডঃ ১.পুরোপুরি, ২. আংশিক, ৩. জড়িত ছিলাম না]		
১.৬	অন্য প্রকল্প পরিচালকের বিবরণ:	ক. নাম	খ. সংস্থা	খ. সময়ের ব্যাপ্তি
	১			
	২			

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা				
	৩			
১.৭	প্রকল্পে মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা কত?			
১.৮	বর্তমানে সব পদে জনবল আছে কি না?			
১.৯	যদি না থাকে তবে কেন নেই?			
১.১০	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কি না?			
১.১১	যদি অভিজ্ঞতা না থাকে তবে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?			
১.১২	কোনো ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিনা? হলে সে সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।			
১.১৩	প্রকল্পটির আধুনিকায়ন ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্পের কোন কোন সমস্যার কারণে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করেন?			
১.১৩.১	সেই সমস্যাগুলো কতটুকু যৌক্তিক?			
১.১৪	প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম কিভাবে চলছে তা উল্লেখ করুন?			
১.১৫	প্রকল্পটির বেইজলাইন জরিপ আছে কি না? হ্যাঁ হলে বিস্তারিত বিবরন দিন।	[কোডঃ ১= হ্যাঁ; ২=না;]		
১.১৬	প্রকল্পের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কি না? যদি না থাকে তবে কেন নেই?	[কোডঃ ১= হ্যাঁ; ২=না;]		
১.১৭	প্রকল্পটির এক্সিট প্লান আছে কি না? থাকলে উল্লেখ করুন।	[কোডঃ ১= হ্যাঁ; ২=না;]		
১.১৮	যদি এক্সিট প্লান না থাকে তবে কেন নেই?			
১.১৯	প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হবে কি না? যদি সম্পন্ন না হয় তবে কেন হবে না এবং কত দিন বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে?			
১.২০	প্রকল্পের বরাদ্দ সঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে কি না? যদি না পাওয়া যায় তবে তার কারণ কি?			
১.২১	আপনার প্রকল্পটি বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং হয় কি না? হ্যাঁ/ না মনিটরিং হয়ে থাকলে প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ও পরিদর্শনের তারিখ বলুন। --- ---			
১.২২	প্রকল্পের বরাদ্দ যথাযথ আছে কি না?			
১.২৩	প্রকল্প অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নে সমস্যা (যদি থাকে) উল্লেখ করুন			
১.২৪	সমস্যা সমাধানে কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন বা করণীয় কি বলে মনে করেন?			

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা		
১.২৫	ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করেছে কি না? হ্যাঁ/ না উত্তর না হলে এক্ষেত্রে আপনার পর্যবেক্ষণ জানান	
১.২৬	এই প্রকল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ ও মালামাল এর গুণগত মান কেমন ছিল? (কিছু যন্ত্রাংশের টেস্ট রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে দেখা হবে)	
১.২৭	আলোচ্য প্রকল্পের জন্য বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত আছে কি না? থাকলে বিস্তারিত লিখুন। (পরামর্শক কর্তৃক প্রকল্পের শুরু থেকে সবগুলো কর্ম-পরিকল্পনা পর্যবেক্ষেণ করা হবে)	হ্যাঁ/ না
১.২৮	বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি হচ্ছে কি না? হ্যাঁ/ না না হয়ে থাকলে কারনসহ বিস্তারিত বলুন ----------	
১.২৯	প্রশিক্ষিত ব্যক্তি /কৃষকের সংখ্যা : পুরুষ ....., মহিলা	
১.৩০	স্থাপিত প্রদর্শনীর প্রযুক্তি : ....., সংখ্যা : ....., স্থাপনের তারিখ ....., উৎপাদন : ....., লাভ লোকসানের অনুপাত ..... প্রদর্শনী কৃষক কি পরবর্তী সময়ের এ প্রযুক্তি গ্রহণ করবেন : হ্যাঁ/ না। না করলে কারণ	
১.৩১	সম্প্রসারিত নতুন জাত ও প্রযুক্তির সংখ্যা	
১.৩২	আয়োজিত মাঠ দিবস /চাষী র‍্যালীর সংখ্যা ....., উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ সংখ্যা : ....., যোগদানকারী কৃষকের সংখ্যা : পুরুষ, ..., মহিলা, ..., প্রযুক্তি : ....., শতকরা কতজন কৃষক পরবর্তী মৌসুমে প্রদর্শীত প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী ..... খাদ্যমান ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি :...	
বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ :		
১.৩৩	বিতরণকৃত ভিত্তি বীজ (শুধুমাত্র প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে) মে.টন	
১.৩৪	কৃষক পর্যায়ে ..... ফসলের ..... জাতের উন্নত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত বীজের পরিমাণ ..... মে.টন	
১.৩৫	এই উন্নয়ন প্রকল্প সহায়তায় সরবরাহকৃত কৃষি যন্ত্রপাতির সংখ্যা ..... ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্রয়কৃত সংখ্যা	
১.৩৬	প্রকল্প শুরুর আগে ২০১৬ সালে কি পরিমাণ ডাল, তেল ও মসলা বীজ আমদানী করতে হতো?.....মে. টন (১৮টি ফসলের আলাদা আলাদা উল্লেখ করতে হবে)	
১.৩৭	প্রকল্প শুরুর পরে বর্তমানে (২০২১ সালে) কি পরিমাণ ডাল, তেল ও মসলা বীজ আমদানী করতে হয়?.....মে. টন (১৮টি ফসলের আলাদা আলাদা উল্লেখ করতে হবে)	
১.৩৮	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের সবল দিকগুলো কি কি?	
১.৩৯	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কি?	
১.৪০	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের ঝুঁকি আছে কি? থাকলে উল্লেখ করুন	

১. প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা		
১.৪১	আপনার দৃষ্টিতে প্রকল্পের সুযোগ আছে কি? থাকলে উল্লেখ করুন।	
১.৪২	প্রকল্পের সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে কোনো পদক্ষেপ আছে কি না? হ্যাঁ/ না যদি থাকে তবে সংযুক্তি হিসাবে প্রদান করুণ ----------	
১.৪৩	কোনো সুপারিশ বা মতামত থাকলে লিখুন	
১.৪৪	ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ ধরণের আরো প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি? উত্তর হ্যাঁ হলে বিস্তারিত বলুন	টিক দিনঃ হ্যাঁ/না লিখুন……
১.৪৫	প্রকল্পে কতজন পরামর্শক/ কন্সালটেন্ট নিয়োগের সংস্থান ছিল ?	
১.৪৬	তার মধ্যে কতজন পরামর্শক/ কন্সালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে।	
১.৪৭	বর্তমানে কতজন কন্সালটেন্ট কর্মরত আছেন।	
১.৪৮	পরামর্শকের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।	
১.৪৯	দেশি ও বিদেশি পরামর্শকের সংখ্যা উল্লেখ করুন।	
১.৫০	পরামর্শক কার্যপরিধি (TOR) অনুযায়ী কাজ করেছিল কিনা?	
১.৫১	পরামর্শক কর্তৃক কোন প্রকার প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে কিনা ? এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।	
১.৫২	ডিপিপি অনুযায়ী পরামর্শক বাবদ বরাদ্দ অর্থের কি পরিমাণ পরামর্শক বাবদ এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে?	
১.৫৩	প্রকল্পের অধিনে ক্রয়কৃত পণ্যসমূহ কোন কোন জেলায় ব্যবহৃত হচ্ছে তা তালিকাসহ বর্ণনা করুন।	
১.৫৪	প্রকল্পের শুরুতে যে প্রদর্শনী প্লট করা হয়েছিল সেটি হতে বর্তমান পর্যন্ত কত জনের নিকট সম্প্রসারিত হয়েছে?	
১.৫৫	কৃষি মন্ত্রণালয় কতৃক প্রকল্পের কোন মধ্যবর্তী মূল্যায়ন হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ/ না
১.৫৬	যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে মধ্যবর্তী মূল্যায়নের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা করুন।	
১.৫৭	প্রকল্পের লগ-ফ্রেম এর সাথে প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ তা সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা করুন।	
১.৫৮	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল কিনা তা সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা করুন।	

২. প্রকল্প সাইটে কর্মরত কৃষিসম্প্রসারণ কর্মকর্তা				
ক. প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ				
২.১	প্রকল্পের জন্য পরিচালিত ফিজিবিলিটি রিপোর্ট প্রণয়ন/পর্যালোচনায় ভূমিকা লিখুন।			
২.২	প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত...			
২.৩	ডিপিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত...			
২.৪	প্রকল্প বাস্তবায়নে...			
২.৫	প্রকল্প কাজের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি সম্পর্কে বলুন। ১। আর্থিকঃ.....। ২। ভৌত অবকাঠামোঃ ..... আপনি কি মনে করেন বাকি মেয়াদে প্রকল্পটি যথাযথভাবে সমাপ্ত হবে?যদি হ্যাঁ হয় তবে কেন মনে হয়ঃ ১। ২। ৩। যদি না হয় তবে তার কারণ কী? ১। ২। ৩।			
২.৬	প্রকল্প সংশোধনের কারণে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধির কারণ কী?			
২.৭	কী কী কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন পিছিয়েছে?			
২. ৮	আইএমইডির কর্মকর্তাগণ কতবার প্রকল্পটি পরিদর্শন করেছেন, কি কি সুপারিশ করেছিলেন সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা?			
নিম্নের ছক অনুসারে প্রকল্পের প্রধানতম অঙ্গসমূহের উপর আপনার মন্তব্য প্রদান করুন				
ক্রমিক	**প্রকল্পের অঙ্গসমূহ**	**বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি**	**আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে তার কারণ**	**করণীয়**
১	ব্লক প্রদর্শনী			
২	প্রশিক্ষণ			
৩	মাঠ দিবস			
৪	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ			
৫	বীজ প্রত্যয়ন			
৬	এসএমই গঠন			
৭	কর্মশালা আয়োজন			
৮	মৌ পালন			
৯	বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সরবরাহ (মৌবক্স, ময়েশ্চার মিটার ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ)			

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:---------- স্বাক্ষর:----------
মোবাইল নম্বর:----------

উত্তরদাতার আইডি নং- | | | | |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"

চেকলিস্ট-৩: কেআইআই (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলায় কর্মরত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা)

কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল এবং মসলা জাতীয় ফসলের মানসম্মত বীজের সরবরাহ ও বৃদ্ধি; উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি; ডাল, তেল ও মসলার দেশীয় ঘাটতি পূরণ তথা আমদানী হ্রাস করা ; মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনা এবং মৌ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ এসএমই গঠনের মাধ্যমে মানম্মত বীজ এবং সেই সাথে উৎপাদন প্রযুক্তি সময়মত কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে সুবিধাভোগী কৃষকদের দারিদ্রতা দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত **"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"**-শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠুভাবে যথাযথ সময়ে সমাপ্ত হয়, কাজের গুণগত মান বজায় থাকে এবং প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে সে জন্য আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে এই প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ক. উত্তরদাতার পরিচয়		
১.১	উত্তরদাতার নাম:	
১.২	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম:	
১.৩	পদবী:	
১.৪	মোবাইল নম্বর:	
১.৫	ই-মেইল:	
১.৬	অবস্থান:	

১. কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	
১.১	এই প্রকল্প এলাকায় সাধারণ কী ধরনের ফসলের চাষবাদ হয়?
১.২	প্রকল্পটির ফলে ফসল চাষের কোনো ভিন্নতা এসেছে কী?
১.৩	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় প্রকল্পের ফলে ফসলের উৎপাদনশীলতায় কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে কি না?
১.৪	কৃষকের মাঝে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহন (কৃষক প্রশিক্ষণ, প্রদশনী, মাঠ প্রদর্শনী, চাষী র‍্যালী, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, কৃষি প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি) ইত্যাদি সম্পর্কে আপনার মতামত দিন?
১.৫	২০১৭ সালের তুলনায় বর্তমানে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন,

১. কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	
	সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় প্রকল্পের পানি সরবরাহে কেমন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন?
১.৬	চলমান প্রকল্পের ফলে শুষ্ক মৌসুমে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচের পানির সংস্থান সম্পর্কে লিখুন।
১.৭	ফসল উৎপাদনে এসএমই ভূমিকা কেমন বলে মনে করেন?
১.৮	শস্য বিন্যাসে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসল আর্ন্তভূক্তির মাধ্যমে ফসলের বহুমুখীতা ও নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ সম্পর্কে আপনার পরামর্শ কি?
১.৯	কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে আপনার পরামর্শ কি?
১.১০	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় প্রকল্পের কারণে ফসল উৎপাদনে কী ধরনের ভিন্নতা এসেছে?
১.১১	প্রকল্পের শুরুতে যে প্রদর্শনী প্লট করা হয়েছিল সেটি হতে বর্তমান পর্যন্ত কত জনের নিকট সম্প্রসারিত হয়েছে?
১.১২	এই প্রকল্প সংক্রান্ত ২টি সবল দিক তুলে ধরুন।
১.১৩	এই প্রকল্প সংক্রান্ত ২টি দুর্বল দিক তুলে ধরুন।
১.১৪	এই প্রকল্প সংক্রান্ত ২টি সুযোগ তুলে ধরুন।
১.১৫	এই প্রকল্প সংক্রান্ত ২টি ঝুঁকি তুলে ধরুন।
১.১৬	প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন সংক্রান্ত কোনো সুপারিশ থাকলে তা তুলে ধরুন।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:---------- স্বাক্ষর:----------

মোবাইল নম্বর:----------

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"

উপকারভোগীদের জন্য কেস স্টাডির প্রশ্নমালা

ক.উত্তরদাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদি				
১.১	উত্তরদাতার নাম:			
১.২	পিতার নাম:			
১.৩	মাতার নাম:			
১.৪	স্বামী/স্ত্রীর নাম:			
১.৫	গ্রামের নাম:		১.৬	ইউনিয়নের নাম:
১.৭	উপজেলা:		১.৮	জেলা:
১.৯	বয়স:	..... বছর	১.১০	উত্তরদাতার মোবাইল নং:
১.১১	উত্তরদাতার লিঙ্গ:	[কোড: ১= মহিলা, ২=পুরুষ]		
১.১২	উত্তরদাতার পেশা:	পেশাঃ ১=কৃষি; ২=চাকুরী; ৩=ব্যবসা; ৪=কৃষি মজুর; ৫=রিক্সা/ভ্যান/ঠেলাগাড়ি/; ৬=লঞ্চ/নৌকা/অটোরিক্সা/চার্জার গাড়ি/ট্রাক বা বাস বা অন্যান্য বড় গাড়ির ড্রাইভার; কুটির শিল্প/কামার/কুমার/তাঁতী;৭=ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (পোল্ট্রি, রাইসমিল/স'মিল মালিক/ইটভাটা; ৮=অন্যান্য (যদি থাকে) উল্লেখ করুন		
১.১৩	আপনি অত্র এলাকায় কত বছর যাবৎ বসবাস করছেন?	১= স্থায়ী বাসিন্দা; ২= স্থানান্তরিত ..... বছর(পূর্ণ বছর উল্লেখ করুন)		
খ. প্রকল্পের সফলতা				
২.১	আপনি "**কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)**" সম্পর্কে কী জানেন?			
২.২	প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে আপনার পারিবারিক অবস্থা (মাসিক আয়সহ) কেমন ছিল?			
২.৩	প্রকল্পের কারণে আর্থিক অবস্থান কোন পরিবর্তন হয়েছে কি? হয়ে থাকলে কি কি পরিবর্তন হয়েছে বা লাভবান হয়েছেন? বর্তমানে আপনার পারিবারিক অবস্থা কেমন?			
২.৪	প্রকল্পের মাধ্যমে আপনি কিভাবে উপকৃত হয়েছেন?			

২.৫	আপনার পেশার উন্নতিতে প্রকল্পটি কিভাবে সাহায্য করেছে?
২.৬	ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আপনি কার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়েছেন?
২.৭	আপনার মাধ্যমে সরাসরি অন্যকোনো ব্যক্তি অনুপ্রাণিত হয়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন করছেন কিনা? যদি হয়ে থাকে তাহলে কত জন?
গ. প্রকল্পের ভূমিকা	
২.৮	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে আপনার চাষাবাদ সহজ, কৃষি ফসল উৎপাদন, ফসলের নিবিড়তা ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা? পেলে থাকলে তা কিভাবে এবং কি পরিমাণ উল্লেখ করুন?
২.৯	এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে আপনার চাষাবাদ খরচ হ্রাস, সংগ্রহত্তোর শস্য ক্ষতি ইত্যাদি হ্রাস পেয়েছে কিনা? পেয়ে থাকলে তা কিভাবে এবং কি পরিমাণ উল্লেখ করুন।
২.১০	এই প্রকল্পের অধীনে কি কি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গড়ে উঠেছে বা উঠবে বলে মনে করেন? এতে প্রকল্পের অবদান কতটুকু বলে আপনি মনে করছেন?
২.১১	এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই প্রকল্পের কোন ভূমিকা আছে বলে মনে করেন কি? থাকলে কিভাবে?
২.১২	প্রকল্পটি আপনার এলাকায় কৃষিক্ষেত্রে কি কি ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন?
২.১৩	প্রকল্পটি আপনার এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্যে কি কি প্রভাব ফেলেছে বা ফেলবে বলে মনে করেন?
ঘ. প্রকল্পের সবল/দুর্বল চ্যালেঞ্জগুলো	
৩.১	আপনার মতে এই প্রকল্পের সবল দিকসমূহ কি কি? (বি.দ্রঃ যে বিষয়সমূহের ফলে প্রকল্পটি কার্যকরি হবে বলে উত্তরদাতা মনে করছেন তা তুলে আনতে হবে)
৩.২	আপনার মতে এই প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ কি কি? (বি.দ্রঃ যে বিষয়সমূহের ফলে প্রকল্পটি সঠিকভাবে কার্যকরি হচ্ছে না বা হবে না বলে উত্তরদাতা মনে করছেন তা তুলে আনতে হবে)
৩.৩	প্রকল্পের কাজের সময় আপনারা কি কোন সমস্যার মুখে পড়ছেন কখনও? কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন/হচ্ছেন? কিভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করেছেন?
৩.৪	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আপনারা কি কোন সমস্যার মুখে পড়েছেন কখনও? কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? কিভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করেছেন?
৩.৫	এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার মতামত ও সুপারিশসমূহ কী কী? বিস্তারিত বলুন দয়া করে।

বি.দ্র. তথ্য সংগ্রহকারীকে অবশ্যই প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরদাতার সাফল্যতার ছবি মোবাইলের মাধ্যমে তুলে আনতে হবে।

অংশগ্রহণের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:
মোবাইল নাম্বার:	তারিখ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"

সরেজমিন পরিদর্শন চেকলিস্ট

সাইটের নাম:	
উপজেলার নাম:	
জেলার নাম:	
অঙ্গভিত্তিক কাজের নাম:	

ক্রমিক	**সরেজমিন পরিদর্শন**	**বর্তমান অবস্থা**
১.১	কাজের বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্ত/চলমান	
১.২	কাজের গুণগত মানঃ ভালো/গ্রহণযোগ্য/ভালো নয়	
১.৩	কাজের BOQ সমূহঃ (প্রতিটি সাইট)	

নিম্নের ছক অনুসারে প্রকল্পের প্রধানতম অঙ্গসমূহের উপর আপনার মন্তব্য প্রদান করুন			
প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি	আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে তার কারণ	করণীয়
ডিজিটাল ক্যামেরা (৪টি)			
বীজপাত্র (১৮০০০টি)			
সীভ (চালুনী) ১১২০০০টি			
মৌবক্স ও মধু এক্সটাক্টর (২০০০টি)			
ময়েশ্চার মিটার ৫০০০টি			
ওজন পরিমাপক ৫০০০টি			
সিলিং মেশিন ৫০০০টি			
প্যাকিং ব্যাগ ৪৪৮ লক্ষ			
এয়ারকুলার (৭টি)			
ফটোকপিয়ার (৬টি)			
ভিডিও/চলচিত্র নির্মাণ			
প্রশিক্ষণ (কৃষক, এসএএও ইত্যাদি)			

ডাল, তৈল, মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা উল্লেখ করতে হবে...

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:
মোবাইল নাম্বার:	তারিখ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাস্তবায়িত

"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট

(প্রতিটি ক্রয় প্যাকেজের জন্য আলাদা চেকলিস্ট ব্যবহার করতে হবে)

পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলি

উত্তরদাতার পরিচয়		
১	তথ্য সরবরাহকারীর নাম:	
২	মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম:	
৩	পদবী:	
৪	ফোন নম্বর:	
৫	ই-মেইল:	
৬	অবস্থান:	

প্যাকেজ নং	প্যাকেজভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনার বিস্তারিত	প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ে ক্রয়-পরিকল্পনা বাস্তব চিত্র
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		
৮ক		
৮খ		

প্যাকেজের নাম :

১. দরপত্র আহবান সংক্রান্ত	
১.১	মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ **কৃষি মন্ত্রণালয়**
১.২	বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর**
১.৩	প্রকল্পের নামঃ **"কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)"**
১.৪	প্যাকেজ/দরপত্র নংঃ
১.৫	কাজের ধরনঃ পণ্য/কার্য/সেবা
১.৬	দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের নামঃ
১.৭	প্রতিটি প্যাকেজে কতটি করে লট আছে ?
১.৮	ক্রয়-পদ্ধতিঃ
১.৯	দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে কিনা। [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
১.১০	প্রকাশের তারিখ : পত্রিকার নাম :

১.১১	দরপত্র (১ কোটি টাকার বেশি সিপিটিউ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা। [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
২. দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত	
২.১	দরপত্র দাখিলের তারিখ কত ছিল ?
২.২	কতগুলো দরপত্র বিক্রয় করা হয়েছে ?
২.৩	কতগুলো দরপত্র জমা পড়েছে ?
২.৪	পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছিল কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৩-দরপত্র উন্মুক্ত করণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত	
৩.১	দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি'র কত জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল ?
৩.২	দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি'র কতজন সদস্য দরপত্র উন্মুক্ত করণের সময় থাকা আবশ্যক?
৩.৩	দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি'র কতজন সদস্য দরপত্র উন্মুক্ত করণের সময় উপস্থিত ছিলেন ?
৩.৪	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি হতে ০১ (এক) জন সদস্য 'দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি'-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৩.৫	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে অত্র দপ্তরের বহির্সদস্য হতে ০২(দুই) জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৩.৬	কত তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন শেষ করা হয়েছে ?
৩.৭	উপযুক্ত (রেসপন্সিভ)দরদাতার সংখ্যা কত ছিল ?
৩.৮	দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট কত তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়া হয়েছিল ?
৩.৯	কত তারিখে দরপত্র চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে ?
৩.১০	দরপত্র Delegation of Financial Power অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৪-কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত	
৪.১	কত তারখে Notification of Award জারি করা হয়েছিল ?
	Initial Tender Validity Period এর মধ্যে Contract Award করা হয়েছে কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৪.২	Contract Award CPTU- এর Website-এ প্রকাশ করা হয়েছিল কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৪.৩	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)
৪.৪	উদ্ধৃত দর (টাকা)
৪.৫	চুক্তি মূল্য(টাকা)
৪.৬	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ কত ছিল ?
৪.৭	বাস্তবে কাজ সমাপ্তির তারিখ উল্লেখ করুন।
৪.৮	কাজ সমাপ্তিতে বিলম্ব হয়ে থাকলে Liquidated Damage আরোপ করা হয়েছে কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৪.৯	কাজটি মূল ঠিকাদার (প্রথম কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার) কর্তৃক সমাপ্ত হয়েছিল কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৪.১০	ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনাকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একইসাথে একই প্রতিষ্ঠানের/ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করছে কিনা? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৫- বিল প্রদান সংক্রান্ত	
৫.১	প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কাজটি সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত মর্মে প্রত্যায়নের তারিখ কত ?
৫.২	ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ ও দাখিলের তারিখ কত ?
৫.৩	কর্তনকৃত আয়কর+ভ্যাট-এর পরিমাণ (টাকা)
৫.৪	বিলম্বে কোন বিল পরিশোধ করা হয়েছে কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৫.৫	বিলম্বে বিল পরিশোধের জন্য সুদ পরিশোধ করা হয়েছে কি না ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৬-দরপত্র গ্রহণ যোগ্যতা ও স্বচ্ছতা সংক্রান্ত	
৬.১	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের কোন পর্যায়ে কোন ধরনের অনিয়ম হয়েছে এ বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৬.২	কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে তা কোন পর্যায়ে এবং কি ধরনের অনিয়ম হয়েছে ?
৬.৩	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]

৬.৪	ক্রয়কৃত পণ্যের কোন ওয়ারেন্টি ছিল কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না] থাকলে কত দিনের?
৬.৫	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাদেশ প্রদান বিষয়ে কোন ধরনের অভিযোগ ছিল কি না ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৬.৬	অভিযোগের কারণে কোন দরপত্রের Award Modification করতে হয়েছে কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৬.৭	দরপত্রে উল্লিখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়েছিল কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৬.৮	পণ্য/মালামাল গুলোর গুণগত মানের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি ঘটেছিল কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না] হয়ে থাকলে কেন ?
৬.৯	কোন অভিযোগ থাকলে উহা নিস্পত্তি হয়েছে কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৭- অডিট সংক্রান্ত	
৭.১	প্রকল্পটির কোন অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিনা **?** [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না]
৭.২	প্রকল্পটির কোন অডিট আপত্তি আছে কিনা **?** [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না] যদি হ্যাঁ হয় তার সংখ্যা ও বিবরণ
৭.৩	অডিট এ অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে তার বিবরণ
৭.৪	প্রকল্পটির কোন অডিট আপত্তির নিস্পত্তি হয়েছে কিনা ? [কোড : ১. হ্যাঁ, ২. না] যদি না হয় তার কারণ ও বিবরণ

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ----------
তারিখঃ ----------

অডিট প্রতিবেদন

মহাপরিচালকের কার্যালয়
কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা ইন্স্যুরেন্স ভবন (২য়-৬ষ্ঠ তলা)
৭১, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।

নং- ৮২.১৮.০০০০.০০১.৩৪.০৩৭.২০ তারিখ: /০২/২০২১ খ্রি.

মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়: **কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এর ২০১৭-২০১৮ আর্থিক সালের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ব্রডশীট জবাবের উপর মন্তব্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র: ১২.০১.০০০০.০০০.০১.১০৯.১৯.৮৭৯ তারিখ: ২৮/১২/২০২০ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা প্রতিবেদনে বর্ণিত আপত্তিসমূহের বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে অত্র দপ্তরের নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করা হলো:

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা	সিদ্ধান্ত/মন্তব্য
২.১১	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডকে মূল্যের সহিত ভ্যাট বাবদ প্রদত্ত টাকা কর্তন করা হয়নি	১৫,৯৩,৬৪৮/-	টি আর ফরম নং-০৬ এর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ভ্যাট জমাদানের প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৭.৮	২য় পর্যায়ের প্রকল্পের অফিস সরঞ্জামাদির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত না করে নতুন অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ে সরকারের অপচয়	২৪,২৯,৫৪০/-	জবাব ও প্রমাণকের আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হলো।

মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনক্রমে

(সুমন কুমার শর্মা)
উপ-পরিচালক
ফোন: ০২-৪৮৩১৬৮৫৬
ই-মেইল: skshorma.dae@gmail.com

নং- ৮২.১৮.০০০০.০০১.৩৪.০৩৭.২০ – ১৮৮(৬) তারিখ: ১১/০২/২০২১ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

০১। প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

মহাপরিচালকের কার্যালয়
কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা ইন্স্যুরেন্স ভবন (২য়- ৬ষ্ঠ তলা)
৭১, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।

নং- ৮২.১৮.০০০০.০০১.৩৪.০৩৭.২০-৬৯ তারিখ: ১১/১১/২০২০ খ্রি.

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা- ১০০০।

[দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা), কৃষি মন্ত্রণালয়]

বিষয়: কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়), প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এর ২০১৭-২০১৮ আর্থিক সালের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ব্রডশীট জবাবের উপর মন্তব্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ১২.০০.০০০০.০৪২.০১.০১৪.২০.১৪০, তারিখ: ০৫/০৮/২০২০ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ আর্থিক সনের অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপ:

অনু: নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা	এ কার্যালয়ের মন্তব্য
১.১৫ অগ্রিম	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হারে উৎসে কর কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	১,০৬,৯৭৭/-	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ থেকে কেনা দুটি গাড়ির ভিত্তিমূল্য ১,০৬,২৪,৩৭৭/- টাকার উপর ৫% হিসেবে আরোপযোগ্য আয়কর ৫,৩১,২১৬/- টাকা। তার মধ্যে পূর্বে প্রদানকৃত ৪,৭০,০৮৬/- এবং অবশিষ্ট (৫,৩১,২১৬-৪,৭০,০৮৬/-) =৬১,১৩০/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হলো।
৭.৮ অগ্রিম	২য় পর্যায়ের প্রকল্পের অফিস সরঞ্জামাদির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত না করে নতুন অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ে সরকারের অর্থ অপচয়	২৪,২৯,৫৪০/-	৩য় পর্যায়ের প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ের প্রস্তাব সম্বলিত অনুমোদিত ডিপিপি'র কপি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৭৮.১ অগ্রিম	নিরীক্ষাযোগ্য বিল ভাউচার নিরীক্ষাকালে উপস্থাপন করা হয়নি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৮(১) অনুচ্ছেদ উপেক্ষিত	১০,৫৭,৩২০/-	নিরীক্ষা দলের চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ করায় এবং পরবর্তীতে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় জবাব ও প্রমাণকের আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হলো।

মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনক্রমে

(সুমন কুমার শর্মা)
উপ-পরিচালক
ফোন: ০২-৪৮৩১৬৭৭৯
ই-মেইল: skshorma.dae@gmail.com

নং- ৮২.১৮.০০০০.০০১.৩৪.০৩৭.২০-৬৯ তারিখ: ১১/১১/২০২০ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

০১। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dae.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

স্মারক নম্বর: ১২.০১.০০০০.০০০.০১.১০৯.১৯.৮৮৪ তারিখ: ১৩ পৌষ ১৪২৭ / ২৮ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়: **কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরন (৩য় পর্যায়) প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এর ২০১৮-১৯ আর্থিক সনের ব্রডসীট জবাব প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরন (৩য় পর্যায়) প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এর ২০১৮-১৯ আর্থিক সনের অনুচ্ছেদ নং ৭৮.১, ৭৬.১, ৭৩.১, ৭২.১, ২.১৯ ও ১.২০ অডিট আপত্তির নিষ্পত্তিমূলক ১(এক) সেট ব্রডসীট জবাব পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

২৮-১২-২০২০
মো: আসাদুল্লাহ
মহাপরিচালক

মহাপরিচালক, কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা
ইন্সুরেন্স ভবন, ৭১ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নম্বর: ১২.০১.০০০০.০০০.০১.১০৯.১৯.৮৮৪/১ তারিখ: ১৩ পৌষ ১৪২৭ / ২৮ ডিসেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প -৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এর অডিট আপত্তি (২০১৮-২০১৯) নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব।

নিরীক্ষার বছর	প্যারা নং ও পরিশিষ্ট	আপত্তির বিবরণ	স্থানীয় অফিসের জবাব	মহাপরিচালক মহোদয়ের মন্তব্য	মন্ত্রণালয়ের মতামত
২০১৮-২০১৯	৭৮ ও ৭৮(১)	শিরোনামঃ- প্রকল্পের আওতাধীন মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত ৩টি উপজেলা কৃষি অফিসে ব্যয়িত ৩৭,২৬,৭৮০/- টাকার বিল ভাউচার নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করা প্রসঙ্গে। বিবরণ ঃ- কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ অর্থ সনের মঞ্জুরি ও বরাদ্দ ভিত্তিক নিরীক্ষা ১২/৩/২০২০ হতে ২২/০৩/২০২০ খ্রি: পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষায় বিল রেজিষ্টার, বরাদ্দ রেজিস্টার এবং জড়িত বিল-ভাউচার সমূহ যাচাইয়ে দেখা যায় যে প্রকল্পের আওতাধীন মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত ৩টি উপজেলা কৃষি অফিসে মোট ৩৭,২৬,৭৮০/- টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু উহার বিপরীতে জড়িত বিল ভাউচার সমূহ নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি। বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ ধারা মতে যে কোন প্রতিষ্ঠানের যে কোন রেকর্ড/বিল ভাউচার দেখার অধিকার নিরীক্ষা দলের রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য প্রকল্পের আওতাধীন মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত ৩টি উপজেলা কৃষি অফিসে ব্যয়িত ৩৭,২৬,৭৮০/- টাকার বিল ভাউচার নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করায় উহার সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। যা সংবিধানের ১২৮ নং অনুচ্ছেদের বরখেলাপ। সুপারিশঃ জবাব মোতাবেক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমানকসহ অডিট অফিসে জবাব প্রেরণ করা প্রয়োজন।	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সিভিল অডিট কর্তৃক ৭৮ নং প্যারা পরিশিষ্ট ৭৮(১) এর প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির ও আপত্তি নিষ্পত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বর্ণিত উপজেলার বিল ভাউচার এতদ সঙ্গে প্রেরণ করা হলো(কপি সংযুক্ত)। অতএব, আপত্তিটি সদয় নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো। ২৬.১১.২০২০ মোঃ খায়রুল আলম প্রকল্প পরিচালক কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।		

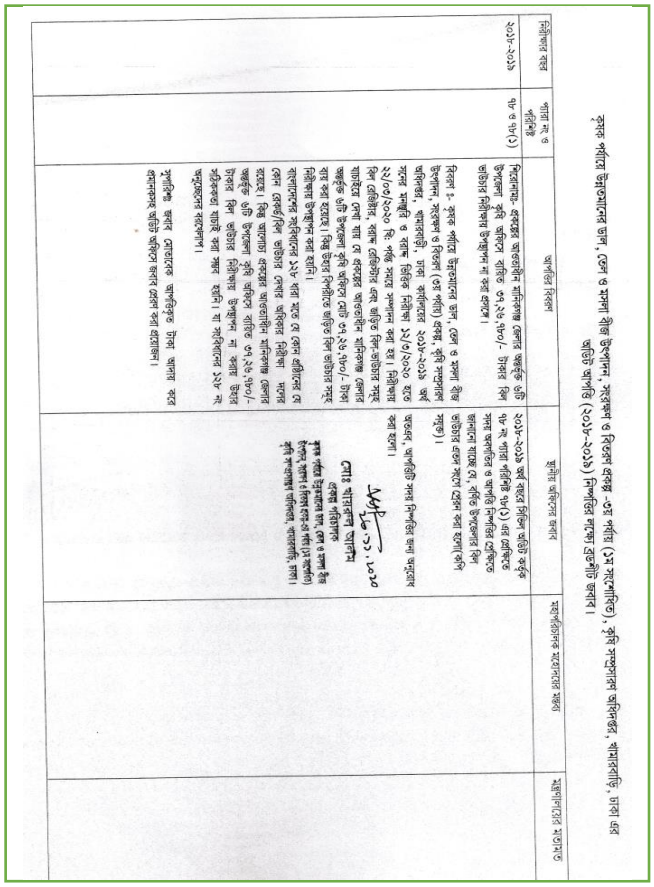

ইস্কার্ফ কনসালটিং সার্ভিসেস
বাড়ী নং-৩বি (২য় তলা), রোড-১, ব্লক-বি, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি,
আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ই-মেইলঃ scarfbd@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.scarfbd.com